গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)

জুন ২০১৮

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)

জুন ২০১৮

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)

পরামর্শকবৃন্দ

মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, টিম লিডার
হাসান মোহাম্মাদ তিতু, ডেপুটি টিম লিডার
সুবাস তিপল গোমেজ, সোসিও-ইকনোমিক স্পেশালিস্ট
মো: ফরিদ খান, মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার
এ.কে.এম. সাইফুল ইসলাম, ডেটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট

আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মহাপরিচালক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পরিচালক
সুজন চন্দ্র ভৌমিক, সহকারি পরিচালক

জুন ২০১৮

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

সূচিপত্র

সূচিপত্র	i
সারণি তালিকা	iv
চিত্র তালিকা	v
মানচিত্র তালিকা	v
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	vii
শব্দ সংক্ষেপ	xii
প্রথম অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ	
১.১ প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৩
১.৩ অনুমোদন/ সংশোধন	৩
১.৪ প্রকল্পের অর্থায়ন	৩
১.৫ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কাজের কার্যপদ্ধতি	
২.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি	৫
২.২ গবেষণা পদ্ধতি	৬
২.২.১ মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ	৮
২.২.২ খানা জরিপের মাধ্যমে সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ	৮
২.২.৩ সংখ্যাগত গবেষণার জন্য নমুনা সমগ্রক নির্ধারণ	৮
২.৩ গুণগত তথ্য-উপাত্ত	১১
২.৩.১ মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	১১
২.৩.২ দলগত আলোচনা	১১
২.৩.৩ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা	১২
২.৩.৪ অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ	১২
২.৩.৫ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন	১২
২.৪ উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ	১২
২.৪.১ ডাটা এন্ট্রি ও ক্লিনিং	১২
২.৪.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ	১২
২.৫ প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৩
২.৬ কর্ম পরিকল্পনা (সপ্তাহওয়ারী)	১৩
তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা	
৩.১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি	১৪
৩.২ বরাদ্দ ও ব্যয়	১৫
৩.৩ প্রকল্পের অর্জন	১৬
৩.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা	১৮

চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৪.১ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় কার্যক্রমসমূহ ২০
৪.১.১ ঝিনাইদহ পৌরসভা ২০
৪.১.২ বান্দরবান পৌরসভা ২০
৪.১.৩ কক্সবাজার পৌরসভা ২১
৪.১.৪ গোপালগঞ্জ পৌরসভা ২২
৪.১.৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা ২২
৪.২ প্রকল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ২৩
৪.২.১ ড্রেন ২৩
৪.২.২ সড়ক ২৪
৪.২.৩ ফুটপাত ২৫
৪.২.৪ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল ২৫
৪.২.৫ পৌর মার্কেট এবং কিচেন মার্কেট ২৬
৪.২.৬ পাবলিক টয়লেট ২৬

পঞ্চম অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষার ফলাফল

৫.০ ভূমিকা ২৮
৫.১ প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে নির্বাচিত উত্তরদাতার বিবরণ ২৮
৫.১.১ উত্তরদাতার বয়স ২৮
৫.১.২ উত্তরদাতার লিঙ্গ ২৮
৫.১.৩ উত্তরদাতার শিক্ষা ২৯
৫.১.৪ উত্তরদাতার পেশা ২৯
৫.১.৫ পৌরসভায় উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ৩০
৫.২ পৌরসভার অবকাঠামো ও পৌরসেবা সম্পর্কে পৌরবাসীর মতামত ৩০
৫.২.১ পৌরসভার অবকাঠামো ও পৌরসেবায় পৌরবাসীর সন্তুষ্টি ৩০
৫.২.২ সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরবাসীর পৌরসভায় যোগাযোগ ৩১
৫.২.৩ পৌর সেবা প্রদান ব্যবস্থায় পৌরবাসীর সন্তুষ্টি ৩২
৫.২.৪ পৌর সেবা প্রাপ্তি ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরবাসীর অভিযোগ ৩৪
৫.৩ প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রভাব ৩৫
৫.৩.১ রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণের প্রভাব ৩৫
৫.৩.২ ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রভাব ৩৫
৫.৩.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রভাব ৩৬
৫.৩.৪ পৌর এলাকায় পানির প্রাপ্যতা ৩৬
৫.৩.৫ পৌরসভায় সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান ৩৭
৫.৩.৬ পাবলিক টয়লেট নির্মাণের প্রভাব ৩৭
৫.৩.৭ পৌর পার্ক নির্মাণ বা পৌরসভার সৌন্দর্য্যবর্ধনের প্রভাব ৩৮
৫.৩.৮ পৌর মার্কেট এবং কাঁচাবাজার উন্নয়নের প্রভাব ৩৮

৫.৩.৯ বস্তি এলাকার কাজসমূহ ৩৯
৫.৩.১০ বস্তিবাসীদের প্রয়োজনে অবদান ৩৯
৫.৩.১১ বস্তিবাসীদের উপর সেবাসমূহের প্রভাব ৪০
৫.৪ পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা ৪০
৫.৪.১ পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় ৪০
৫.৪.২ পৌরসভার নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় ৪১
৫.৪.৩ সেবা বিল পরিশোধ ৪২
ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ ৪৪
সপ্তম অধ্যায়: প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা
৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৪৫
৭.২ প্রকল্পের বহির্গমন পরিকল্পনা (Exit Plan) ৪৮
অষ্টম অধ্যায়: সুপারিশমালা ৪৯
প্রকল্প সংক্রান্ত ছবি ৫১
পরিশিষ্ট: প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট ৫৫
পরিশিষ্ট ১: খানা জরিপের প্রশ্নমালা ৫৫
পরিশিষ্ট ২: মূল তথ্যদাতার প্রশ্নমালা ৬৩
পরিশিষ্ট ৩: দলগত বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ৬৪
পরিশিষ্ট ৪: ক্রয়ের চেকলিস্ট ৬৬
পরিশিষ্ট ৫: অবকাঠামোগত উন্নয়নের পর্যবেক্ষণ ৬৭
পরিশিষ্ট ৬: পৌরসভার সেবা ও সক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ৬৮
পরিশিষ্ট ৭: পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সেবা প্রদান সংক্রান্ত চেকলিস্ট ৭০
পরিশিষ্ট ৮: পৌরসভার পরিচালন এবং সক্ষমতা উন্নয়ন সংক্রান্ত চেকলিস্ট ৭১
কেইস স্টাডি ৭২
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ৭৫

সারণি তালিকা

সারণি ২.১: সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা বিন্যাস ৯

সারণি ৩.১: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি ১৫

সারণি ৩.২: প্রকল্পের বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় ১৬

সারণি ৩.৩: প্রকল্পের অর্জন ১৭

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভায় সুশাসন ও সক্ষমতা উন্নয়নে সম্পন্ন কর্মকান্ডসমূহ ১৮

সারণি ৪.১: নির্বাচিত পৌরসভাসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা ২২

সারণি ৪.২: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন ড্রেন সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা ২৩

সারণি ৪.৩: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন সড়ক সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা ২৪

সারণি ৪.৪ : নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন ফুটপাত সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা ২৫

সারণি ৪.৫ : নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন বাস টার্মিনাল সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা ২৫

সারণি ৪.৬ : নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন ট্রাক টার্মিনাল সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা ২৬

সারণি ৪.৭: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন পৌর মার্কেট ও কিচেন মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা ২৬

সারণি ৪.৮: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন পাবলিক টয়লেট সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা ২৭

সারণি ৪.৯: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন পাবলিক টয়লেট পরিচালনা পদ্ধতি ২৭

সারণি ৫.১: পৌরসভার অবকাঠামো ও পৌর সেবায় পৌরবাসীর সন্তুষ্টি ৩১

সারণি ৫.২: সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরসভায় যোগাযোগ ৩২

সারণি ৫.৩: পৌর সেবা প্রদান ব্যবস্থায় সন্তুষ্টি ৩৩

সারণি ৫.৪: পৌর সেবা প্রাপ্তি সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তির অবস্থা ৩৪

সারণি ৫.৫: পৌর পার্ক নির্মাণ বা পৌরসভার সৌন্দর্য্যবর্ধনের প্রভাব ৩৮

সারণি ৫.৬: পৌর মার্কেট এবং কাঁচাবাজার উন্নয়নের প্রভাব ৩৮

সারণি ৫.৭: বস্তিবাসীদের উপর সেবাসমূহের প্রভাব ৪০

সারণি ৫.৮: নির্বাচিত পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়, (জুন ২০০৮-জুন ২০১৭) ৪১

সারণি ৫.৯: পৌরসভার নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় ৪২

সারণি ৫.১০: সেবা বিল পরিশোধ ৪৩

চিত্র তালিকা

চিত্র ২.১: গবেষণা পদ্ধতি ৭

চিত্র ৩.১: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি ১৪

চিত্র ৩.২: প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় ১৬

চিত্র ৫.১: উত্তরদাতার বয়স ২৮

চিত্র ৫.২: উত্তরদাতার লিঙ্গ ২৮

চিত্র ৫.৩: উত্তরদাতার শিক্ষা ২৯

চিত্র ৫.৪: উত্তরদাতার পেশা ২৯

চিত্র ৫.৫: পৌরসভায় উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ৩০

চিত্র ৫.৬: রাস্তাঘাট/ ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণের প্রভাব ৩৫

চিত্র ৫.৭: ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রভাব ৩৫

চিত্র ৫.৮: বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রভাব ৩৬

চিত্র ৫.৯: ট্যাপের পানির পাপ্যতা ৩৬

চিত্র ৫.১০: পৌরসভার সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান ৩৭

চিত্র ৫.১১: পাবলিক টয়লেট নির্মাণের প্রভাব ৩৭

চিত্র ৫.১২: বস্তি এলাকার কাজসমূহ ৩৯

চিত্র ৫.১৩: বস্তিবাসীর প্রয়োজনে প্রকল্পের অবদান ৩৯

মানচিত্র তালিকা

মানচিত্র ১: দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)-এর পৌরসভাসমূহ ২

মানচিত্র ২: প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত পৌরসভাসমূহ ১০

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

পৌরসভার ব্যবস্থাপনার মান বৃদ্ধি, সেবা প্রদানের সক্ষমতা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নগর পরিসেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই (Sustainable) মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্য নিয়ে সারাদেশের নির্বাচিত ৫১টি পৌরসভায় দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II) বাস্তবায়িত হয়েছিল। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ছিল জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের তিনটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল যা হলো: (১) পৌরসভা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং পৌরসভার মূল পরিসেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; (২) নাগরিকদের কাছে পৌরসভার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; এবং (৩) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক পরিসেবার মান উন্নয়ন।

প্রকল্পটি ৭ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের একনেক সভায় ১১৪,৮৫৪.৭৫ (জিওবি ২৮,৫৯৬.৩৫ এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৬,২০৩.৬৫) লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ধরা হয়েছিল জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২৬,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের প্রথম সংশোধন অনুমোদন করা হয়। ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২৪,৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

(UGIIP-II)-এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনার পাশাপাশি মাঠ পর্যায় থেকে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের জন্য (UGIIP-II)-এর আওতাভুক্ত ৫১টি পৌরসভার মধ্য থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২৫টি পৌরসভা নির্বাচন করা হয়েছে। সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসাবে নির্বাচিত ২৫টি পৌরসভার ১১২৫টি খানা থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে গুণগত তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসাবে নিম্নোক্ত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

(১) পৌরসভার মেয়র এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মূল তথ্যদাতা (Key Informant) বিবেচনা করে এরূপ ২৯ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে; (২) কমিউনিটি পর্যায়ে বসবাসরত মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২৫টি পৌরসভা থেকে ২৫টি দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion) করা হয়েছে; (৩) নির্দিষ্ট চেকলিষ্টের মাধ্যমে নির্বাচিত পৌরসভা থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে; (৪) পাঁচটি নির্বাচিত পৌরসভার ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে; এবং (৫) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে একটি করে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

UGIIP-II প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের রাজস্ব কার্যক্রমে ২০,৬১১.৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ২০,৪২৪.৭৯ লক্ষ টাকা। নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুন:নির্মাণে মাত্র ৩৪৮.৪২ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রা ধরা ছিল, যার ১০০ শতাংশ অর্জিত হয়। বিনিয়োগ ব্যয়ের লক্ষমাত্রা ছিল ১,০৪,১৮৮.০৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবে ব্যয় হয়েছে ১,০৩,৩২৮.৩১ লক্ষ টাকা। অপরদিকে ২০০৮-২০০৯ হইতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছর পর্যন্ত মোট ৭টি অর্থ-বছরে বরাদ্দ ছিল ১,২২,৫৯৩ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১,১৮,২৬৭.৫১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৯৬.৪৭ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে মোট ২৩,৬৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৩,৬৭৩.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ মাত্র ১.০৭ লক্ষ টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে অবমুক্ত ১,১৬৬.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছিল ৮৮৫.৯৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দাড়াঁয় ২৮০.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরুতে বিভিন্ন প্রকার জটিলতার কারণে এবং নতুন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার দায়দায়িত্ব সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন পড়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি মন্থর ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পের কাজে গতিশীলতা আসায় প্রকল্পের সমাপ্তির দিকে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, এটি একটি সফল প্রকল্প। প্রকল্পের প্রথম দিকে প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়ন মাত্র ৬(ছয়) মাস বিলম্বিত হয়েছে। প্রকল্প সংশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে এবং প্রকল্প দলিল পর্যালোচনান্তে এটি প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন জরীপে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো উঠে এসেছে: ১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় ক্রয় ও পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব; ২. ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন না করা; ৩. পৌরসভার পর্যাপ্ত জনবল না থাকা; এবং ৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঝিনাইদহ, বান্দরবান, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এসকল পৌরসভা থেকে একটি করে মোট ৫টি ক্রয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় প্রচলিত আইন তথা পিপিআর যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে। তবে ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করা দেখা যায় যে, কতিপয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় অনেক বেশী হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন পৌরসভায় সম্পাদিত ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামোগত কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতায় পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, (UGIIP-II)-এর আওতায় যে সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে এবং পৌরসভা থেকে পৌরবাসীর জন্য যে সেবা প্রদান করা হয় তাতে পৌরবাসী যথেষ্ট সন্তুষ্ট। সর্বমোট ২১টি (এরূপ) সূচকের উপর পৌরবাসীর সন্তুষ্টি পরিমাপ করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন জরীপের আওতায় প্রাপ্ত তথ্যকে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সম্পাদিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিটিজেন রিপোর্টে কার্ড জরিপের তথ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড জরিপের তুলনায় প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে রাস্তা/ সড়ক, ফুটপাত/ হাটাপথ ও কমিউনিটি সেন্টারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ পৌরবাসী অত্যন্ত সন্তুষ্ট বলে মতামত প্রদান করেছেন। অন্যদিকে রাস্তা/ সড়ক ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ছাড়া অন্য সকল সূচকে মোটামুটি সন্তুষ্ট বলে মতামত প্রদানের হার বেড়েছে। রাস্তা/ সড়ক ড্রেনেজ, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, ব্যবসার লাইসেন্স ও অভিযোগ মিমাংসার/ নিষ্পত্তির মত সূচকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিটিজেন চার্টার রিপোর্টে কার্ড জরিপের তুলনায় প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে বেশী সংখ্যক পৌরবাসী তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণের ফলে আবাসিক ও বাণ্যিজিক জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে জলাবদ্ধতা কমেছে। বর্জ ব্যবস্থাপনার ফলে দুর্গন্ধ হ্রাস পেয়েছে এবং পরিবেশ উন্নত হয়েছে। পাবলিক টয়লেট নির্মাণের ফলে মানুষের যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ করা হ্রাস পেয়েছে এবং শহর পরিষ্কার থাকছে। পৌর পার্ক নির্মাণ বা পৌরসভার সৌন্দর্যবর্ধনের প্রভাবে বিনোদনের কেন্দ্র/ জায়গা হয়েছে। পৌর মার্কেট এবং কাঁচাবাজার উন্নয়নের প্রভাবে বাজারের পরিবেশ উন্নত হয়েছে। বস্তি এলাকায় সম্পাদিত কাজসমূহ বস্তিবাসীদের প্রয়োজনে অনেক অবদান রাখছে। এর মাধ্যমে বস্তির পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, পৌরসভাগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বেড়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে যেখানে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হয়েছিল মাত্র ৪৫ শতাংশ সেখানে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হয়েছে ৮২ শতাংশ। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। একই ভাবে নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হারও বেড়েছে। সার্বিকভাবে পৌরসভার সক্ষমতা বেড়েছে বলে পৌরসভাগুলো তাদের সেবা বিল এখন নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করে এবং সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর সম্পাদিত প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, (UGIIP-II) প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে প্রকল্প দলিল বা ডিপিপি (DPP) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প দলিলে (সংযুক্ত) লগ ফ্রেম (Log Frame) থাকলেও অধিকাংশ সূচকে কোন সংখ্যাগত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা নেই। ফলে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে UGIIP-II কতটুকু তার উদ্দেশ্য অর্জন করেছে তা নির্দিষ্টভাবে

বলা কঠিন। তবে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পৌরসভা এবং পৌরবাসীর মধ্যে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হলোঃ

পৌরসভা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং পৌরসভার মূল পরিসেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্পর্কিত সুপারিশ:

পৌরসভার নিজস্ব আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে কাঁচাবাজার, পৌর মার্কেট, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। পৌরকর্মীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আন্ত:বিভাগ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়রগণের পাশপাশি কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বস্তি এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করে আয়বর্ধক কর্মসূচীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার জনবলসহ অন্যান্যদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ফলে যে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্পে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

পৌরসেবা প্রদানে পৌরসভার দক্ষতা এবং নাগরিকদের প্রতি পৌরসভার দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ:

পৌরসেবা গ্রহণ এবং পৌরকর নিয়মিত পরিশোধের জন্য পৌরবাসীকে আরও সচেতন করার লক্ষ্যে জনসচেতনামূলক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। পৌর কর্মকান্ডে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌরসভা ও পৌরবাসীর মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা প্রয়োজন। পৌরসভায় বিদ্যমান সিবিও, ডব্লিউএলসিসি, টিএলসিসি-কে আরো কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বজায় রাখার জন্য সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে পৌরবাসীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক পৌরসেবার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত সুপারিশ:

পৌরসভার সড়কসমূহের ট্রাফিক লোড অনুযায়ী সড়কের ডিজাইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় নির্মিত ড্রেনেজ লাইনসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার রাখাসহ ড্রেনেজ লাইনে সলিড ওয়েস্ট ডাম্পিং রোধে পৌরসভাসমূহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পৌরসভাসমূহ Integrated এবং Comprehensive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R বা Reuse, Reduce এবং Recycle (পুন:ব্যবহার, হ্রাসকরণ এবং পুন:গঠন) নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাস্তার দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য ঢাকনাযুক্ত ড্রেনসহ সড়ক নির্মাণ করতে হবে। পাহাড়, খাল, পুকুর বা ডোবার পাশে নির্মিত সড়কের স্থায়িত্বের জন্য অবশ্যই রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করতে হবে। বস্তি এলাকাসহ

পৌর এলাকার স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করে টয়লেট এবং টিউবওয়েল নূন্যতম ১০ মিটার দূরে স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পৌরসভার স্যানিটেশন ব্যবস্থা যথাযথ রাখার জন্য পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। পৌরসভা এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামতের ফলে পৌরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রকল্পটি যে ভূমিকা রেখেছে তা দীর্ঘ মেয়াদে ধরে রাখতে এ সকল অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রকল্পটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত সকল কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগিদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। যে সকল পৌরসভায় এখনও পৌরসভা মাস্টার প্লান এবং ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়নি সেখানে দ্রুত মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। পৌর অবকাঠামো টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার মাষ্টার প্লান এবং ড্রেনেজ মাষ্টার প্লানকে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

শব্দ সংক্ষেপ

ADB	:	Asian Development Bank
BoQ	:	Bill of Quantities
Brah	:	Brahmonbaria
CBO	:	Community Based Organization
CRC	:	Citizen Report Card
CT	:	Community Toilet
DPP	:	Development Project Proposal
DR	:	Drain Repair
FGD	:	Focus Group Discussion
GIZ	:	Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
GOB	:	Government of Bangladesh
GRC	:	Grievance Redress Cell
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KfW	:	Kreditanstalt fur Wiederaufbau
KII	:	Key Informant Interview
OTM	:	Open Tender Method
PD	:	Project Director
PPR	:	Public Procurement Rules
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SPSS	:	Statistical Package for Social Sciences
SWOT	:	Strengths Weaknesses Opportunities and Threats
TLCC	:	Town Level Coordination Committee
TOC	:	Tender Opening Committee
UGIAP	:	Urban Governance Implementation Action Plan
UGIIP	:	Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
UT	:	Urban Transport
WLCC	:	Ward Level Coordination Committee

প্রথম অধ্যায়:
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বিগত তিন-চার দশকে বাংলাদেশের নগরায়ন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন মানুষ নগরে বসবাস করছে যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ। নগরায়নের মাত্রা এখনো খুব বেশি না হলেও নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে ২.৫ শতাংশ, যা দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির (১.৪ শতাংশ) তুলনায় বেশী। জিডিপিতে শহরাঞ্চলের অবদান ১৯৭২ সালে ছিল ২৬ শতাংশ, যা বর্তমানে ৫০ শতাংশের বেশি। দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়নের ফলে নগর অবকাঠামোর উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নগরে বিদ্যমান পরিসেবা গুলির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি হয়েছে। নগরে বসবাসরত নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা অনেক ক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

অপরদিকে পৌরসভা পরিচালনায় জনগণের সম্পৃক্ততা এবং জবাবদিহিতা কম থাকাসহ দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। পৌরসভা পরিচালনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলসহ প্রয়োজনীয় লোকবলেরও অভাব বিদ্যমান। পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ খুবই কম। ফলে পৌরসভার নিজস্ব আয় কম হওয়ায় পৌরসভাসমূহকে সবসময়ই সরকারের বরাদ্দের উপরে নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে নগরের ভৌত অবকাঠামোসহ নাগরিক সেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় সরকার ইত:পূর্বে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। তবে এগুলোর বাস্তবায়নকালে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনগণের সম্পৃক্ততা কম থাকায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর সহায়তায় ২০০৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ‘‘নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’’ (UGIIP-I) দেশের ৩০টি (ত্রিশ) পৌরসভায় বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পে প্রথমবারের মত পৌরসভাসমূহ শর্তপালনে সফলতার ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই শর্তগুলো ছিল মূলত পৌরসভার দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং দায়-দেনা পরিশোধ করে নিজস্ব আয় বাড়ানো সংক্রান্ত। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ইতিপূর্বে Urban Sector-এ বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ থেকে বিশেষত (UGIIP-I) প্রকল্পের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে টেকসই উন্নয়নের জন্য ৩৫টি (পঁয়ত্রিশ) নির্বাচিত পৌরসভায় দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II) গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালের জুন মাসে আরো ১৬টি পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং পূর্বের ৩৫টি পৌরসভা থেকে ৪টি পৌরসভাকে বাদ দেয়া হয়। বর্তমান প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়িত হয়। দেশের ৮টি বিভাগের ৫১টি পৌরসভায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

মানচিত্র ১: দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)-এর আওতাভুক্ত পৌরসভাসমূহ

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো নির্বাচিত ৫১টি পৌরসভার ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন, সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, এবং নগর পরিসেবা বৃদ্ধির (বিশেষত দরিদ্রদের জন্য) মাধ্যমে টেকসই মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন করা। এই প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

- পৌরসভা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং পৌরসভার মূল পরিসেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- নাগরিকদের কাছে পৌরসভার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; এবং
- ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক পৌরসেবার মান উন্নয়ন।

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন/ সংশোধন

মূল প্রকল্পটি ৭ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের একনেক সভায় ১১৪,৮৫৪.৭৫ (জিওবি ২৭,২৪০.১১ এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৭,৬১৪.৬৪) লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ধরা হয়েছিল জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২৬,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের প্রথম সংশোধন অনুমোদন করা হয়। ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২৪,৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধন অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পের সুশাসন প্রতিষ্ঠামূলক শর্তপালন সংক্রান্ত মধ্যবর্তী মূল্যায়নে ৪টি পৌরসভাকে বাদ দেয়া হয়। অপরদিকে নতুন ১৬টি পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নকাল দু'বার সংশোধন করা হয়।

১.৪ প্রকল্পের অর্থায়ন

প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি ADB, KfW, GIZ অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে। আলোচ্য প্রকল্পের অর্থায়নের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মূল	সংশোধন			
		১ম সংশোধন		২য় সংশোধন	
		টাকার পরিমাণ	হ্রাস/ বৃদ্ধি (%)	টাকার পরিমাণ	হ্রাস/ বৃদ্ধি (%)
মোট টাকা	১১৪,৮৫৪.৭৫	১২৬,০০০.০০	১১,১৪৫.২৫ (৯.৭০%)	১২৪,৮০০.০০	-১,২০০.০০ (-০.৯৫%)
জিওবি	২১৭৩৬.৬৯	২৩১১০.৭৫		২৩১১০.৭৫	
পৌরসভার নিজস্ব অর্থ	৫০০৫.৬১	৫০০৫.৬১		৫০০৫.৬১	
সুবিধাভোগী	৪৭৯.৯৯	৪৭৯.৯৯		৪৭৯.৯৯	
ADB	৫৯৬৫৫.৯০	৬৬৩৪০.৯৩		৬৫৭৮৩.৬৬	
KfW	২৪৭৫৩.৭৭	২৪৭৩৫.৯৫		২৪০৯৩.২২	
GIZ	৩২২২.৭৯	৬৩২৬.৭৭		৬৩২৬.৭৭	

১.৫ প্রকল্প সংশোধন ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি

বিবরণ	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
মূল	০১ জানুয়ারী ২০০৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৪	
১ম সংশোধন	০১ জানুয়ারী২০০৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৪	নির্মাণ সামগ্রী এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২য় সংশোধন	০১ জানুয়ারী ২০০৯	৩০ জুন২ ০১৫	(১) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বিনিয়োগ বান্ধব পরিস্থিতি না থাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ বিলম্বিত হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বেড়ে যায়। (২) নির্মাণ সামগ্রী এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে আন্ত:খাত সমন্বয় করার প্রয়োজনে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। (৩) নতুন পৌরসভার অর্ন্তভুক্তি
প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	০১ জানুয়ারী ২০০৯	৩০ জুন ২০১৫	

দ্বিতীয় অধ্যায়:
প্রভাব মূল্যায়ন কাজের কার্যপদ্ধতি

২.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি

১. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২. প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ এবং তা সারণি, রেখাচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন;

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

৪. প্রকল্পের আওতায় কর্মকান্ড, মালামাল, ও সেবা ইত্যাদি সম্পাদিত ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালা (পিপিআর ও গাইডলাইন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার) প্রতিপালিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করে মতামত প্রদান;

৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, সেবা ও কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/ সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত BoQ অনুযায়ী পরিমাণ সংগ্রহ এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।

৭. ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলনের যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারের পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;

৮. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা সেইসাথে প্রকল্পের সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব পর্যালোচনা করা;

৯. প্রকল্পের ফলে উপকারভোগীদের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, সুশাসন এবং নগর পরিচালনার প্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ;

১০. প্রকল্পের exit plan পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

১১. প্রকল্পের সবল দিকসমূহ, দুর্বল দিকসমূহ, সুযোগসমূহ, ঝুঁকিসমূহ (SWOT) ও যথাযথ সুপারিশসমূহ প্রদান করা;

১২. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা যাচাই;

১৩. প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ।

১৪. প্রকল্প সমাপ্তির পর এর অবকাঠামো/ সম্ভাবনাগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য সুপারিশ প্রদান; এবং

১৫. ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা।

২.২ গবেষণা পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়নের কাজটি চারটি ভাগে বিভক্ত: ১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনা; ২) মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ; ৩) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও দলিলাদির সাথে মাঠ পর্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের Triangulate করা; এবং ৪) চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

এতদুদ্দেশ্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ-এর সহায়তায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার জন্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত প্রতিবেদনসমূহের আধেয় (Content) বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।এ বিষয়ে আইএমইডি-র সাথে পরামর্শক্রমে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা বিন্যাস কাঠামো তৈরী করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে: (১) প্রকল্পের পর্যালোচনা; (২) প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা; (৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জন পর্যালোচনা; (৪) ক্রয় বিধিমালা পিপিআর প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ; (৫) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ; (৬) বাস্তবায়নের বিলম্ব পর্যবেক্ষণ; (৭) ক্রয় এবং সংগ্রহের গুণগত দিক পর্যালোচনা; এবং (৮) যে সকল বিষয় সম্পাদিত হয়নি তা বিশ্লেষণ। নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে (চিত্র-১) গবেষণা পদ্ধতি তুলে ধরা হলো। পৌরসভার পরিচালন কার্যক্রমকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড (CRC) জরিপ পরিচালনা করা হয়। সেই জরিপে যে সকল সূচক ব্যবহার করা হয়েছে তা এই জরিপ কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়। নগর পরিচালনায় তাদের সন্তুষ্টি যে এককে পরিমাপ করা হয় তা এখানে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ২.১: প্রভাব মূল্যায়নে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি

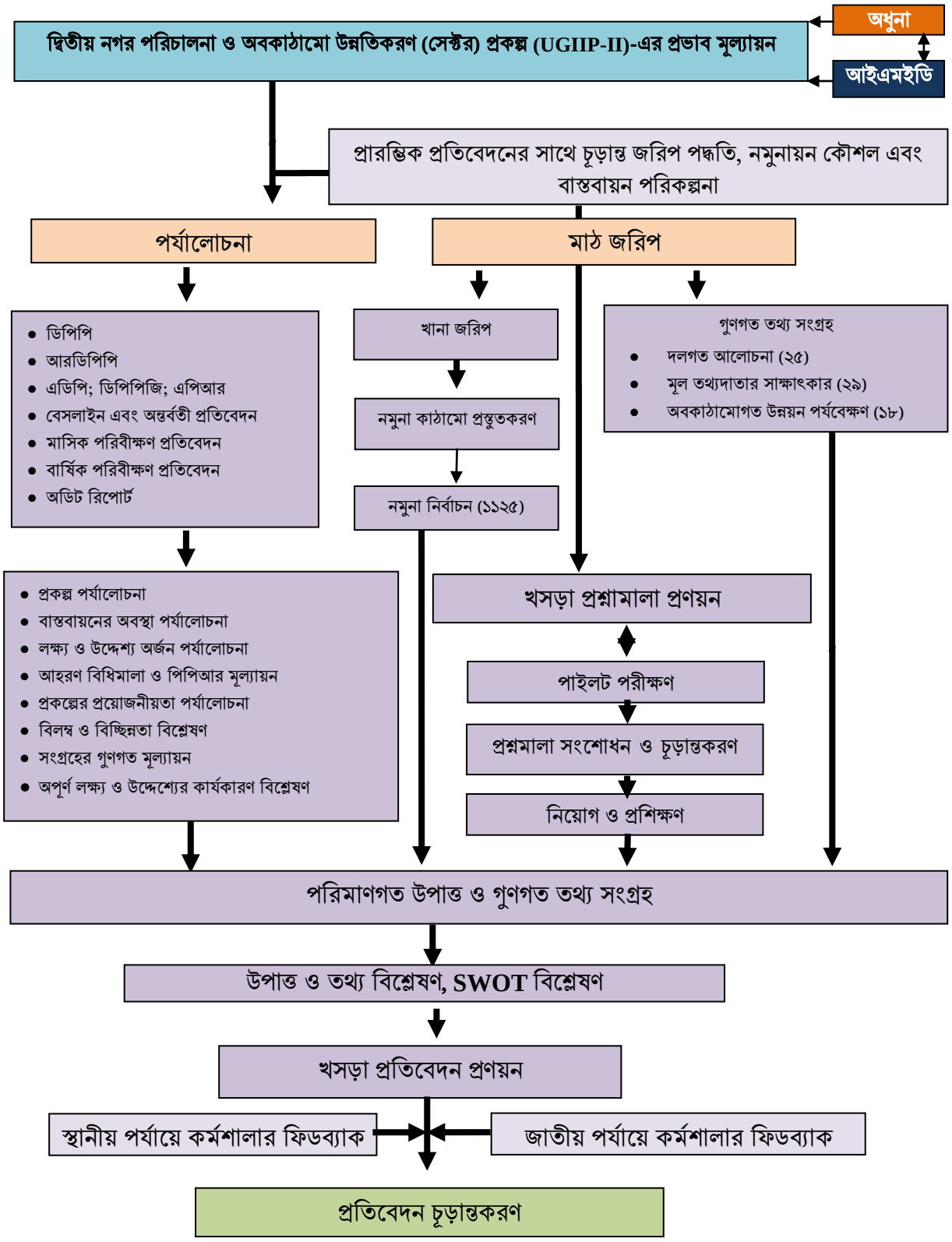

২.২.১ মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হল মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং দলগত বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা। এছাড়াও, মাঠ জরিপ চলাকালিন সময়ে পৌরসভা পর্যায়ে রক্ষিত প্রকল্প সংক্রান্ত দলিলাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। অপরদিকে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার সাহায্যে প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে খানা জরিপের মাধ্যমে সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২.২.২ খানা জরিপের মাধ্যমে সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II) বাংলাদেশের ৫১টি পৌরসভায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের নথিপত্র থেকে গবেষণা এলাকার অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। মাঠ গবেষণাটি দেশের ৮টি বিভাগের ২৫টি পৌরসভায় পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি বিভাগ থেকে প্রকল্প এলাকার ৫০ শতাংশ পৌরসভা নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি বিভাগ থেকে মূল ৩৫টি পৌরসভার ৫০ শতাংশ, জুন ২০১২ তে অন্তর্ভুক্ত হতে ৫০ শতাংশ এবং জুন ২০১২ তে বাদ পড়া হতে ৫০ শতাংশ পৌরসভা নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পটি দুই শ্রেণীর পৌরসভা অর্থাৎ 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর পৌরসভায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে 'ক' শ্রেণীর পৌরসভা ছিল ৪৭টি এবং 'খ' শ্রেণীর পৌরসভা ছিল ৪টি। নমুনায়নে 'ক' শ্রেণীর পৌরসভা থেকে ৫০ শতাংশ এবং 'খ' শ্রেণীর পৌরসভা এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা হচ্ছে প্রাথমিক প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা। সেহেতু দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে পৌরসভা নির্বাচন করা হয়।

২.২.৩ সংখ্যাগত গবেষণার জন্য নমুনা সমগ্রক নির্ধারণ

নির্বাচিত নমুনাসমূহ যেন প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য একটি সম্ভাবনা নমুনায়ন (probabilistic sampling) কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে, যেটি একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক নমুনায়ন কৌশল। এটি করতে যে সূত্র অনুসরণ করা হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো। নমুনা সমগ্রক ২.০ ডিজাইন ইফেক্ট দ্বারা সমন্বিত করা হয় যেখানে ৫ শতাংশ উত্তরদাতা উত্তর দানে বিরত থাকতে পারে বলে ধরে নেয়া হয়।

$$n = \frac{N^2 * Z^2 * S^2}{MOE^2} \times deff \times n_r$$

যেখানে—

n =	Sample
N =	Size of the universe
Z=	Standard normal variate
MOE =	Margin of Error
deff =	Design effect
n_r =	Non-response

উপর্যুক্ত ফরমুলা অনুসরণ করে লব্ধ নমুনাসমগ্রক দাঁড়ায় ১১২৫ যাতে N = ৪৯৩৩৬৮ (২৫ পৌরসভার খানা সংখ্যা); Z =১.৯৬ (৯৫% কনফিডেন্স লেভেল); S =.৫; MOE ৩%; $deff$ = ২.০০ এবং n_r = ৫% । নির্ধারিত নমুনা সমগ্রককে নির্বাচিত পৌরসভার খানার অনুপাতের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহে ক্লাস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ পৌরসভার যে সকল ওয়ার্ডে ভৌত কাজ হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে খানা নির্বাচন করা হয়। ওয়ার্ড পর্যায়ে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহল্লার যে কোন প্রান্ত থেকে শুরু করে ১০টি খানা পরপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সারণি ২.১ তে সংখ্যাগত গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনা সমগ্রকের বিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ২.১: সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা বিন্যাস

বিভাগ	জেলা	নমুনা পৌরসভা	জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা	পৌরসভার শ্রেণী	পৌরসভার মোট খানা	নমুনা খানা
বরিশাল	ভোলা	ভোলা	জেলা	ক	৯৬৩৫	২৫
	বরগুনা	বরগুনা	জেলা	ক	৭৩৫৩	১৯
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি	জেলা	ক	১২৩৯৯	৩২
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জেলা	ক	৩৩৫১৭	৮৬
	কক্সবাজার	কক্সবাজার	জেলা	ক	৩১৪৩১	৮০
	চাঁদপুর	হাজিগঞ্জ	উপজেলা	ক	১২৬৭৯	৩২
	বান্দরবান	বান্দরবান	জেলা	ক	৮৬৯৯	২২
	নোয়াখালী	চৌমুহনী	উপজেলা	ক	২০২২২	৫২
ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর	জেলা	ক	২৭৩৮৪	৭০
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	জেলা	ক	১১৬০০	৩০
	গাজীপুর	শ্রীপুর	উপজেলা	ক	৩১৪৭০	৮০
	মাদারীপুর	মাদারীপুর	জেলা	ক	১৪১১২	৩৬
	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	উপজেলা	খ	৬১২৯	১৬
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর	জেলা	ক	৩৩৮৪৫	৮৭
রাজশাহী	নাটোর	নাটোর	জেলা	ক	১৮৮২৮	৪৮
	রাজশাহী	কাকনহাট	উপজেলা	ক	৩৯৯৭	১০
রংপুর	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	জেলা	ক	১৫৪৩০	৩৯
	নীলফামারী	নীলফামারী	জেলা	ক	৯৪৪৮	২৪
	দিনাজপুর	দিনাজপুর	জেলা	ক	৪০৯২৯	১০৫
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	জেলা	ক	১৮০১৫	৪৬
খুলনা	ঝিনাইদাহ	ঝিনাইদাহ	জেলা	ক	২৫২৮৬	৬৫
	বেনাপোল	বেনাপোল	উপজেলা	ক	৮৫৬৩	২২
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	জেলা	ক	২৩০৩৭	৫৯
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	উপজেলা	ক	৪০৭৭	১০
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	জেলা	ক	১১৯২৬	৩০
মোট	**২৫**	**২৫**	**জেলা পর্যায়ের ১৭ উপজেলা পর্যায়ের ৮**	**ক-২৪ খ-০১**	**৪৪০০১১**	**১১২৫**

মানচিত্র ২: প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত পৌরসভাসমূহ

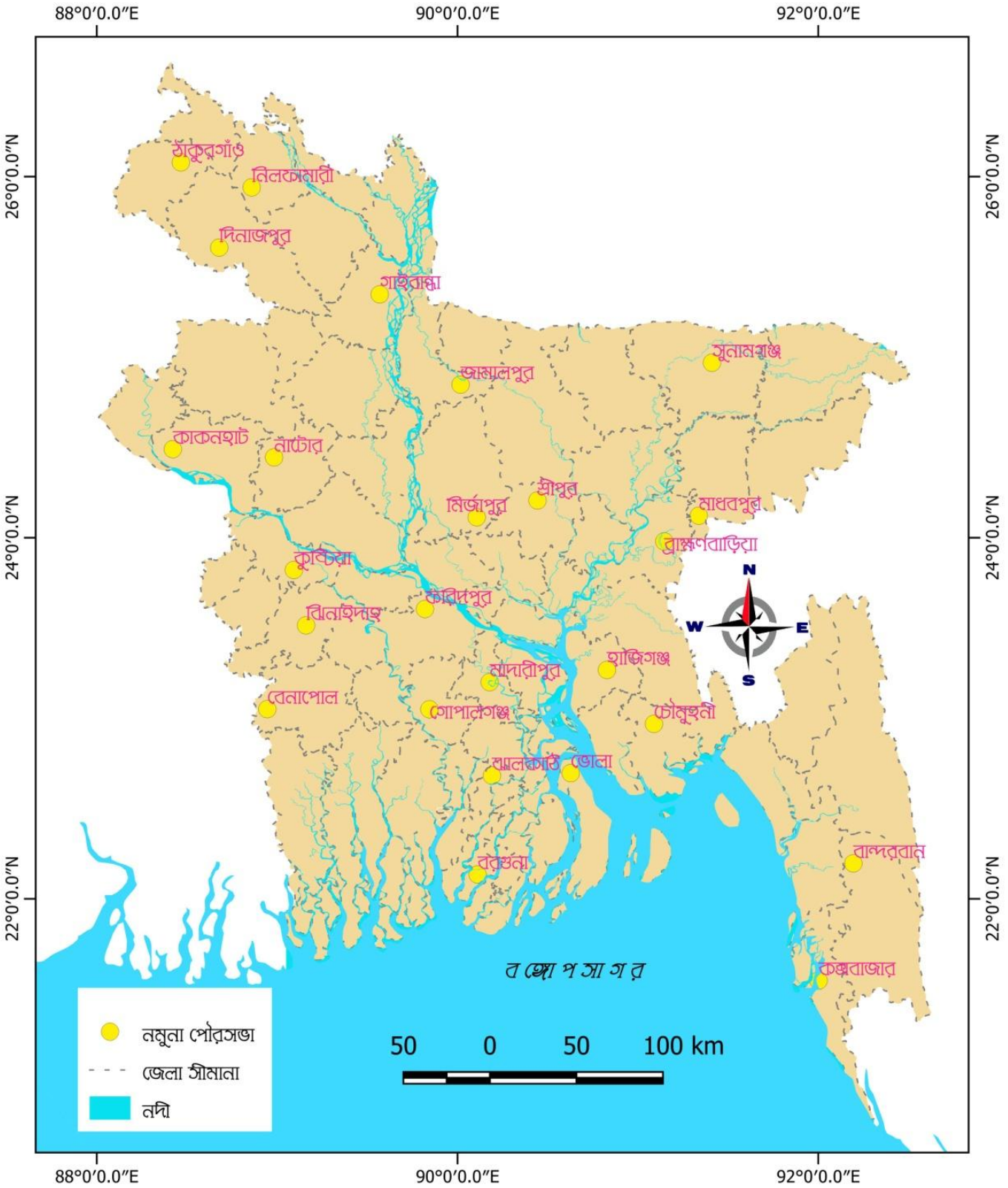

২.৩ গুণগত তথ্য-উপাত্ত

প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়বস্তু গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য এবং প্রকল্প এলাকাও প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয় যথাযথভাবে উপলব্ধিতে আনার জন্য গুণগত তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ করা হয়। এ জন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা নিম্নরূপ:

- মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview);
- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussion);
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ;
- পৌরসভার ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ;
- কেইস স্টাডি (Case Study);
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা (Local Level Workshop) আয়োজন; এবং
- জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা (National Level Workshop) আয়োজন।

২.৩.১ মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হিসাবে পৌরসভার মেয়র, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নে পৌরসভায় নিয়োজিত কর্মকর্তাকে খোলা প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য উৎস হতে যে সব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় সেসব মিলিয়ে দেখা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ এবং সে সব থেকে উত্তরণ কিভাবে করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখার উপর জোর দেয়া হয়। এ ধরণের মোট ২৯টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট ২-এ সন্নিবেশ করা হলো।

২.৩.২ দলগত আলোচনা

পৌরসভার কমিউনিটি পর্যায়ে দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়। সতর্কতার সাথে বাছাই করা ৬-৮ জন উপকারভোগী নিয়ে গঠিত গ্রুপে এই আলোচনা করা হয়। একজন মডারেটর ও একজন নোট টেকারের সমন্বয়ে দলগত আলোচনা সম্পাদন করা হয়। মডারেটর একটি গাইড লাইন অনুসরণ করে আলোচনায় সহায়তা করেন। পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় প্রাপ্ততথ্য-উপাত্তসমূহ নোট টেকার লিপিবদ্ধ করেন যা পরবর্তীতে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই আলোচনায় প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সম্ভাবনা এবং ঝুঁকির বিষয়ে মতামত নেয়া হয়। এরূপ প্রতিটি পৌরসভায় ১টি করে মোট ২৫টি দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়। দলগত আলোচনায় ব্যবহৃত গাইড লাইন পরিশিষ্ট ৩-এ সন্নিবেশ করা হলো।

২.৩.৩ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনার জন্য নমুনা পৌরসভার মধ্য থেকে ৫টি পৌরসভা নির্বাচন করা হয়। এ সকল পৌরসভার ১টি করে মোট ৫টি প্যাকেজের ওপর নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই তথ্যাদি নির্দিষ্ট চেকলিস্টের মাধ্যমে পৌরসভা থেকে সংগ্রহ করা হয় (চেকলিস্ট পরিশিষ্ট -৪ এ)।

২.৩.৪ অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ

নির্দিষ্ট চেকলিস্টের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভায় যে সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে, যেমন: ড্রেন ও সড়ক উন্নয়নসহ পাবলিক টয়লেট, বাস টার্মিনাল, কিচেন মার্কেট, বিনোদন পার্ক ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রভাব মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত চেকলিস্ট পরিশিষ্ট-৫ এ সন্নিবেশ করা হলো।

২.৩.৫ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌরসভায় অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব মো: আনিছুর রহমান। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন পৌরসভার কাউন্সিলর, সিবিও সদস্যগণ, টিএলসিসি সদস্য, ডব্লিউএলসিসি সদস্য, সুশীল সমাজের সদস্য এবং স্থানীয় সাংবাদিকগণ। কর্মশালা পরিচালনা করেণ প্রভাব মূল্যায়ন দলের টিম লিডার জনাব মোহাম্মদ বিললাল হোসেন।

২.৪ উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

২.৪.১ ডাটা এন্ট্রি ও ক্লিনিং

মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ এডিট করে কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হয়েছে। Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21 প্রোগ্রাম অনুসরণ করে উপাত্তসমূহকে এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে পুনরায় কোড করা হয়েছে।

২.৪.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ

প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্তের সংখ্যাগত মান যাচাই করা হয়েছে যেমন: ফ্রিকোয়েন্সি, পারসেন্টেজ, ডায়াগ্রামস।

২.৫ প্রতিবেদন প্রণয়ন

মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহকে বিভিন্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বিশেষত SPSS-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ডায়াগ্রামের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা দলটি এই প্রতিবেদন নিয়ে প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা নিরসন করে প্রথম খসড়া প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করেন। পরবর্তীতে টেকনিক্যাল কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

২.৬ কর্ম পরিকল্পনা (সপ্তাহওয়ারী)

ক্রম	বিবরণ	ফেব্রুয়ারী ২০১৮				মার্চ ২০১৮				এপ্রিল ২০১৮				মে ২০১৮	
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়
১.	প্রকল্পের দলিলাদি পর্যালোচনা														
২.	কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়														
৩.	কর্মপদ্ধতি ও এবং তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন ছক ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন														
৪.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন														
৫.	তথ্যসংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান														
৬.	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ														
প্রতিবেদন	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন														
	১ম খসড়া প্রতিবেদন														
	২য় খসড়া প্রতিবেদন														
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন														

তৃতীয় অধ্যায়:
প্রকল্পের সার্বিক এবং অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি

প্রকল্পের ব্যয় রাজস্ব ও বিনিয়োগ এ দু'ভাগে বিভাজিত। প্রকল্পের মোট রাজস্ব বরাদ্দ ছিল ২০,৬১১.৯৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ২০,৪২৪.৭৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৯৯.০৯ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ভাতাদি, সরবরাহ ও সেবা, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্নবাসন খাতে শতভাগ ব্যয় সম্পন্ন হয়েছে। একমাত্র কর্মকর্তাদের বেতন ও স্টাবলিশমেন্ট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্নবাসন খাতে মাত্র ৩৪৮.৪২ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রা ধরা ছিল যার ১০০ শতাংশ অর্জিত হয়। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের খাতে অধিক বরাদ্দ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা ছিল ১,০৪,১৮৮.০৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তবে ব্যয় হয়েছে ১,০৩,৩২৮.৩১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বিনিয়োগ ব্যয়ের ৯৯.১৭ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

চিত্র ৩.১: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি

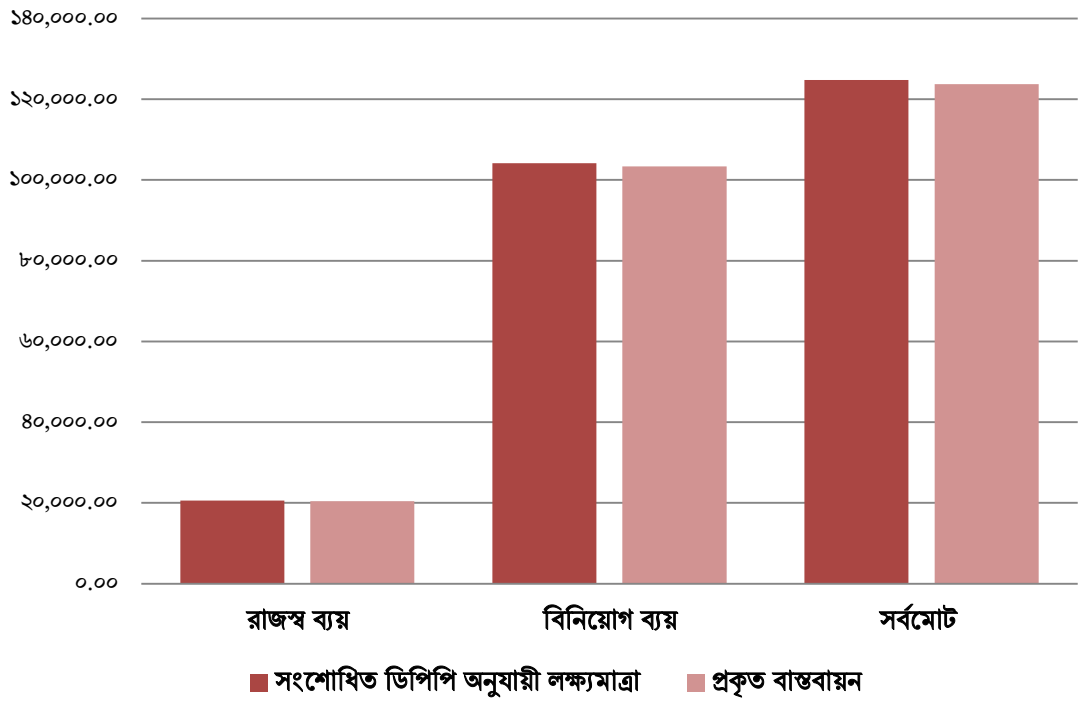

সারণি ৩.১: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
ক	**রাজস্ব ব্যয়**					
	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	৪৯৮	১,৩৯৯.৯০	৪৯৮ (১০০%)	১,৩৫২.৪০ (৯৬.৬১%)
	পে অব স্টাবলিশমেন্ট	সংখ্যা	৪৫১	১,১৮৯.৫২	৪৫১ (১০০%)	১,০৯৮.৫১ (৯২.৩৫%)
	ভাতাদী	থোক	থোক	১,৫৭০.৭৬	থোক	১,৫২২.২৬ (৯৬.৯১)
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	১৬,১০৩.৩৫	থোক	১৬,১০৩.২০ (১০০%)
	নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্নবাসন ব্যয়	থোক	থোক	৩৪৮.৪২	থোক	৩৪৮.৪২ (১০০%)
	উপ-মোট (ক)			**২০,৬১১.৯৫**		**২০,৪২৪.৭৯ (৯৯.০৯%)**
খ	**বিনিয়োগ ব্যয়**					
	সম্পদ অধিগ্রহণ			৯,৫৪৮.৪৯		৯,৫৪৮.৪৯
	ভূমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ	একর	২৪.৭৯২	১,৮০৭.৯৯	২৪.৭৯২ (১০০%)	১,৮০৭.৪৯ (১০০%)
	নির্মাণ কাজ			৮৭,০৪০.৬৫	১০০%	৮৬,৪৬৯.০৩(৯৯.৩৪%)
	ডেভলপমেন্ট ইমপোর্ট ডিউটি ও ভ্যাট			৩,৬১২.৭১	১০০%	৩,৩৯৬.৫০ (৯৪.০২%)
	ইন্টারেস্ট চার্জ			২,১৭৮.২১	১০০%	২,১০৬.৮০ (৯৬.৭২%)
	উপ-মোট (খ)			**১০৪,১৮৮.০৫**	১০০%	**১০৩,৩২৮.৩১ (৯৯.১৭%)**
	সর্বমোট (ক+খ)			**১২৪,৮০০.০০**	১০০%	**১২৩,৭৫৩.১০ (৯৯.১৬%)**

৩.২ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

২০০৮-২০০৯ হইতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছর পর্যন্ত মোট ৭টি আর্থিক বছরে বরাদ্দ ১,২২,৫৯৩ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে ব্যয় ১,১৮,২৬৭.৫১ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৬.৪৭ শতাংশ। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে মোট ২৩,৬৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৩,৬৭৩.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ মাত্র ১.০৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ৯৯.৯৯ শতাংশ টাকা প্রকল্পের কাজে ব্যয় হয়েছে। অন্য দিকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে অবমুক্ত ১,১৬৬.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮৮৫.৯৬ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দাড়াঁয় ২৮০.৯৬ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের প্রায় ২৪.০৯ শতাংশ। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরুতে বিভিন্ন প্রকার জটিলতা থাকার ফলে এবং নতুন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার দায়দায়িত্ব সম্পৃক্ততা নির্ধারণও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিছুটা সময় হয় বিধায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি মন্থর ছিলো। পরবর্তীতে প্রকল্পের কাজে গতিশীলতা আসায় প্রকল্পের সমাপ্তির দিকে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়, যা প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সহায়ক হয়েছে।

চিত্র ৩.২: প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় (লক্ষ টাকা)

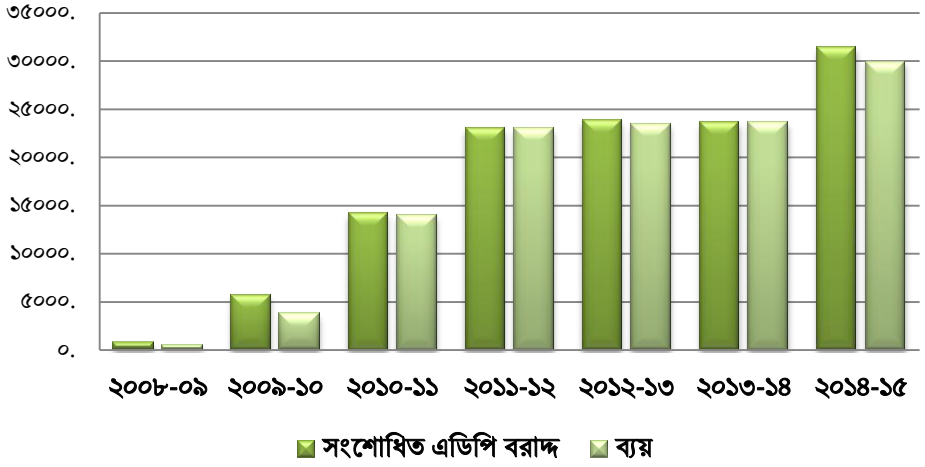

সারণি ৩.২: প্রকল্পের বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯(৫-৭)
২০০৮-০৯	৭৮৫.০০	২৫৮.০০	৫২৭.০০	২৫৮.০০	৫৩৩.৭৩	২২২.৬৬	৩১১.০৭	৩৫.৩৪
২০০৯-১০	৫,৭২৭.০০	১,১৬৭.০০	৪,৫৬০.০০	১,১৬৬.৯৫	৩,৭৪৭.০৩	৮৮৫.৯৬	২,৮৬১.০৭	২৮০.৯৯
২০১০-১১	১৪,২০০.০০	৪,৩১০.০০	৯,৮৯০.০০	৪,৩১০.০০	১৩,৯৩৮.৪৪	৪,২৭৮.৭১	৯,৬৫৯.৭৩	৩১.২৯
২০১১-১২	২৩,০০০.০০	৩,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩,০০০.০০	২২,৯৮৬.২৪	২,৯৮৬.২৪	২০,০০০.০০	১৩.৭৬
২০১২-১৩	২৩,৮৪০.০০	৪,০২০.০০	১৯,৮২০.০০	৪,০২০.০০	২৩,৪৬৩.৯৯	৪,০১০.৭৮	১৯,৪৫৩.২১	৯.২২
২০১৩-১৪	২৩,৬৭৫.০০	৪,০১৯.০০	১৯,৬৫৬.০০	৪,০১৮.২৮	২৩,৬৭৩.২১	৪,০১৭.২১	১৯,৬৫৬.০০	১.০৭
২০১৪-১৫	৩১,৩৬৬.০০	৬,৪৮২.০০	২৪,৮৮৪.০০	৬,৪৮১.০৪	২৯,৯২৪.৮৭	৬,৪৭৩.৪৫	২৩,৪৫১.৪২	৭.৫৯
মোট	**১২২,৫৯৩.০০**	**২৩,২৫৬.০০**	**৯৯,৩৩৭.০০**	**২৩,২৫৪.২৭**	**১১৮,২৬৭.৫১**	**২২,৮৭৫.০১**	**৯৫,৩৯২.৫০**	৩৭৯.২৬

৩.৩ প্রকল্পের অর্জন

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II) একটি সেক্টর এ্যাপ্রোচ ভিত্তিক প্রকল্প বিধায় প্রকল্পের ডিপিপি-তে বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোর পরিমাণ সুনির্দিষ্ট ছিল না। প্রকল্পের স্কীমসমূহ পৌরসভা পর্যায়ে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মতামতের ভিত্তিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অগ্রাধিকার তালিকা টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (TLCC) কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য দাখিল করা হয়। পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচিত স্কীমের অর্থনৈতিক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রাক্কলন প্রকল্পের পরামর্শক কর্তৃক যাচাই এরপর ADB-এর সম্মতিক্রমে পৌরসভায় দরপত্র আহবান ও বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। নিম্নে এই প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান ভৌত অবকাঠামোগত কাজের বিবরণ দেয়া হলো:

সারণি ৩.৩: প্রকল্পের অর্জন

অবকাঠামোগত উন্নয়ন	সংখ্যা/ দৈর্ঘ্য	পৌরসভার সংখ্যা
সড়ক পুর্নবাসন	৮৭৬.৯৩ কি.মি.	৫১
সড়ক সংস্কার	৯৬.৭৪ কি.মি.	
সড়ক প্রশস্তকরণ	১২.৯১ কি.মি.	
নতুন সড়ক নির্মাণ	৯৭.০২ কি.মি.	
সড়ক বিভাজন নির্মাণ	৪.৫৩১ কি.মি.	৩
ব্রিজ নির্মাণ	৩৯ মি.	২
কালভার্ট নির্মাণ	৩১৩ মি.	১৬
নৌ অবতারণ কেন্দ্র নির্মাণ	৪	২
ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন	-	৩৫
ড্রেন পুর্নবাসন	১৯.৪৪ কি.মি.	৪০
ড্রেন নির্মাণ	১১১.৩৯ কি.মি.	৪০
ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ	৭৩	১২
বর্জ্য পুনঃব্যবহার প্লান্ট নির্মাণ	২	২
ডাস্টবিন বিতরণ	১৪৬	৩
ডাম্পিং গ্রাউন্ড অথবা ল্যান্ড ফিল সাইট উন্নয়ন	৫	৫
পাইপ লাইন সঞ্চালন/ স্থাপন	৩০.৪৪ কি.মি.	৪
উৎপাদক নলকূপ/ টিউবওয়েল স্থাপন	৯	৫
হস্ত চালিত নলকূপ/ টিউবওয়েল স্থাপন	১৭৭	৫
পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫৬	১৯
বাস টার্মিনাল নির্মাণ	৩	৩
ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	১	১
পার্ক নির্মাণ	২	২
পার্কিং এলাকার উন্নয়ন	১০	৪
কাঁচা বাজারের উন্নয়ন	২৩	১৫
পৌর মার্কেট উন্নয়ন	৪	৪
জবাইখানার উন্নয়ন	১১	৯
সৌন্দর্য্যবর্ধন মূলক কাজ	৬	৪
কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৪	৪
বস্তি উন্নয়ন	১৯৫	২৭
ফুটপাত নির্মাণ	৫৮.৪৪ কি.মি.	২৭
ড্রেন নির্মাণ	২৬ কি.মি.	২৭
কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	৪৬৪৪	২৭
হাত টিউবওয়েল স্থাপন	৯৩৭	২৭
পানি সরবরাহের লাইন	৬৯০ মি.	২৭
ডাস্টবিন সরবরাহ	১৮৯	২৭
সড়ক বাতি	৩৬৭	২৭

ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের পাশাপাশি সুশাসন ও সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভায় নিম্নোক্ত কর্মকান্ড সম্পন্ন হয়েছে;

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভায় সুশাসন ও সক্ষমতা উন্নয়নে সম্পন্ন কর্মকান্ডসমূহ

পরিচালন উন্নয়নে ও সক্ষমতা উন্নয়নের কর্মকান্ড	সংখ্যা	পৌরসভার সংখ্যা
টিএলসিসি গঠন	৪৭	৪৭
ডব্লিউএলসিসি গঠন	৫২৮	৪৭
সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন	-	৪৭
অভিযোগ প্রতিকারসেল গঠন	-	৪৭
'ক' শ্রেণীর পৌরসভায় নগর পরিকল্পনাবিদের নিয়োগ	-	২৭
পৌর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	-	৪৭
বেজ ম্যাপ এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন	-	৩৫
বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	-	৩৫
টিএলসিসি-তে নারীর অংশগ্রহণ	৮৫৯	৪৭
ডব্লিউএলসিসি-তে নারীর অংশগ্রহণ	১৯২৮	৪৭
প্রকল্প জেন্ডার একশন প্লান বাস্তবায়ন	-	৪৭
নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন	-	৪৭
টিএলসিসি-তে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ	১০২২	৪৭
ডব্লিউএলসিসি-তে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ	৩৮২	৪৭
দারিদ্র্য বিমোচন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	-	৩৫
বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন	-	২৭
অন্তরবর্তীকালীন গৃহ কর (Holding Tax)নির্ধারণ	-	৩৫
কর আদায় কম্পিউটারে সংরক্ষণ	-	৪৭
গৃহ কর (Holding Tax) প্রতি বছর নূন্যতম ১০% বৃদ্ধি করা	-	৩৫
প্রতি বছর দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ করা	-	৩১
প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	-	৩৫
নাগরিক সনদ	-	৪৭
অভিযোগ বক্স	-	৪৭

৩.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা

প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল অঙ্গের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়নে কতগুলো সমস্যা প্রভাব মূল্যায়ন দলের গোচরীভূত হয়েছে। এই সমস্যাসমূহ না থাকলে প্রকল্পটি আরো ভালভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হত।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত: দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল দু'টি ইউনিটের উপর: (১) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস, যার দায়িত্বে ছিল স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; এবং (২) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, যার দায়িত্বে ছিল প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ। কিন্ত এই প্রকল্পে অংশগ্রহণের পূর্বে

অধিকাংশ পৌরসভার বিদেশী দাতা সাহায্যভুক্ত কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ছিল না। পৌরসভাসমূহের বিনিয়োগ ব্যয় পরিচালনা করার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। পাশাপাশি পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনা করার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা ছিল না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়নে কিছুটা মন্থর গতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ক্রয় সংক্রান্ত: প্রকল্পের যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম ২০০৬ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট অনুসরণ করে জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এই বিষয়ে পৌরসভার কর্মকর্তাদের দক্ষতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে।

পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত: এই প্রকল্পের নিম্নোক্ত দু'টি খাতে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছিল। (1) Management Design & Supervison (2) Governance Improvement and Capacity Development (GICD)। পরামর্শক নিয়োগের নীতিমালাসমূহ সুষ্টভাবে অনুসরণ করার কারণে পরামর্শক নিয়োগ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। পাশপাশি মাঠপর্যায়ে পরামর্শকদের পদায়নের ক্ষেত্রে প্রায় এক বছর বিলম্ব হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক অবস্থাকে মন্থর করে দিয়েছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত: ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোগত কাজ বিবিধ কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। অন্যতম হল, কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, নির্মাণ সামগ্রী এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ার প্রতিকূল পরিবেশ। এর ফলে প্রকল্পের মেয়াদ ছয়মাস বাড়াতে হয়েছে।

পৌরসভার জনবল সংক্রান্ত: প্রকল্পভুক্ত অনেক পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ যেমন- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, সচিব, সহকারী প্রকৌশলী ইত্যাদি পদ দীর্ঘ সময় শূন্য ছিল। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়েছে। পাশপাশি প্রকল্প এলাকার পৌরসভা থেকে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাকে প্রকল্প এলাকার বাইরে বদলী করায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত: প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ২০০৯ সালের আইলা এবং ২০১৩ সালের মহাসেন -এর কারণে উপকূল এলাকার প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

অর্থ ছাড় সংক্রান্ত: প্রকল্পের প্রথম বছরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্পের প্রদেয় অর্থ ডিপিপি অনুযায়ী ছাড় করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের শেষ অর্থ-বছরে এসে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অপ্রদানকৃত অর্থ ছাড় করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়:
প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৪.১ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় কার্যক্রমসমূহ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP II)-এর প্রভাব মূল্যায়নের কর্ম পরিধির অন্যতম অংশ হল প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। এই কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দৈবচয়নভাবে নমুনায়নকৃত ৫টি (পাঁচ) পৌরসভার ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত BoQ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে।

৪.১.১ ঝিনাইদহ পৌরসভা

ঝিনাইদহ পৌরসভায় UGIIP-II-2/JHEN/UT/01/2011প্যাকেজে ক্রয় সম্পাদিত হয় যার প্রাকল্পিত মূল্য ছিল ৬৮,২৭,৭৬৩.০০। পিপিআর-এর যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওটিএম বা উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ২০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় যা বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা দৈনিক খবর এবং ইংরেজি জাতীয় দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে দুইজন দরদাতা অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ৬৩,৭০,১৪৬.০০ টাকার চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই প্যাকেজে ৪,৪৭,৬১৭.০০ টাকা কমে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৬.৭০ শতাংশ কম। উক্ত প্যাকেজের কাজ সম্পাদনের নির্ধারিত সময় ছিল ৯ জুলাই ২০১২। কিন্তু বাস্তবে নির্ধারিত সময়ের ১৩ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৬ জুন ২০১২ তারিখে কাজ সমাপ্ত হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য প্রক্রিয়াসমূহে প্রচলিত আইন তথা পিপিআর যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে।

৪.১.২ বান্দরবান পৌরসভা

বান্দরবান পৌরসভায় একটি প্যাকেজের (UGIIP-II-3/UT/01/2012) আওতায় ওটিএম পদ্ধতিতে প্রাকল্পিত মূল্য ৩,০৯,২৮,২৯৮.০০ টাকা নির্ধারণ করে দরপত্র আহবান করা হয়। পিপিআর এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলা জাতীয় দৈনিক মানবকণ্ঠ এবং ইংরেজি জাতীয় দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকায় ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্রটি ১৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তির পর পৌরসভা থেকে কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ব্যয় ৩,০৯,২৪,২৮৯.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক ৩ জুন ২০১৪ তারিখের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। বাস্তবে কাজটি ৪ মাস ২২ দিন বিলম্বে অর্থাৎ ২৫

অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। ঠিকাদারের মালামাল সংগ্রহে সমস্যা এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কাজটি সমাপ্ত হতে বিলম্ব ঘটে। দরপত্রটি বাছাই, মুল্যায়ন, দরপত্রের জামানত ব্যাংক হতে যাচাই, জামানত ফেরত এবং কাজ সমাপ্ত করণের সনদ ইত্যাদি পিপিআর অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়।

৪.১.৩ কক্সবাজার পৌরসভা

কক্সবাজার পৌরসভার UGIIP-II-3Cox's/DR/01/2012 নং প্যাকেজে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে দরপত্র আহবান করে যা ১টি প্রচলিত বাংলা দৈনিক ভোরের কাগজ এবং অন্যটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা বাংলাদেশ টুডে তে প্রকাশিত হয়। দরপত্র খোলার তারিখ নির্ধারিত ছিল ১২ মার্চ ২০১৪ এবং টিওসি কর্তৃক ঠিকাদারদের উপস্থিতিতে দরপত্র খোলা হয়। পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালনের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,৪২,৯৫,৯৫৩.০০ টাকার উপর বর্ধিত দরে অংশগ্রহণ করায় চুক্তিমূল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বাস্তব কাজের অবস্থা ও পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে চুক্তিমূল্য প্রায় ১৪.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে উক্ত কাজের প্রকৃত ব্যয় দাড়ায় ৭,১১,৩১,৩৯১.০০ টাকা । যদিও পিপিআর রুল ১৬ (ক) এবং (খ) অনুযায়ী সরকারী দরপত্র প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণের কথা বাস্তবে প্রাক্কলন তৈরী এবং দরপত্র আহবানের মধ্যবর্তী সময়ে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত কাজ করানোর জন্য ঠিকাদার বর্ধিত দর প্রদান করেন। এছাড়া দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং নির্মাণ সামগ্রীর দর বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়ে বলে পর্যবেক্ষণে জানা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত প্যাকেজে ৩টি রেসপন্সিভ দরপত্র পাওয়া যায় এবং দরদাতার জামানত ব্যাংক হতে যাচাইপূর্বক দরপত্র বাছাইয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ প্রকল্প পরিচালক (UGIIP-II)-এর দপ্তর থেকে অনুমোদিত হওয়ার পর পৌরসভা কর্তৃক নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে কাজ সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত হলেও বর্ধিত কাজ ও অন্যান্য কারনে ১৫ মে ২০১৫ ইং তারিখে কাজ সম্পন্ন হয়। কাজের এই দীর্ঘ সূত্রিতার জন্য অতিরিক্ত সময় লাগে। পর্যবেক্ষণে কাজ সমাপ্তিকরণের সনদ পাওয়া যায়।

কাজটি সম্পাদনের জন্য সময় বর্ধিতকরণের প্রয়োজন পড়ে যা পিপিআর অনুসরণ করে সম্পাদিত হয়। পিপিআর-এর রুল ৪৩ এবং ৩৮৮ অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের বিন্যাস অনুযায়ী দলিল প্রস্তুতসহ দায় পরিশোধ করা হয়। বর্ধিত ব্যয়ের প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ঠিকাদারের প্রদত্ত দর প্রাক্কলিত দর হতে অধিক ছিল। কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অধিক সময় এবং ব্যয়ের প্রয়োজন পড়ে। ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণসহ ঠিকাদার যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে, এই বিষয়ে পরবর্তীতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.১.৪ গোপালগঞ্জ পৌরসভা

গোপালগঞ্জ পৌরসভায় একটি (UGIIP-II-3/Gopal/UT/01/2012) প্যাকেজের আওতায় ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ দরপত্র আহবান করা হয় যা একটি জাতীয় বাংলা পত্রিকা কালের কন্ঠ ও ১টি জাতীয় ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারিত ছিল ৫,২০,৭৭,৩৮৫.০০ টাকা। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ১০ মে ২০১৪ তারিখের মধ্যে NOA বা কার্য সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাস্তবে কাজটির মূল্য দাড়ায় ৫,৬২,৭১৪,৫২.০০ এবং প্রকৃত সম্পাদনের তারিখ ছিল ৮ এপ্রিল ২০১৪ । অর্থাৎ অতিরিক্ত ৪১,৯৪,০৬৭.০০ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ মাস ২ দিন পূর্বেই কাজটি সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন কাগজ পত্র যাচাই-বাছাই করে দেখা যায় যে, বার্ষিক প্রকিউমেন্ট প্লান অনুমোদন, দরপত্র মূল্যায়ন, দেনা পরিশোধ, পিপিআর-এর নির্দেশিত নিয়মকানুন ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে।

৪.১.৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভায় প্যাকেজ নং UGIIP-II-2/Brah/UT/01/2011-এর আওতায় বিগত ২৫ এপ্রিল ২০১১ তারিখে ওটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। জাতীয় দৈনিক পত্রিকা যায় যায় দিন এবং জাতীয় দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা ডেইলী ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত। মোট ১২টি রেস্পনসিভ দরদাতা পাওয়া যায়। প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৯০,৭১,০৪৫.০০ টাকা। কিন্তু প্রকৃত মূল্য দাড়ায় ৬৮,৫১,৭৫৮.০০ যা প্রকল্প পরিচালক UGIIP-II কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ২২১৯২৮৮.০০ টাকা কম খরচ হয়েছে। এর কারণ হিসাবে জানা যায়, স্থানীয় জনগণ সড়ক নির্মাণের জন্য জায়গা না ছাড়ার কারণে নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। ফলে ২২১৯২৮৮.০০ টাকা ব্যয় করা যায়নি। অপরদিকে দলিলাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পিপিআর-এ বর্ণিত দফা ও প্রক্রিয়াসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে দরপত্র খোলা, যাচাই-বাছাই, জামানত ব্যাংক হতে যাচাই-বাছাই, দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদন করা হয়। ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, প্রায় সকল পৌরসভা পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে, কোথাও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। তবে সে সময়কালে ই-জিপি'র প্রচলন না থাকায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি ৪.১: নির্বাচিত পৌরসভাসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা

পৌরসভা	প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা		দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্রদাতা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পিপিআর প্রতিপালন	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ
			জাতীয়	আঞ্চলিক								
ঝিনাইদহ	UGIIP-II-2/JHEN/UT/01/2011	২০.১০.১১	২	-	২১.১১.১১	২	৮.১২.১১	৬৮.২৭	৬৩.৭০	হ্যাঁ	৯.৭.১২	২৬.৬.১২
বান্দরবান	UGIIP-II-3/BAN)UT/02/2012	২৫.২.১৩	২	-	১.৪.১৩	৩	১৮.৩.১৩	৩০৯.২৪	৩৩৯.৫৮	হ্যাঁ	৩.৬.১৪	২৫.১০.১৪
কক্সবাজার	UGIIP-II-3/COX'S/DR/01/2012	৬.২.১৪	২	-	১২.৩.১৪	৩	২৫.৩.১৪	৫৪২.৯৫	৭১১.৩১	হ্যাঁ	৩১.১২.১৪	১৫.৫.১৫
গোপালগঞ্জ	UGIIP-II-3/ Gopa/UT/01/2012	১৪.২.১৩	২	-	১৩.৩.১৩	৩	২৪.৩.১৩	৫২০.৭৭	৫৬২.৭১	হ্যাঁ	১০.৫.১৪	৮.৪.১৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	UGIIP-II-2/ BRAH/UT/01/2011	২৫.৪.১১	২	-	২৩.৫.১১	১২	১৩.৬.১১	৯০.৭১	৬৮.৫১	হ্যাঁ	১৩.৫.১২	২৮.১১.১৩

৪.২ প্রকল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ

৪.২.১ ড্রেন

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ড্রেনসমূহ বর্তমানে ভাল অবস্থায় রয়েছে। এই ড্রেনসমূহের অধিকাংশ নদী, খাল বা পৌরসভার অন্য কোন বড় ড্রেন বা পৌরসভার মূল ড্রেনের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। দরপত্রে উল্লেখিত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা অনুসরণ করে এই এই ড্রেনসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। ড্রেনসমূহের কাজ শুরুর তারিখ হতে সমাপ্তির তারিখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কাজগুলো মোটামুটি সময়মত হয়েছে। তবে কিছু কিছু পৌরসভাতে দেখা যায় যে, চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়নি। তাছাড়াও দেখা যায় যে, কিছু কিছু পৌরসভাতে প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে প্রকৃত ব্যয় কম হয়েছে। আবার কিছু কিছু পৌরসভায় প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে প্রকৃত ব্যয় বেশি হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, যে সকল পৌরসভায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়নি তার কারণ ছিল কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির জন্য বাজেট বাড়াতে সময় লাগায় কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হয়। যে সকল পৌরসভায় প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় কম হয়েছে তার অন্যতম কারণ ছিল ঠিকাদার নির্ধারিত দরের থেকে নিম্নে দরপত্র দাখিল করেন। অপরদিকে যে সকল পৌরসভায় প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় বেশি হয়েছিল তার অন্যতম কারণ হচ্ছে ঠিকাদার নির্ধারিত দরের থেকে উর্ধ্বে দরপত্র দাখিল করেন।

সারণি ৪.২: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন ড্রেন সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা

পৌরসভা	প্যাকেজ নং	দৈর্ঘ্য (মি:)	প্রস্থ (মি:)	উচ্চতা (মি:)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা	শেষ প্রান্তের সংযুক্তি
ভোলা	UGIIP-II-2/BHOL/DR/01/2011	২২৪০	০.৯০-১.৫		৪.৩.১২	৩০.৩.১৩	২৩৯৯৯৩৮৫.৫২	২২৩৭৫৯১৪.৪৮	ভাল	সংযুক্ত ড্রেন
বরগুনা	UGIIP-II-2/BAGA/DR/01/2011	৩.৪৬০	০.৭০০	০.৭৬৫	২০.১২.১১	২৬.১১.১২	১৮৭৩৭৬১০.০	১৮০০৬০৯৬.৬২	ভাল	ভবানী খাল
ঝালকাঠি	DR/01/2011	২০৪২	০.৭০০	১.০০	২৪.১০.১১	১৫.৭.১২	১৭৬০৬০৬৮.৭১	১৫৬০৬০৬৮.৭১	ভাল	নদী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	UGIIP-II-2/BRAH/DR/01/2011	৩৮৯০	১.০০	১.১০	১২.৩.১২	১৪.২.১৩	১৯২৭৪৭১৪.২৫	১৬৩৪৫৫০৭.১০	ভাল	টাউন খালে এবং নদীতে
কক্সবাজার	UGIIP-II-3/COX'S/DR/01/2012	৯১০.৩৫	২.৯	২.৩	২১.৮.১৪	১৫.৫.১৫	৩৩২৯৬৫০৪.৮২	৩৯২৯২৯৪২.২৬	ভাল	প্রধান ড্রেনের সাথে মিলেছে।
বান্দরবান	UGIIP-II-3/UT/01/2012	২৫০	.৯০০	.৯০০	৫.৮.১৩	২৫.১.১৪	১৮৫০০০০.০০	১৯৬১০০০.০০	ভাল	পানছড়া খাল
হাজীগঞ্জ	UGIIP-II-HAJI/UT/02/2012	২৩৫৭	১.২০	১.০০	৪.১০.১৩	৩০.১০.১৪	১৭২৭১০০০	১৯৮০০০০০.০০	ভাল	ডাকাতিয়ানদী
চৌমুহনী	UGIIP-II-DR/01/2011	৩৬৪১	০.৯০		২.১১.২০১১	২৫.৭.১৩	১৮৬৫৪৯২২১৯	১৮৮৮৬৯৯০.০০	ভাল	সংযুক্ত ড্রেন
মাদারীপুর	UGIIP-II-3/MADA/UT/04/2012	৭৫০	৯০০		১৭.৬.১৪	১৩.৫.১৫	৩২৫৭০৮২.১৯	৭০৭৯২৫০.২৮	ভাল	সংযুক্ত ড্রেন
শ্রীপুর	UGIIP-II-2/SREE/DR/01/2011	৮৯০			২৩.১২.১১	৩১.১২.১২	৬৭২৫০০০.০০	৬৪৮৪৩৬১.০০	ভাল	লবলঙ্গ খাল
মির্জাপুর	UGIIP-II-3/MIRZ/UT/02/2012	১৭৮৮	.৬০	০.৬০০	১০.৭.১১	৩০.৬.১২	১২৭৯৩০৯১.০০	১২৮২৪০২৬.০০	ভাল	বারইখালী খালে
জামালপুর	UGIIP-II-2/JAMA/DR/01/2011	১১৭৫	৬০০	.৯০০	২৫.৯.১১	২২.৫.১২	৫৪৮১৮১.০০	৫০৮৯১৬০.০৯	ভাল	সংযুক্ত ড্রেন
নাটোর	UGIIP-II-NATO/DR/01/2011	৪৬৯৩	.৪০০/.৫০০	.৪১০-১.৩১০	২৫.৩.১২	২৪.২.১৩	২৪৯০০২২৩৫.০০	২৫৮০৪৩৬৮.০০	ভাল	নারদনদ
গাইবান্ধা	UGIIP-II-2/GAIB/DR/01/2011	৯০০	.৯০০	০.৮০০	১৩.৬.১২	৩০.৩.১৩	৭০৮৪৫৮৮.০০	৭০৭০৩০০.০০	ভাল	সংযুক্ত ড্রেন
নীলফামারী	UGIIP-II	৫২০	.৭৫০	.৬০-.৯০	২৬.৫.১৩	৩০.৩.১৪	২০৭৬৯৬৮.০০	১৭৩৯৭৮২.৫০	ভাল	সংযুক্ত ড্রেন
বেনাপোল	UGIIP-II/3/BENA/DR/01/2012	২৮৪৯	১.৪ ,১.৬	১.২০	৩.৫.১৩	২৫.১১.১৩	৪৫৬৬৭১৫৮.৪৫	৪৭৯৬৬৬১৭.০০	ভাল	প্রধান ড্রেনে সংযুক্ত
ঝিনাইদহ	UGIIP-II-2/JHEN/UT/02/2011	২৮২	০.৪৫০	০.৭৫০	৮.২.১২	২৭.৬.১২	১৫১৮৬১৮.০০	১৫১৮৬১৮.০০	ভাল	পৌরসভার মেইন ড্রেনে
মাধবপুর	UGIIP-II-3/MADH/01/2012	৮১০	১৮৫-.৭৫	.১৮৫-.৯০০	২৫.৭.১৩	২০.১০.১৪	১৬০৭৪৪৬৪.৭০	১৫৫০৩৩১৯.২১	ভাল	সোনাইনদী

৪.২.২ সড়ক

এই প্রকল্পের আওতায় নতুন সড়ক নির্মাণ, পুরাতন সড়ক সংস্কার বা পুন:নির্মাণের ফলে পৌরসভার সড়কসমূহ আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। অনেক সড়ক দীর্ঘ ও প্রশস্ত হয়েছে। তাছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে । এই সড়কসমূহের কাজ শুরুর তারিখ হতে সমাপ্তির তারিখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কাজসমূহ মোটামুটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। তবে কিছু কিছু পৌরসভায় দেখা যায় যে, চুক্তি মোতাবেক যে তারিখে কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল সে সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়নি। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কোথাও কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার ফলে কাজ সমাপ্ত হতে সময় বেশি লেগেছে। আবার কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কাজ সমাপ্ত হতে সময় বেশি লেগেছে। কোন কোন পৌরসভাতে ঠিকাদার কাজ সম্পাদন করতে সময় বেশি লাগিয়েছে। সড়কগুলোর বর্তমান অবস্থা ভাল রয়েছে। তবে কুষ্টিয়া পৌরসভার রাস্তায় ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে সড়কে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জামালপুর পৌরসভার রাস্তায় ভারী যানবাহন করায় সড়ক ভেঙ্গে গেছে। অপরদিকে দেখা যায় যে, কিছু কিছু পৌরসভাতে প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে প্রকৃত ব্যয় কম হয়েছে। তবে কিছু কিছু পৌরসভায় আবার প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়েছে। যেমন ভোলা পৌরসভার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০,৬৮,০৫৩.৬৭ টাকা। আর প্রকৃত ব্যয় ৬৯,৪৬,২৭৭.৪৭ টাকা। ঝালকাঠি প্রাক্কলিত ব্যয় ৬,৯৫,২৬০.৬৬ টাকা আর প্রকৃত ব্যয় ৬৭,৬০,৭৭৬.৩৩ টাকা। পৌরসভায় প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় কম বা বেশি হবার অন্যতম কারণ হলো ঠিকাদার নির্ধারিত দরের উর্ধ্বে বা নিম্নে দরপত্র দাখিল করা। আবার কোথাও কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়েছে।

সারণি ৪.৩: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন সড়ক সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা

পৌরসভা	প্যাকেজ নং	দৈর্ঘ্য (মি:)	প্রস্থ (মি:)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা
ভোলা	UGIIP-2/BHOL/UT/03/2011	৭১০	৬.০	১১.৭.১১	৩০.৯.১২	৫০৬৮০৫৩.৬৭	৬৯৪৬২৭৭.৪৭	ভাল
ঝালকাঠি	UT-01/2011	৭৩৮.০০	৬.১/৫.০	৩১.৭.১১	১৫.৬.১২	৬৯৫২৬০.৬৬	৬৭৬০৭৭৬.৩৩	ভাল
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	UT-01,02,03,04,05,06,07, 08/2011 & UT-02,03, 04/2012	৩৩১৬০	৩.৬৫	২০১১	২০১৪	১৭৮০০০০০০.০০	১৭০৫০০০০০.০০	ভাল
কক্সবাজার	UGIIP-II-3/COX'S/DR/01/2012	১৩৬১.৯০	৪.৫/ ৭.৬	২১.৮.১৪	১৫.৫.১৫	২০৯৯৯৪৪৮.৮২	৩১৮৩৮৪৪৯.৬৮	ভাল
বান্দরবান	UGIIP-II-3/UT/01/2012	৫৮৬.০০	৩.০০	২৪.১.১৪	২৪.১.১৪	২৮৫৪৫৬৮.২৪	২৮৪৫৯৭৭.২৪	ভাল
হাজীগঞ্জ	UGIIP-II-HAJI/UT/01/2012	৪৩১৩	৩	২৮.৭.১৩	১০.৪.১৪	২৬৪৫৯৫০৮.০০	৩১৮৭৪২৩৭.০০	ভাল
চৌমুহনী	UT/01/2011	৩০১৯	৩	২৭.১০.১১	১০.২.১৩	৯৮১৪৫৭২.৮৮	৯৫৪১৩৩০.০০	ভাল
মাদারীপুর	UGIIP-II-3/MADA/UT/01/2012	৬৬৬	৩.৬৬	১৩.৫.১৩	৯.১০.১৪	৫১২৪৫৭৮.০০	৫৬৩৯০০৮.১১	ভাল
বেনাপোল	UGIIP-II-3/BENA/UT/02/2012	৩৫৮৪.০০	৩.০০	৫.১২.১৪	৪.৩.১৪	২৪৭৬৭৩৩৩.০৮	২৮৭০৯০২৩.০০	ভাল
গোপালগঞ্জ	UGIIP-II-3/Gopa/UT/01/2012	৫৫৬৫	৪.২০	২৩.৬.১৩	৮.৮.১৪	৫২০৭৭৩৮৫.১৩	৫৬২৭১৪৫২.০০	ভাল
শ্রীপুর	UGIIP-II-2/SREE/UT/01/2011	১৩৫০		১৪.৭.১১	২৭.১১.১২	৮৭৪১০০০.০০	৯১৭০৯৩৫.২৫	ভাল
মির্জাপুর	UGIIP-II-3/MIRZ/UT/02/2012	১১৯৬৮	৩.০৫	১০.৭.১১	৩০.৬.১২	৮৪৫৯৩৪১০.০০	৯১৭৩৪০৬৭.০০	ভাল
জামালপুর	UGIIP-II-2/JAM/UT/02/2011	২২৬০	৩	১২.৯.১১	৩.১২.১১	৫০০৬১৭.০৯.০০	৩৭২৮৪৯৮.৭২	ভাল
নাটোর	UGIIP-II-NATO/UT/04/2011	৫৩৪	৩.০৫	৩০.১২.১৩	২৫.৮.১৪	২১২৮২৬০৪.৬৮	২৩৪০২১৪৫.৪৩	ভাল
গাইবান্ধা	UGIIP-II-2/GAIB/UT/05/2011	৬২০	২.৫০	১৬.৮.১১	৩০.৬.১২	৭১৫০২৫৬.১৪২	৬৮৮২০০১২.৫৬	ভাল
নীলফামারী	UGIIP-II-3/NILP/UT/02/2012	৪২০	২.৮	২৬.৫.১৩	৩০.৩.১৪	১৭৯০৬০৫.৯২	১৬৩৪৪৯২.৯৯	ভাল
ঝিনাইদহ	UGIIP-II-3/BENA/UT/02/2012	৩৫৮৪	৩	৫.১২.১৪	৪.৩.১৪	২৪৭৬৭৩৩৩.০৮	২৮৭০৯০২৩.০০	ভাল
মাধবপুর	UGIIP-II-3/MADH/UT-01	৪০৫৪	৩	২৫.৭.১৩	২৫.১০.১৪	১৬৩৫৮৪২৭.৫৭	১৩৭৮৮২৫৮.০০	ভাল

৪.২.৩ ফুটপাত

প্রভাব মূল্যায়নের আওতায় নির্বাচিত পৌরসভাসমূহের মধ্যে বান্দরবান পৌরসভায় ফুটপাত নির্মাণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বান্দবানের ফুটপাতের দৈর্ঘ্য ৬৫০ মিটার ও প্রস্থ ১.২০০ মিটার। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ফুটপাত নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়ার ৬ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এতে প্রাক্কলিত ব্যয় হতে প্রকৃত ব্যয় বেশি হয়েছে। কারণ হিসাবে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার কথা উল্লেখ করা হয়। নির্মিত ফুটপাতের বর্তমান অবস্থা ভাল।

সারণি ৪.৪: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন ফুটপাত সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা

পৌরসভা	প্যাকেজ নং	দৈর্ঘ্য (মিঃ)	প্রস্থ (মিঃ)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিক ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা
বান্দরবান	UGIIP-II-3/UT/01/2012	৬৫০	১.২০০	২৪.৪.১৪	২৪.১০.১৪	৫৮৯৬২১৬.০০	৬৩৭৯৬৯৪.৬২	ভাল

৪.২.৪ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩টি পৌরসভায় ৩টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের আওতায় নির্বাচিত পৌরসভাসমূহের মধ্যে গাইবান্ধা পৌরসভার বাস টার্মিনাল নির্মাণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্মিত বাস টার্মিনালের আয়তন ২.৭৬ একর এবং টার্মিনাল নির্মাণের কার্যাদেশ দেবার ১০ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর প্রাক্কলিত ব্যয় হতে প্রকৃত ব্যয় অনেক কম। এই প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ভাল। গাইবান্ধা পৌরসভায় নির্মিত বাস টার্মিনালে কাউন্টার সংখ্যা ৩টি (সারণি ৪.৫)। এই বাস টার্মিনালে গণ শৌচাগার রয়েছে এবং এখানে ৪০টি বাস দাড়ানোর মত জায়গা রয়েছে।

সারণি ৪.৫: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন বাস টার্মিনাল সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা

পৌরসভা	প্যাকেজ নং	আয়তন (একর)	কাউন্টার সংখ্যা	দোকান সংখ্যা	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	কতটি বাস দাড়াতে পারে	শৌচাগার	বর্তমান অবস্থা
গাইবান্ধা	UGIIP-II-2/GAIB/DR/01/2011	২.৭৬	৩	-	২৯.৫.১৩	১৮.৩.১৪	২৭৪৩৭৪৮৯.৪৮	১৯০৪৮৪৮.৪৭	৪০	আছে	ভাল

নমুনা পৌরসভাসমূহের মধ্যে ঝিনাইদহ পৌরসভার ট্রাক টার্মিনাল পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, টার্মিনালটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা ছিল ১২০৮৫৩৮১.১৬ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১২০২২৯২৮.৯২ টাকা। কাজটি ০৩ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে শুরু হয়ে ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখে শেষ হয়। ট্রাক টার্মিনালটিতে ১০০টি ট্রাক দাড়ানোর মত ব্যবস্থা রয়েছে এবং বর্তমান অবস্থা ভাল (সারণি ৪.৬)।

সারণি ৪.৬: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন ট্রাক টার্মিনাল সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা

পৌরসভা	প্যাকেজ নং	আয়তন	কাউন্টার সংখ্যা	দোকান সংখ্যা	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	কতটি ট্রাক দাড়াতে পারে	মহিলাদের বসার পৃথক স্থান	শৌচাগার	বর্তমান অবস্থা
ঝিনাইদহ	UGIIP-II-2/JHEN/MF/02/2011	০.৮০	-	-	৩.১.১২	২৪.৭.১২	১২০৮৫৩৮১.১৬	১২০২২৯২৮.৯২	১০০	-	-	ভাল

৪.২.৫ পৌর মার্কেট এবং কিচেন মার্কেট

এই প্রকল্পের আওতায় ১৫টি পৌরসভায় ২৩টি কাঁচাবাজার বা কিচেন মার্কেট এবং ৪টি পৌরসভায় ৪টি পৌর মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। নমুনা পৌরসভাসমূহের মধ্যে থেকে ৫টি পৌরসভার ৩টি কাঁচাবাজার বা কিচেন মার্কেট এবং ২টি পৌরসভার ২টি পৌর মার্কেট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্মিত মার্কেট ও কিচেন মার্কেটের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত পৌর মার্কেট ও কিচেন মার্কেটগুলো স্বাস্থ্যসম্মত। কিছু কিছু পৌরসভায় প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি। বেশিরভাগ পৌরসভায় মার্কেট ও কিচেন মার্কেটের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সারণি ৪.৭: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন পৌর মার্কেট ও কিচেন মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা

পৌরসভা	প্যাকেজ নং	মার্কেট/ কিচেন মার্কেট	আয়তন বর্গ মি:	কত তলা বিশিষ্ট	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত	বর্তমান অবস্থা
ঝালকাঠি	MF+SN/JHA/01/2011	কিচেন মার্কেট	২২০	সেমি পাকা	৩.১.১২	২৮.২.১৩	৮৬৪১১৫৯.০০	৮৫৩৭২০৭.০০	স্বাস্থ্যসম্মত	ভাল
চৌমুহনী	MF/01+SN/01/2011	কিচেন মার্কেট	৪৩২	১	৬.২.১২	৩০.১১.১৪	৩৩০০০০০.০০	৩৩০০০০০.০০	স্বাস্থ্যসম্মত	ভাল
শ্রীপুর	UGIIP-II-2/SREE/MF/01/2011	কিচেন মার্কেট	৫২১	১	২৫.২.১২	৩১.১২.১২	৭২৩৯০০০.০০	৬৪৩৪১৭৫.০০	স্বাস্থ্যসম্মত	ভাল
গাইবান্ধা	UGIIP-II-2/GAIB/MF/02/2011	পৌর মার্কেট	৩৮০	৩	২৯.৫.১৩	১৮.৩.১৪	২৭৪৩৭৪৮৯.৪৮	২৯৮৫৯৩৭৩	স্বাস্থ্যসম্মত	ভাল
নীলফামারী	UGIIP-II-3/NILP/MF/01/2012	পৌর মার্কেট	৩৬৭৮.৫২	১	১২.২.১৫	১২.১০.১৫	৭৩৫৬২৩৬২	৭৪৫১০৮০৬	স্বাস্থ্যসম্মত	ভাল

৪.২.৬ পাবলিক টয়লেট

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯টি পৌরসভায় ৫৬টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত পাবলিক টয়লেটসমূহের অবকাঠামোগত অবস্থা এখনও ভাল রয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের আওতায় নির্বাচিত পৌরসভাসমূহের মধ্যে ৬টি পৌরসভার পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, টয়লেট গুলোর বর্তমান অবস্থা ভাল বা ব্যবহার উপযোগী রয়েছে। এই প্রকল্পের পাবলিক টয়লেটগুলো ইজারার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং ব্যবহার খরচ জনপ্রতি ৫ টাকা। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ পাবলিক টয়লেট নির্মাণের প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা বেশি। তবে সকল পাবলিক টয়লেটের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। পাবলিক

টয়লেটগুলোতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা চেম্বার রয়েছে। পুরুষদের জন্যে পাবলিক টয়লেটে চেম্বার সংখ্যা বেশি।

সারণি ৪.৮: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন পাবলিক টয়লেট সম্পর্কিত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা

পৌরসভা	প্যাকেজ নং	আয়তন বর্গ মি:	চেম্বার সংখ্যা		কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	জনপ্রতি ব্যবহার খরচ	বর্তমান অবস্থা
			পুরুষ	মহিলা						
ঝালকাঠি	MF/JHA/01/2011	২৪.০৭	৫	৪	৩.১.১২	২৮.২.১৩	১০২০২৭৮.০০	১০১৮৬১৮.০০	৫/-	ভাল
চৌমুহনী	MF/01+SN/01/2011	৪০	৩	২	৬.২.১২	৩০.১১.১৪	২৮৪৯০০০.০০	২৮৪৯০০০.০০	৫/-	ভাল
শ্রীপুর	UGIIP-II-2/SREE/WS/01/2011	১৫০	৪	৪	২৫.২.১২	৩১.১২১২	৭২৩৯০০০.০০	১১৬০২০৮.০০	৫/-	ভাল
গাইবান্ধা	UGIIP-II-2/GAIB/MF/01/2011	২৪.৬৮	৩	১	৯.৬.১২	২৯.১২.১২	৮২০৭১৪.৭১	৮৬০৯৫২.৭৪	৫/-	ভাল
নীলফামারী	UGIIP-II-3/NIPL/UT/02/2012	৬২.৪	২	২	২৬.৫.১৩	৩০.৩.১৪	১৫৯৫১৬২.৫২	১৩৬৮৩১৯.০০	৫/-	ভাল
ঝিনাইদহ	UGIIP-II-2/JHEN/NSN/01/2011	২০০	৬	৪	১২.৩.১২	৩০.৭.১২	৩৯৫৯৪৩৯.১৩	৩৮৭৯২৪১.৬২	৫/-	ভাল
বরগুনা	UGIIP-II-2/	১২১.৮ (৪টি)	১২	৮	১২.৭.১২	২৬.১১.১২	৪২৯৮১৫২.১৫	৪৪১৫৩৩৭.১৬	৫/-	ভাল

পাবলিক টয়লেট সমূহের পরিচালনা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, দু'টি পদ্ধতিতে এগুলো পরিচালিত হয়: ১. ইজারা পদ্ধতি; ও ২. পৌরসভার নিজস্ব পরিচালনায়। পৌরসভাসমূহের আয়ের অন্যতম একটি উৎস পাবলিক টয়লেট ইজারা প্রদান। পৌরসমূহ এ সকল পাবলিক টয়লেট ইজারা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য এবং চলমান রাখার চেষ্টা করছে। নমুনাকৃত ২৫টি পৌরসভার মধ্যে ১১টি পৌরসভায় ৪২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি টয়লেট ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি ১২টি পৌরসভার নিজস্ব পরিচালনার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ইজারাকৃত পাবলিক টয়লেটসমূহ অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ ব্যবহার উপযোগী। অপরদিকে ইজারাবিহীন পাবলিক টয়লেটসমূহ ততটা ব্যবহার উপযোগী নয়। এর মধ্যে সুনামগঞ্জ পৌরসভার পাবলিক টয়লেট দুইটি একেবারেই ব্যবহার উপযোগী নয়।

সারণি ৪.৯: নির্বাচিত পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন পাবলিক টয়লেট পরিচালনা পদ্ধতি

পৌরসভা	নির্মিত পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা	ইজারাকৃত পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা
বরগুনা	৪	৩
ঝালকাঠি	১	১
চৌমুহনী	৭	৭
ফরিদপুর	১০	৯
শ্রীপুর	২	১
গাইবান্ধা	১	১
নীলফামারী	১	১
ঝিনাইদহ	৬	৩
ঠাকুরগাঁও	১	১
দিনাজপুর	৬	৩
সুনামগঞ্জ	২	০
মোট	**৪২**	**৩০**

পঞ্চম অধ্যায়:
প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষার ফলাফল

৫.০ ভূমিকা

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP II)-এর প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২৫টি পৌরসভা থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১১২৫টি খানার ১১২৫ জন উত্তরদাতাকে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বেশিরভাগ উত্তরদাতা স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার ফলে তাদের নিকট থেকে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য এবং পৌরসভার সেবা সম্পর্কিত তথ্য পেতে সুবিধা হয়েছে। সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

৫.১ প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে নির্বাচিত উত্তরদাতার বিবরণ

৫.১.১ উত্তরদাতার বয়স

মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বয়সের মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে সবচেয়ে বেশি (৩৭ শতাংশ) ৪১-৬০ বছর বয়সী জনগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরদিকে ২৫ শতাংশ উত্তরদাতার বয়স ৩১-৪০ বছরের মধ্যে। ২২ শতাংশ উত্তরদাতার বয়স ২১-৩০ বছরের মধ্যে।

চিত্র ৫.১: উত্তরদাতার বয়স

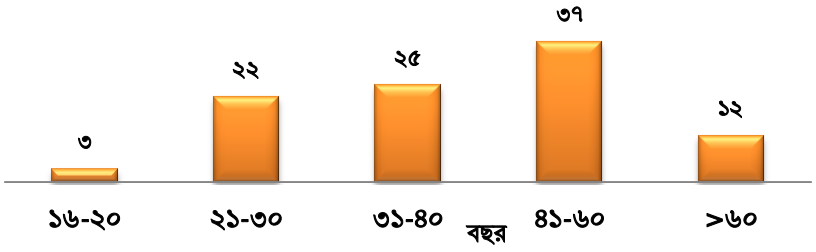

৫.১.২ উত্তরদাতার লিঙ্গ

প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৮ শতাংশ পুরুষ এবং বাকি ৩২ শতাংশ নারী।

চিত্র ৫.২: উত্তরদাতার লিঙ্গ

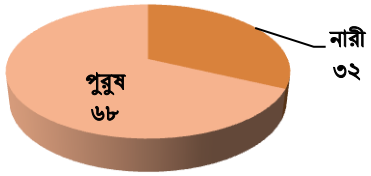

৫.১.৩ উত্তরদাতার শিক্ষা

মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ২২ শতাংশ উত্তরদাতা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তারপরে রয়েছে ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা, যারা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পর্যন্ত এবং এরপরে ১৪ শতাংশ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পর্যন্ত।

চিত্র ৫.৩: উত্তরদাতার শিক্ষা

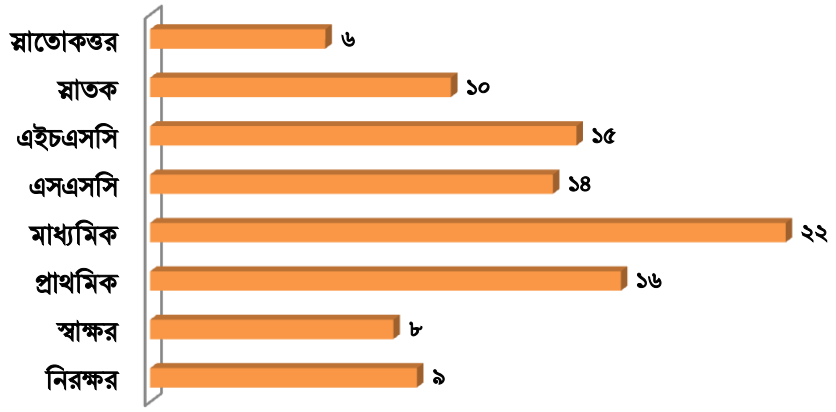

৫.১.৪ উত্তরদাতার পেশা

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ী ৩২ শতাংশ মানুষ। গৃহিণী আছেন ১৯ শতাংশ, দিনমজুর আছেন ১৮ শতাংশ, বেসরকারী চাকরিজীবী আছেন ১১ শতাংশ। সরকারী চাকরিজীবী, ছাত্র এবং বেকার আছেন ৪ শতাংশ করে উত্তরদাতা। প্রবাসী, শিক্ষক, মোটর শ্রমিক আছেন ২ শতাংশ করে। সবচেয়ে কম উত্তরদাতা আছেন ঠিকাদার বা সরবরাহকারী এবং ভ্যান/ রিক্সা চালক যা ১ শতাংশ করে।

চিত্র ৫.৪: উত্তরদাতার পেশা

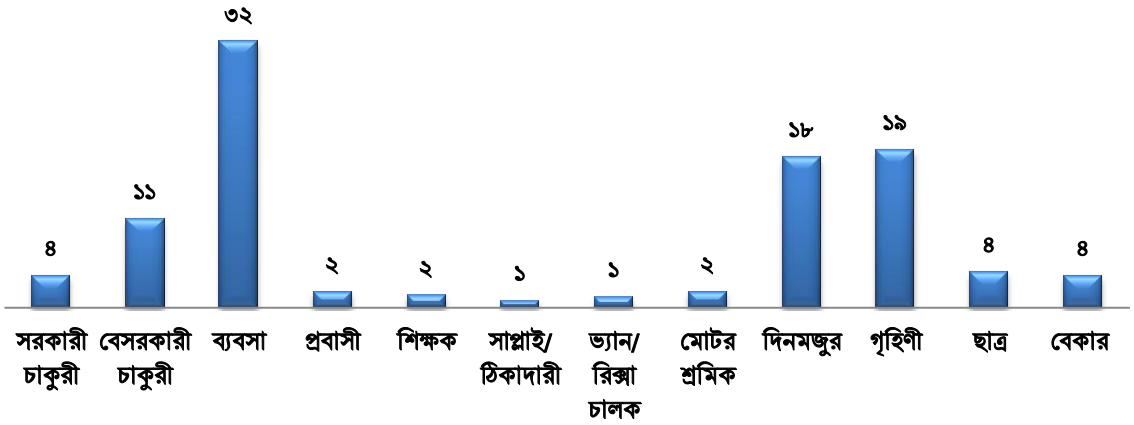

৫.১.৫ পৌরসভায় উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান

পৌর এলাকায় অবস্থানকারী উত্তরদাতার মধ্যে ৮৯ শতাংশ স্থায়ীভাবে পৌরসভায় বসবাস করেন। অর্থাৎ এই ৮৯ শতাংশ পৌরবাসী পৌরসভার স্থায়ী বাসিন্দা। বাকি ১১ শতাংশ অস্থায়ীভাবে পৌরসভায় বসবাস করেন।

চিত্র ৫.৫: উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান

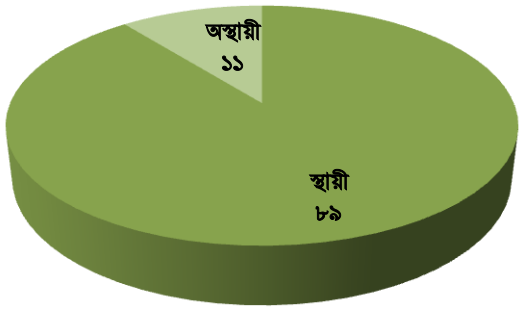

৫.২ পৌরসভার অবকাঠামো ও পৌরসেবা সম্পর্কে পৌরবাসীর মতামত

৫.২.১ পৌরসভার অবকাঠামো ও পৌরসেবায় পৌরবাসীর সন্তুষ্টি

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও মৌলিক পরিসেবার উন্নয়ন। এ উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন হয়েছে তা পরিমাপ করা হয়েছে পৌরবাসীর এ সমস্ত সেবা প্রাপ্তিতে কতটুকু সন্তুষ্টি রয়েছে তার মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৩ বার সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে অবকাঠামোগত ও পৌরসেবা সংক্রান্ত ২১টি সূচকে পৌরবাসীর সন্তুষ্টি পরিমাপ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রভাব মূল্যায়ন জরিপেও উল্লেখিত ২১টি সূচকে পৌরবাসীর সন্তুষ্টি পরিমাপ করা হয়েছে যাতে পূর্ববর্তী জরিপের সাথে প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনা করা যায়।

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিটিজেন রির্পোট কার্ড জরিপের তুলনায় প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে রাস্তা/সড়ক, ফুটপাত/ হাঁটা পথ ও কমিউনিটি সেন্টারের ক্ষেত্রে পৌরবাসী অত্যন্ত সন্তুষ্ট মতামত প্রদানের হার বেড়েছে। অন্যদিকে রাস্তা/ সড়ক ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ছাড়া অন্য সকল সূচকে মোটামুটি সন্তুষ্ট মতামত প্রদানের হার বেড়েছে। রাস্তা/ সড়ক ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, ব্যবসার লাইসেন্স ও অভিযোগ মিমাংসা/ নিস্পত্তির মত সূচকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপের তুলনায় প্রভাব মূল্যায়নের জরিপে বেশী সংখ্যক পৌরবাসী তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন (সারণি ৫.১)।

সারণি ৫.১: পৌরসভার অবকাঠামো ও পৌর সেবায় পৌরবাসীর সন্তুষ্টি

সেবাসমূহ	অত্যন্ত সন্তুষ্ট (%)				মোটামুটি সন্তুষ্ট (%)				অসন্তুষ্ট (%)			
	১ম সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	২য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	৩য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ	১ম সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	২য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	৩য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ	১ম সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	২য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	৩য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ
রাস্তা/ সড়ক	১৫.৮৭	৩৪.৭৫	৩১.০০	৩৬.১০	৫৩.৫৪	৪৯.৬৪	৫৬.০০	৪৮.৫০	৩০.৫৮	১৫.৬	১৩.০০	১৫.২০
সড়ক বাতি	১৪.৬৯	৩২.৫৭	৩২.০০	২৬.৯০	৪৭.২১	৪৪.০৯	৪৭.০০	৫৯.২০	৩৮.০৯	২৩.৩৫	২১.০০	১৪.০০
ফুটপাত/ হাঁটা পথ	৪.৮৪	১৫.৩৭	১৫.০০	২৩.২০	২৯.৯৯	৪৪.৭২	৫১.০০	৫৫.২০	৬৫.১৬	৪২.৮৬	৩৪.০০	২১.৬০
ড্রেইনেজ	৭.১৮	১৭.৪১	২০.০০	১৯.৫০	২৯.৬০	৪৩.৬২	৪৫.০০	৪৫.২০	৬৩.২২	৩৮.৯৭	৩৫.০০	৩৫.৩
পানি সরবরাহ	১৪.২৬	২২.১০	২৬.০০	২৬.০০	৩৪.৪৯	৩৬.৩১	৩৪.০০	৫৩.৯০	৫১.২৪	৪১.৬১	৪০.০০	২০.১০
স্যানিটেশন	৯.৩৮	১৭.৫১	২২.০০	২১.৪০	৩৮.৯৮	৫০.০৩	৫৪.০০	৬০.২০	৫১.৬৪	৩২.৪৭	২৪.০০	১৮.৪০
আবর্জনা ব্যবস্থাপনা	৬.৭২	১৫.৯০	১৬.০০	১৫.৬০	৩২.৫৩	৪৭.৮১	৪৯.০০	৪৭.৬০	৬০.৭৬	৩৬.২৯	৩৫.০০	৩৬.৯
বাস/ ট্রাক স্ট্যান্ড	১১.৬৩	১৮.০৮	২১.০০	১৮.২০	৪৮.৭৩	৫০.২৫	৫১.০০	৭২.০০	৩৯.৬৪	৩১.৬৭	২৮.০০	৯.৮০০
কাঁচা বাজার	১৫.৯৩	২৬.৫২	৩০.০০	২০.২০	৪৯.৯৮	৫৩.৯০	৫২.০০	৭২.৫০	৩৪.১১	১৯.৫৮	১৮.০০	৭.৩০
বাজারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত স্থান	৩.৩৩	৭.৪৪	১১.০০	১০.৩০	১০.৮৭	২৩.৯৫	২৬.০০	৭৩.৩০	৮৫.৭৭	৬৮.৬১	৬৩.০০	১৬.৪০
কসাই খানা	৯.৮০	১৫.৮৩	২৩.০০	১৬.১০	৪০.৫৯	৫৩.৩৬	৫১.০০	৭০.৯০	৫২.৫৬	৩০.৮১	২৬.০০	১৩.১০
চিত্ত বিনোদন সুবিধা/ পার্ক	৪.৭২	৭.৮৭	১১.০০	১০.৫০	১৫.৬৫	২৮.৭২	৩০.০০	৭১.৫০	৭৯.৬২	৬৩.৪১	৫৯.০০	১৮.০০
নগরের সৌন্দর্যবর্ধন সুবিধা	৪.৩৯	৬.২২	১২.০০	১০.৩০	৮.৯০	৩৩.০৭	৩৬.০০	৭০.৩০	৮৬.৭২	৬০.৭০	৫২.০০	১৯.৩০
কমিউনিটি সেন্টার	৬.২৮	১৭.৯২	২০.০০	২৩.৭০	২৪.০৮	৩৫.৪৩	৩৮.০০	৬৯.২০	৬৯.৬৫	৪৬.৬৩	৪২.০০	৭.১০
কবরস্থান	২৭.৪৪	৪৪.৮২	৪৫.০০	৩৬.৩০	৪১.৬২	৩৭.৪৯	৪২.০০	৬০.৫০	৩০.৯৪	১৭.৬৯	১৩.০০	৩.৩০
সনদপত্র (নাগরিক/ জন্ম/ মৃত্যু/ বিবাহ)	৪৩.৬৫	৬৪.৮৩	৬৫.০০	৪১.৭০	৪৬.৯১	৩০.৩৬	৩২.০০	৫৬.১০	৯.৪৪	৪.৮১	৩.০০	২.০০
যানবাহনের লাইসেন্স	২৮.৪৭	৩৭.০৮	৩৮.০০	২৩.৭০	৪৭.৫৯	৪৮.৩৭	৪৬.০০	৬৮.৯০	২৩.৯৫	১৭.৫০	১৬.০০	৭.৪০
ব্যবসার লাইসেন্স (ট্রেড)	২৮.৬৩	৪১.২১	৪৫.০০	২৩.৪০	৪৭.৫৯	৪৭.৯৩	৪৭.০০	৬৮.০০	২৩.৯৫	১০.৮৭	৮.০০	৮.৬০
ভবন নির্মাণের অনুমতি	২৭.৫২	৩৩.৩৪	৩৭.০০	১৯.৭০	৪৬.৪০	৫৪.০৬	৫২.০০	৭০.৩০	২৬.১০	১২.৫৯	১১.০০	১০.০০
অভিযোগ মীমাংসা/ নিষ্পত্তি	২৪.৮৫	৩২.০০	৩৭.০০	১৮.৮০	৫৫.৯১	৫৭.৪৪	৫৫.০০	৬৭.৬০	১৯.২৫	১৬.৬৩	৮.০০	১৩.৬০
হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ ও সংগ্রহ	৩০.৬৪	৪২.৯৭	৪৭.০০	২২.৬০	৫৬.৫৩	৪৫.৫২	৪৭.০০	৬৮.৭০	১২.৪৪	১১.৫১	৬.০০	৮.৬০

৫.২.২ সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরবাসীর পৌরসভায় যোগাযোগ

সেবা সংক্রান্ত ব্যাপারে পৌরসভায় যোগাযোগের শতকরা হার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপের তুলনায় প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে নিম্নমুখী। তবে স্বশরীরে যোগাযোগের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি যারা সেবা প্রাপ্তির জন্য পৌরসভায় যোগাযোগ করেছেন তাদের মধ্যে সময়মত সমাধান পাওয়ার হার পূর্বের জরিপের তুলনায় বেশী। তবে প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে, সমস্যা সমাধানের জন্য এখন পূর্বের তুলনায় বেশী দিন সময় লাগছে। প্রায় ৫৪ শতাংশ পৌরবাসীকে সমস্যা সমাধান পাওয়ার জন্য ৩০ দিনের বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে । নির্ধারিত

সময়ে সমস্যার সমাধান না হওয়ার পেছনে অতিরিক্ত টাকা প্রদান না করার বিষয়টিকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করার হার পূর্বের তুলনায় বেড়েছে (সারণি ৫.২)।

সারণি ৫.২: সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরসভায় যোগাযোগ

চলকসমূহ	১ম সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	২য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	৩য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ
সেবা পাবার জন্য পৌরসভায় যোগাযোগ				
হ্যাঁ	৫২.৭০	৬৪.১০	৬৪.৫০	৫৫.৯০
না	৪৭.৩০	৩৫.৯	৩৫.৫০	৪৪.১০
যোগাযোগের মাধ্যম				
স্বশরীরে	৬২.০০	৭০.০০	৬৮.০০	৮৫.৬০
লিখিতভাবে	২৮.০০	২১.০০	২২.০০	৬.১০
টেলিফোনে	৪.০০	৬.০০	৬.০০	৩.৭০
সময়মত সমস্যার সমাধান প্রাপ্তি				
হ্যাঁ	৭৮.০০	৮১.০০	৮০.০০	৮৯.২০
না	২২.০০	১৯.০০	২০.০০	১০.৮০
সমাধানের জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল				
১৫ দিন	৩১.৮২	৫৫.২৬	২৯.১২	২৩.৫০
১৫-৩০ দিন	২৯.৫৫	২৬.৩২	২৮.১৪	২২.৬০
৩০ দিনের বেশি	৩৮.৬৩	১৪.৮২	৪২.৭৪	৫৩.৯০
সমস্যা সমাধান না হবার কারণ				
প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবলের অভাব	৩২.৪৩	৫৪.৫৫	৫৭.১১	৫২.৯০
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অসহযোগিতা	৪৮.৬৫	৪০.৯১	৩৪.৬০	৩৫.৩০
অতিরিক্ত টাকা প্রদান না করা	১৮.৯১	৯.০৯	৮.২৯	১১.৮০

৫.২.৩ পৌর সেবা প্রদান ব্যবস্থায় পৌরবাসীর সন্তুষ্টি

পৌরসেবা প্রদান ব্যবস্থায় অত্যন্ত সন্তুষ্টি মতামত প্রদানের হার পূর্ববর্তী জরিপের তুলনায় নিম্নমুখী হয়েছে। তবে মোটামুটি সন্তুষ্ট মতামত প্রদানের হার পূর্ববর্তী জরিপের তুলনায় উর্ধ্বমুখী হয়েছে। পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ সৌজন্যমূলক বলে মনে করেন এমন পৌরবাসীর শতকরা হারে পূর্ববর্তী জরিপের তুলনায় তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্টি মতামত প্রদানের হার পূর্বের জরিপের তুলনায় খুব বেশী না কমলেও

মোটামুটি সন্তুষ্ট মতামত প্রদানের হার পূর্বের জরিপের তুলনায় বেড়েছে। পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সেবা প্রদানে আগ্রহ সহযোগিতামূলক বলে মনে করেন প্রায় ৮৮ শতাংশ পৌরবাসী যা তৃতীয় সিটিজেন রিপোর্টে কার্ড জরিপে ছিল প্রায় ৯২ শতাংশ। অন্যদিকে প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩০ শতাংশ পৌরবাসী মনে করেন পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সেবা প্রদানে দক্ষ যা পূর্বের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ কম (সারণি ৫.৩)।

সারণি ৫.৩: পৌর সেবা প্রদান ব্যবস্থায় সন্তুষ্টি

	১ম সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	২য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	৩য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ
সেবা প্রদান ব্যবস্থায় সন্তুষ্টি				
অত্যন্ত সন্তুষ্ট	২২.০০	৩০.৩০	৩৫.৪৬	১৪.৪০
মোটামুটি সন্তুষ্ট	৬৩.০০	৬২.১২	৫৭.৬৭	৭২.৪০
অসন্তুষ্ট	১৫.০০	৭.৫৮	৬.৮৭	১৩.১০
পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ				
সৌজন্যমূলক	৮৮.৮০	৯১.৯	৯২.৮	৯১.৪০
অসৌজন্যমূলক	১১.২	৮.১	৭.২	৮.৬০
পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণে সন্তুষ্টি				
অত্যন্ত সন্তুষ্ট	১৯.৬০	৩৩.৬০	৩৮.৯০	৩৫.২০
মোটামুটি সন্তুষ্ট	৬৭.৩০	৬০.৮০	৫৩.০০	৬০.১০
অসন্তুষ্ট	১৩.১	৫.৫০	৪.৯০	৪.৮০
পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সেবা প্রদানে আগ্রহ				
সহযোগীতামূলক	৮৫.৩০	৯১.২০	৯২.৩০	৮৭.৮০
অসহযোগীতামূলক	১৪.৭০	৮.৮০	৭.৭০	১২.৩০
পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সেবা প্রদানে দক্ষতা				
দক্ষ	২৩.৫০	৩৪.৫০	৪৪.২০	৩৭.০০
মোটামুটি দক্ষ	৬৫.৭০	৬০.৬০	৫১.৭০	৫৬.৪০
তেমন দক্ষ নয়	১০.৮০	৪.৯০	৪.১০	৬.৬০

৫.২.৪ পৌর সেবা প্রাপ্তি ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরবাসীর অভিযোগ

পৌরসেবা প্রাপ্তি ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের হার পূর্বের তুলনায় কমেছে। বর্তমান প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ৩০ শতাংশ অভিযোগ দাখিল করেছেন যা পূর্বের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম। যারা অভিযোগ করেছেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রায় ৯৩ শতাংশ স্বশরীরে অভিযোগ দাখিল করেছেন এবং সর্বোচ্চ প্রায় ৪১ শতাংশ সরাসরি মেয়রের নিকট অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫২ শতাংশ পৌরবাসী মনে করেন গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে তাদের অভিযোগের সমাধান হয়েছিল যা পূর্বের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ কম। প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৪২.৬০ শতাংশ পৌরবাসীর পৌরসভা অভিযোগ প্রতিকার সেল সম্পর্কে ধারণা আছে যা পূর্বের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ কম। অন্যদিকে ৬৩.৯০ শতাংশ পৌরবাসী মনে করেন বর্তমান অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর যা পূর্বের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম।

সারণি ৫.৪: পৌর সেবা প্রাপ্তি সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তির অবস্থা

	১ম সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	২য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	৩য় সিটিজেন চার্টার রিপোর্ট কার্ড	প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ
অভিযোগ দাখিল				
হ্যাঁ	৩২.৬০	৪১.৭০	৪০.৩০	৩০.০০
না	৬৭.৪০	৫৮.৩০	৫৯.৭০	৭০.০০
অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া				
স্বশরীরে	৬৪.৯০	৭০.৪০	৬১.৬০	৯২.৬০
লিখিতভাবে	২৭.৭০	২৩.৬০	২৬.৩০	৫.৯০
টেলিফোনে	৭.৪০	৬.০০	১২.১০	১.৫০
কার নিকট অভিযোগ করেছিলেন				
মেয়র	২৩.৪০	২৭.৮০	৩২.৭০	৪০.৬০
কাউন্সিলর	৪১.৯০	৩৯.৬০	৩৭.০০	৩১.৯০
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৩২.৬০	২৩.৯০	১৯.১০	২৬.৩০
অভিযোগ সেল	২.১০	৮.৮০	১১.৩০	১.২০
গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে সমাধান হয়েছিল				
হ্যাঁ	৫৬.৩০	৭৮.৬০	৭৫.৬০	৫২.০০
না	৪৩.৭০	২১.৪০	২৪.৪০	৪৮.০০
অভিযোগ প্রতিকার সেল সম্পর্কে ধারণা				
হ্যাঁ	৫৬.৯০	৭২.৫০	৭৪.৭০	৪২.৬০
না	৪১.৮০	২৭.৪০	২৫.৩০	৫৭.৪০
বর্তমান অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর				
হ্যাঁ	৬৩.৭০	৭৮.৫০	৭৩.০০	৬৩.৯০
না	২৯.৯০	২১.৫০	২৭.০০	৩৬.১০

৫.৩ প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রভাব

৫.৩.১ রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণের প্রভাব

এলাকার উন্নয়নে রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম। অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে পরিবেশের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, আয় ও পণ্য পরিবহনে সুবিধা বেড়েছে। তাছাড়া চলাচল আগের চেয়ে সহজ হয়েছে এবং পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত নদী ওখালের দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশী (৬০ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন রাস্তা, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণের প্রভাব পড়েছে আবাসিক ও বাণিজ্যিক জমির মূল্য বৃদ্ধিতে। অন্যদিকে ৫১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। পণ্য পরিবহনে সময় ও অর্থ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এমন মনে করেন প্রায় ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা (চিত্র ৫.৬)।

চিত্র ৫.৬: রাস্তাঘাট/ ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণের প্রভাব

৫.৩.২ ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রভাব

প্রকল্প এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে নগরবাসী অনেক লাভবান হয়েছে। এর ফলে জলাবদ্ধতা হ্রাস পেয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। প্রায় ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন UGIIP-II প্রকল্পের ফলে এলাকার জলাবদ্ধতা হ্রাস পেয়েছে। আগের চেয়ে সহজে চলাচল করা যাচ্ছে বলে মনে করে ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা। দুর্গন্ধ হ্রাস পেয়েছে, বাসা-বাড়ি পরিষ্কার রাখা যাচ্ছে, রোগ-ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে এবং মশার উপদ্রব কমেছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৪৩, ৪১, ৩৭ ও ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা (চিত্র ৫.৭)।

চিত্র ৫.৭: ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রভাব

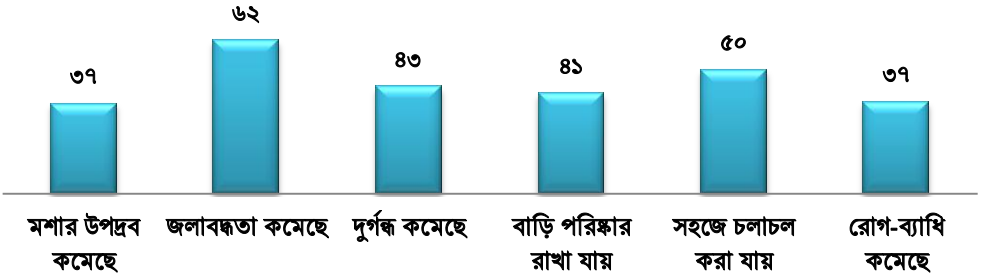

৫.৩.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রভাব

নগর জীবনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নগরবাসী একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তথা ডাস্টবিনে ময়লা ফেলছে। এর ফলে সামাজিক উন্নয়ন, শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ অনেক রোগ-ব্যাধি হ্রাস পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রায় ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে পরিবেশ উন্নত হয়েছে। অপরদিকে সমপরিমাণ (৮৯ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে দুর্গন্ধ হ্রাস পেয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে রোগ-জীবাণু হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন ৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা (চিত্র ৫.৮)।

চিত্র ৫.৮: বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রভাব

৫.৩.৪ পৌর এলাকায় পানির প্রাপ্যতা

নগরবাসীর দৈনন্দিন কাজের জন্য পানি আবশ্যক। পৌরবাসীর ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য নলকুপ থেকে পানি সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা গভীর নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করেন এবং মাত্র ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা পানি সংগ্রহ করেন পৌরসভার সরবরাহকৃত পাইপ লাইন থেকে অর্থাৎ তারা ট্যাপের পানি ব্যবহার করেন। পৌরসভার পানি সরবরাহ এবং পানির প্রাপ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন ট্যাপের পানি দিনের মধ্যে কয়েক ঘন্টা থাকে। দিনের বেশীরভাগ সময় পানি থাকে বলে মত প্রকাশ করেছেন ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা। অন্যদিকে ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন সবসময় ট্যাপে পানি থাকে (চিত্র ৫.৯)।

চিত্র ৫.৯: ট্যাপের পানির প্রাপ্যতা

৫.৩.৫ পৌরসভার সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পৌরসভার সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান নিয়ে ৬৫ শতাংশ পৌরবাসী সন্তুষ্ট । পৌরসভার সরবরাহকৃত পানির মান নিয়ে যারা অসন্তুষ্ট (৩৫ শতাংশ) তারা মনে করেন পৌরসভার সরবরাহকৃত পানি নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত, লবণাক্ত এবং পানিতে আর্সেনিক ও আয়রনের উপস্থিতি রয়েছে। সবচেয়ে বেশী (৫৪ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন পৌরসভার সরবরাহকৃত পানিতে আয়রনের উপস্থিতি রয়েছে। ৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন পৌরসভার সরবরাহকৃত পানি নোংরা। পৌরসভার সরবরাহকৃত পানি দুর্গন্ধযুক্ত, আর্সেনিকযুক্ত ও লবণাক্ত বলে মনে করেন যথাক্রমে ৩৯, ২৬ এবং ২১ শতাংশ উত্তরদাতা (চিত্র ৫.১০)।

চিত্র ৫.১০: পৌরসভার সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান

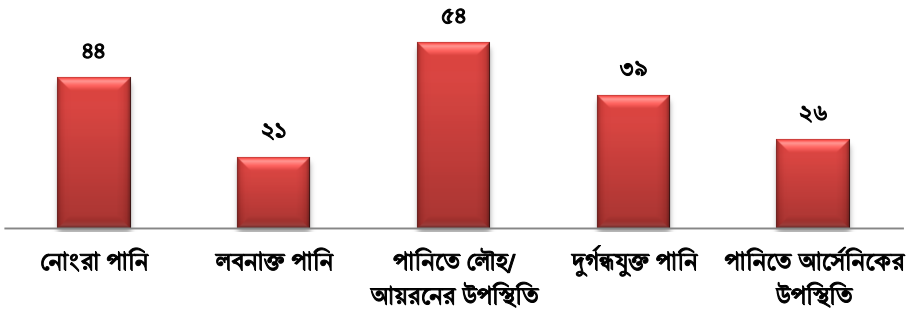

৫.৩.৬ পাবলিক টয়লেট নির্মাণের প্রভাব

পাবলিক টয়লেট নির্মাণের ফলে পরিবেশের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন হয়েছে। শহরের পরিষ্কার পরিছন্নতা বেড়েছে এবং দুর্গন্ধ হ্রাস পেয়েছে। প্রায় ৯৫ শতাংশ (৯৩%) উত্তরদাতা মনে করেন যে, পাবলিক টয়লেট থাকার কারণে মানুষ যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ করছে না। অপরদিকে, ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, পাবলিক টয়লেট থাকার ফলে শহর পরিষ্কার থাকছে। পাবলিক টয়লেট থাকার কারণে পরিবেশ উন্নত হয়েছে, দুর্গন্ধ কমেছে, এবং রোগ-জীবাণু কম হচ্ছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৬৯, ৭৩, ও ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা (চিত্র ৫.১১)।

চিত্র ৫.১১: পাবলিক টয়লেট নির্মাণের প্রভাব

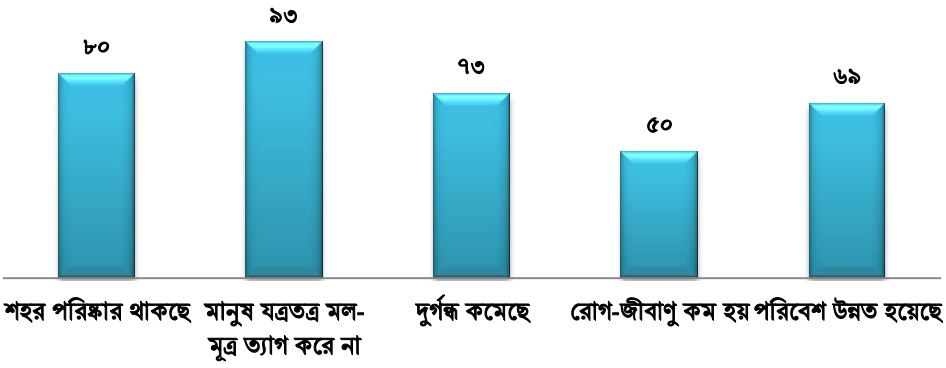

৫.৩.৭ পৌর পার্ক নির্মাণ বা পৌরসভার সৌন্দর্য্যবর্ধনের প্রভাব

পৌরসভায় পৌর পার্ক নির্মাণ বা পৌরসভার সৌন্দর্য্যবর্ধনের ফলে পৌরবাসী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন প্রভাব পড়ছে। প্রায় ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন পৌর এলাকায় বিনোদনের স্থান হয়েছে। অন্যদিকে ৬১.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন শহর সুন্দর হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে অর্ধেক (৫০.৫ শতাংশ) মনে করেন বাচ্চারা এখন আনন্দ করতে পারে। অপরদিকে, ৪১.৪ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং ২৭.১০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন পৌরসভার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৫.৫)।

সারণি ৫.৫: পৌর পার্ক নির্মাণ বা পৌরসভার সৌন্দর্য্যবর্ধনের প্রভাব

প্রভাবসমূহ	শতকরা
বিনোদন কেন্দ্র হয়েছে	৬৬.৪০
অবসর সময় কাটানোর স্থান হয়েছে	৪৭.৭০
বাচ্চারা আনন্দ করতে পারে	৫০.৫০
শহর সুন্দর হয়েছে	৬১.৭০
বাহির থেকে লোকজন দেখতে আসে	৪০.২০
পৌরসভার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে	২৭.১০
পরিবেশ উন্নত হয়েছে	৪১.১০
কেন্দ্রের আশে-পাশের জমির দাম বেড়েছে	২০.৬০

৫.৩.৮ পৌর মার্কেট এবং কাঁচাবাজার উন্নয়নের প্রভাব

পৌর মার্কেট এবং কাচাঁবাজার উন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান অনেকাংশে উন্নত হয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে । মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী (৭৩.৮ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন, বাজারের পরিবেশ উন্নত হয়েছে। পৌর মার্কেট এবং কাঁচাবাজার উন্নয়নের ফলে আগের চেয়ে ময়লা-কাঁদা কম হয় বলে মনে করেন ৬৭.৬ শতাংশ উত্তরদাতা। প্রায় তিন পঞ্চমাংশ (৬০.৭ শতাংশ) উত্তরদাতা মনে করেন মার্কেট ও বাজার উন্নয়নের ফলে দোকান-পাটের সংখ্যা বেড়েছে। অন্যদিকে ৪৭.৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং ৩৯.৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। (সারণি ৫.৬)।

সারণি ৫.৬: পৌর মার্কেট এবং কাঁচাবাজার উন্নয়নের প্রভাব

প্রভাবসমূহ	শতকরা
বাজারের পরিবেশ উন্নত হয়েছে	৭৩.৮০
ময়লা কাঁদা হয় না	৬৭.৬০
মার্কেটের জায়গা বেড়েছে	৪৪.১০
স্বাচ্ছন্দে কেনা কাটা করা যায়	৫৭.২০
দোকান পাট বেড়েছে	৬০.৭০
মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৭.৯০
মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৯.৩০
ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে	৩৩.১০

৫.৩.৯ বস্তি এলাকার কাজসমূহ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় বস্তি এলাকায় অনেক কাজ করা হয়েছে এবং বস্তি এলাকার অনেক উন্নতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশী উত্তরদাতা (৭৯ শতাংশ) মনে করেন বস্তি এলাকায় কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে বলে মনে করেন ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা। ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে বলে মনে করেন ৭৮ শতাংশ উত্তরদাতা। পানি সরবরাহ করা হয়েছে, ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়েছে, সড়ক বাতি লাগানো হয়েছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৪৪, ২৬ ও ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা (চিত্র ৫.১২)।

চিত্র ৫.১২: বস্তি এলাকায় সম্পাদিত কাজসমূহ

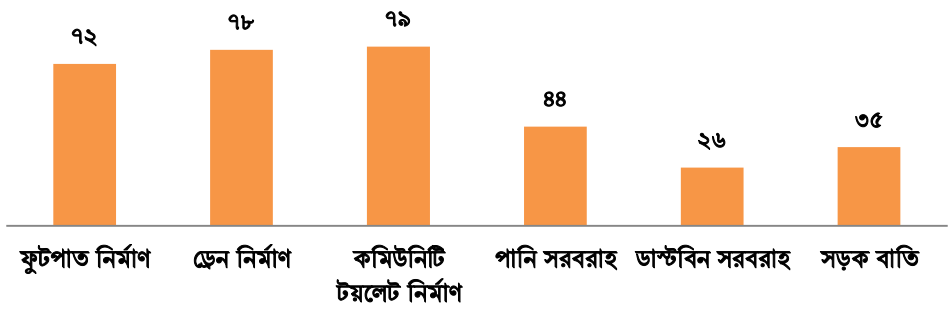

৫.৩.১০ বস্তিবাসীর প্রয়োজনে প্রকল্পের অবদান

বস্তিবাসীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামোগত উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের ফলে বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বস্তির পরিবেশ উন্নত করাসহ অনেক অবদান রাখা সম্ভব হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন বস্তিবাসীর জন্য প্রকল্পে গৃহীত কর্মকান্ড বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নে অনেক অবদান রাখছে। কিন্তু ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পের কর্মকান্ড তাদের জীবনমান উন্নয়নে সামান্য অবদান রাখছে (চিত্র ৫.১৩)।

চিত্র ৫.১৩: বস্তিবাসীদের প্রয়োজনে প্রকল্পের অবদান

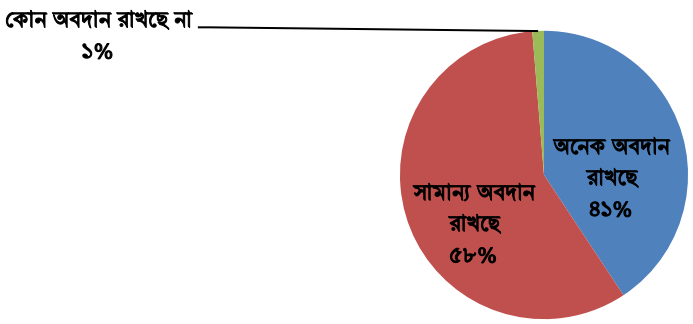

৫.৩.১১ বস্তিবাসীদের উপর সেবাসমূহের প্রভাব

বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বস্তির পরিবেশ উন্নত করা এবং বিভিন্ন সেবা প্রদান করা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এ প্রকল্প এসকল সেবা প্রদানে অনেকাংশেই সফলতা পেয়েছে। বস্তিবাসীদের উপর সেবাসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৮২.৮০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন বস্তির পরিবেশ উন্নত হয়েছে। তাছাড়া চলাচল সহজ হয়েছে বলে মনে করেন ৮০.১০ শতাংশ উত্তরদাতা। অপরদিকে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে,বাচ্চাদের স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়েছে, দুর্গন্ধ কমেছে, রোগ-জীবাণু কমেছে, অপরাধ কমেছে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫৪.৩, ৬৫.৬, ৫৪.৩, ৪৭.০, এবং ৩৫.৮ শতাংশ উত্তরদাতা।

সারণি ৫.৭: বস্তিবাসীদের উপর সেবাসমূহের প্রভাব

প্রভাবসমূহ	শতকরা
জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে	৫৪.৩০
বস্তির পরিবেশ উন্নত হয়েছে	৮২.৮০
চলাচল সহজ হয়েছে	৮০.১০
দুর্গন্ধ কমেছে	৬০.৯০
রোগ-জীবাণু কম হয়	৪৭.০০
অপরাধ কমেছে	৩৫.৮০
বাচ্চাদের স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়েছে	৬৫.৬০

৫.৪ পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা

৫.৪.১ পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল পৌরসভাসমূহের আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে পৌরসেবার মান উন্নয়ন করা। পৌরসভাসমূহের আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের একটি বড় সূচক হলো হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে সফলতা। পৌরসভাসমূহ থেকে প্রাপ্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় UGIIP-II প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকার প্রত্যেকটি পৌরসভায় জুন ২০০৮ এর তুলনায় জুন ২০১৩ তে অনেক বেশী পরিমাণ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে (সারণি ৫.৮)। কিন্তু ২০১৫ সালে প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর জুন ২০১৭ সালে ঝালকাঠি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হাজীগঞ্জ, শ্রীপুর, মির্জাপুর, গাইবান্ধা, বেনাপোল ও সুনামগঞ্জ পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মাঠ পর্যায়ের গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে পৌরসভাসমূহে UGIIP-II-এর মত কোন প্রকল্প না থাকা। এছাড়া কোন কোন পৌরসভায় ট্যাক্স আদায়ে নিয়োজিত কর্মীদের ট্যাক্স আদায়ে তৎপরতা কম থাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে পৌরসভার ডব্লিউএলসিসি এবং টিএলসিসি পূর্বের ন্যায় সক্রিয় না থাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার হ্রাস পেয়েছে। যার

ফলে পৌরসভাসমূহ পৌরবাসীকে যথাযথ সেবা প্রদানসহ নতুন কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারছে না। তবে বেনাপোল পৌরসভায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের উদ্যোগ কম থাকার কারণে UGIIP-III থাকার পরও হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হ্রাস পায়।

সারণি ৫.৮: নির্বাচিত পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়, জুন ২০০৮ হতে জুন ২০১৭

পৌরসভা	ট্যাক্স আদায়ের হার (শতকরা)			
	জুন ২০০৮	জুন ২০১০	জুন ২০১৩	জুন ২০১৭
ভোলা	৪৭.৩৭	৬৩.১৬.	৭২.৪২	৮০.৬৮
বরগুনা	৬৫.০০	৭২.০০	৯৪.০০	৯৪.০০
ঝালকাঠি	৪৮.৪১	৬০.৬৬	৯৭.০৭	৮৮.৯০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৩.৩৭	৪৯.৮৫	৯৩.১৩	৯১.৫৪
কক্সবাজার	২৭.৬৫	২০.৫৯	৬৪.৩৬	৮২.১৮
বান্দরবান	৫৮.২৩	৪৬.৮৪	৮৪.০৮	৮৬.৭১
হাজীগঞ্জ	৪১.০০	৫২.০০	৮১.০০	৭৯.০০
চৌমুহনী	২৭.০০	৩৫.০০	৪৯.০০	৯৫.০০
মাদারীপুর	৬৬.১৯	৬২.১৪	৭০.৩৭	৭৪.১৯
গোপালগঞ্জ	৬০.৫০	৬৭.০০	৭৪.৫০	৭৮.৫০
শ্রীপুর	৭৩.০০	৭১.৫০	৭৮.০০	৭৪.৫০
মির্জাপুর	৪৫.০০	৫০.০০	৯২.০০	৭৬.০০
জামালপুর	৭৩.৩৪	৭৩.৮৭	৭৭.৭২	৭৮.৩৭
নাটোর	৩.২৯	১০.৫৪	৮২.৪৩	৯৮.৬৮
গাইবান্ধা	৩০.৯৩	২৯.৪০	৮২.৯৩	৭৯.৫৩
দিনাজপুর	৪১.১১	৪৯.০৪	৪৬.৫৯	৬১.৬২
নীলফামারী	৬২.০০	৪৬.০০	৮৪.০০	৯০.০০
ঝিনাইদহ	৩৬.০২	৪.৫৬	৮৮.৫৮	৯০.৮৫
মাধবপুর	৪৬.৪২	৬৮.০৩	৮৩.২২	৮৫.৪৪
বেনাপোল	৩৬.০২	২৫.৭৩	৯৬.৭২	৮৫.৬৫
সুনামগঞ্জ	৬৭.২৯	৪৮.২৩	৮৭.২৯	৮২.৫৫

৫.৪.২ পৌরসভার নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের অন্যতম আরেকটি সূচক হলো নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়। পৌরসভাসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় UGIIP-II প্রকল্প নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে তেমন সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। সারণিতে ৫.৯ -তে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নীলফামারী, এবং বেনাপোল পৌরসভায় জুন ২০০৮ এর তুলনায় জুন ২০১৩ নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বেড়েছে। অন্যদিকে একই সময়ে বান্দরবান, মির্জাপুর ও গাইবান্ধা পৌরসভার নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার

হ্রাস পেয়েছে। মাদারীপুর, মির্জাপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, এবং বেনাপোল পৌরসভায় জুন ২০১৩ এর তুলনায় জুন ২০১৭-তে নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বেড়েছে। কিন্তু একই সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বান্দরবান পৌরসভায় নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হ্রাস পেয়েছে। গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পৌরসভাসমূহের নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার হ্রাস পাবার অন্যতম কারণ হচ্ছে পৌরসভায় UGIIP-II-এর মত কোন প্রকল্প না থাকায় পৌরসভায় কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। অপরদিকে পৌরসভার ডব্লিউএলসিসি এবং টিএলসিসি পূর্বের ন্যায় সক্রিয় না থাকায় নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে যে সকল পৌরসভাসমূহে নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়েছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স এবং বিভিন্ন হাট-বাজার বা জলমহলের ইজারার অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

সারণি ৫.৯: পৌরসভার নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

পৌরসভা	ট্যাক্স আদায়ের হার (শতকরা)			
	জুন ২০০৮	জুন ২০১০	জুন ২০১৩	জুন ২০১৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৮৫.৮৭	৬৬.৩৮	৯৬.৮৩	৯২.১৮
বান্দরবান	৭৬.১৬	৬৩.৭৩	৭৩.৪৫	৬১.১৩
মাদারীপুর	৫৯.১৭	৬২.১৪	৭০.৩৭	৭৪.১৯
মির্জাপুর	৯০.০০	৭৪.০০	৮০.০০	৯২.০০
গাইবান্ধা	১০৩.৬৮	১০২.০০	৮০.০০	১০৩.৬৮
নীলফামারী	৭৮.০০	৯৭.০০	৮৯.০০	৯০.৩০
বেনাপোল	৫২.২৭	৬১.৫৫	৯৫.৯২	১০১.১২

৫.৪.৩ পৌরসভার সেবা বিল পরিশোধ

পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো সেবা বিল পরিশোধ করতে পারার সক্ষমতা। নির্বাচিত পৌরসভা থেকে সেবা বিল পরিশোধ করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, UGIIP-II প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পৌরসভাসমূহ আর্থিকভাবে সক্ষম হয়েছে এবং তারা নিয়মিত সেবা বিল পরিশোধ করতে পারছে। জুন ২০১৩ সালে ৪টি পৌরসভা (ভোলা, বরগুনা, বান্দরবান, দিনাজপুর) ছাড়া সবকটি পৌরসভা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পেরেছে। একই সময়ে সবগুলো পৌরসভা শতভাগ টেলিফোন বিল পরিশোধ করতে পেরেছে। সেবা বিল পরিশোধ করতে পারার সক্ষমতা প্রকল্প শেষ হবার পরেও একই রকম রয়েছে (সারণি ৫.১০)।

সারণি ৫.১০: নির্বাচিত পৌরসভার সেবা বিল পরিশোধ করার অবস্থা

পৌরসভা	সেবা বিল	জুন ২০১৩			জুন ২০১৭		
		জুন পর্যন্ত বকেয়া ছিল	বকেয়ার বিপরীতে পরিশোধিত টাকা	পরিশোধের হার	জুন পর্যন্ত বকেয়া ছিল	বকেয়ার বিপরীতে পরিশোধিত টাকা	পরিশোধের হার
ভোলা	বিদ্যুৎ	৫,২৮০,৭০৫.০০	৪,৫২২,৫৫০.০০	৮৬.৬৪	১২,৭৭৩,৪২০.০০	১০,০৫৯,৮১৩.০০	৭৮.৭৬
	টেলিফোন	২৬৬৯৭.০০	২৬৬৯৭.০০	১০০.০০	৬২৪৯০.০০	৬২৪৯০.০০	১০০.০০
বরগুনা	বিদ্যুৎ	১৫,১৯,১১৪৩.০০	৭,৩৬,৯৪২৮.০০	৪৯.০০	৩৪,২৪,৫৮৫০.০০	১৫,৩১,১৯৫৬.০০	৪৮.০০
	টেলিফোন	২৫,১৭৯.০০	২৫,১৭৯.০০	১০০.০০	১৫,৯৯৮.০০	১৫,৯৯৮.০০	১০০.০০
ঝালকাঠি	বিদ্যুৎ	৫,১২০,৪৩৪.০০	৫,১২০,৪৩৪.০০	১০০.০০	৭,১৬৯,৯৯১.০০	৭,১৬৯,৯৯১.০০	১০০.০০
	টেলিফোন	২৫,৯১৯.০০	২৫,৯১৯.০০	১০০.০০	২৮৮৩১.০০	২৮,৮৩১.০০	১০০.০০
কক্সবাজার	বিদ্যুৎ	২,৬০০,৭৭৪.০০	২,৬০০,৭৭৪.০০	১০০.০০	৪০,৩৪,৩৪৪.০০	৪০,৩৪,৩৪৪.০০	১০০.০০
	টেলিফোন	১১,৬৯০.০০	১১৬৯০.০০	১০০.০০	২০,৩৬৭.০০	২০,৩৬৭.০০	১০০.০০
বান্দরবান	বিদ্যুৎ	২,৩০,৩৮৩৯.০০	২,১৬,৫৩৩২.০০	৯৩.৯৯	২,৪৮,৫২৬২.০০	২,১৬,৫৫৫৩.০০	৮৭.১৪
	টেলিফোন	৪০৪৩৫.০০	৪০,৪৩৫.০০	১০০.০০	৫৮৩৫৮.০০	৫৮৩৫৮.০০	১০০.০০
হাজিগঞ্জ	বিদ্যুৎ	৭,১৭,৩২৭.০০	৭,১৭,৩২৭.০০	১০০.০০	১৫,৫১,৯১৫.০০	১৫,৫১,৯১৫.০০	১০০.০০
	টেলিফোন	১,০২,০৬৯.০০	১,০২,০৬৯.০০	১০০.০০	১,৫৩,৯৬১.০০	১,৫৩,৯৬১.০০	১০০.০০
মাদারিপুর	বিদ্যুৎ	-	৬৩২৪২২.০০	-	-	৭০৩৬৫১৫.০০	১০০.০০
	টেলিফোন	৩৯৫৩৩৭.০০	৩৯৫৩৩৭.০০	১০০.০০	১৬০৩৩.০০	১৬০৩৩.০০	১০০.০০
মির্জাপুর	বিদ্যুৎ	৩০৮৭৬২.০০	৩০৮৭৬২.০০	১০০.০০	৩০৬৭৬১.০০	৩০৬৭৬১.০০	১০০.০০
	টেলিফোন	১৮৩০৯.০০	১৮৩০৯.০০	১০০.০০	২৩০৮.০০	২৩০৮.০০	১০০.০০
গাইবান্ধা	বিদ্যুৎ	১,৯৫,৩৫,৭৯৫.০০	১,৯৫,৩৫,৭৯৫.০০	১০০.০০	১,০১৫৪,৩৬৩.০০	১,০১৫৪,৩৬৩.০০	১০০.০০
	টেলিফোন	৩,৭৯,৬১০.০০	৩,৭৯,৬১০.০০	১০০.০০	২৮,০১৯.০০	২৮,০১৯.০০	১০০.০০
দিনাজপুর	বিদ্যুৎ	২,১৩,৪১,২৮৪.০০	৪,৮৩,১১৯.০০	২.২৬	৯,৫৩,৬৯,৫২২.০	১২,০৬১.০০	০.০১২৬
	টেলিফোন	১১৩৫৭.০০	১১৩৫৭.০০	১০০.০০	১২৬৩১.০০	১২৬৩১.০০	১০০.০০
নীলফামারি	বিদ্যুৎ	৫৮৬৬৫২৬.০০	৫৮৬৬৫২৬.০০	১০০.০০	১৫৬৩৮২১.০০	১৫০৭০১৩.০০	৯৬.৩৭
	টেলিফোন	৬০৪২০৯.০০	৬০৪২০৯.০০	১০০.০০	১৩৮৩৯.০০	১৩৮৩৯.০০	১০০.০০
বেনাপোল	বিদ্যুৎ	-	-	১০০.০০	বকেয়া নাই	-	-
	টেলিফোন	-	-	-	বকেয়া নাই	-	-
সুনামগঞ্জ	বিদ্যুৎ	-	২৬,০৮,৩২৭	-	-	৭,৭৩,৭২০	
	টেলিফোন	-	-		-	-	-

ষষ্ঠ অধ্যায়:
প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)-এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, স্থানীয় কর্মশালা এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) শনাক্ত করা হয়েছে। এই SWOT এর আলোকে ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

<table>
<tr><th>প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strength)</th><th>দুর্বল দিকসমূহ (Weakness)</th></tr>
<tr><td>● প্রকল্পের উন্নত ব্যবস্থাপনা;
● জনগণকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ;
● প্রকল্পের নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থা;
● প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা;
● পৌরসভার নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন।</td><td>● প্রকল্পের মেয়াদ কম;
● চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম;
● পৌরসভাসমূহে দক্ষ জনবলের স্বল্পতা;
● পৌরসভার অর্থনৈতিক দুর্বলতা;
● অর্থ সংকটের কারণে শূন্য পদে জনবল নিয়োগে পৌরসভার আগ্রহের ঘাটতি;
● পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব।</td></tr>
<tr><th>প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunity)</th><th>প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threat)</th></tr>
<tr><td>● জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
● নতুন শিল্প কারখানাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া;
● পৌরবাসী তথা দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া;
● পৌরসভা কর্তৃক সম্পাদিত পূর্বের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।</td><td>● ঠিকাদার সময়মত কাজ সম্পাদন না করা;
● প্রাকৃতিক দুর্যোগ;
● আর্থিক কারণে ভৌত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ থেমে যাওয়া;
● অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে পৌর ভূমি উদ্ধার করতে না পারা;
● ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা;
● নেতৃত্বের পরিবর্তন;
● মূদ্রাস্ফিতিজনিত কারণে দ্রব্যমূল্যের অনিয়ন্ত্রিত উর্ধ্বগতি।</td></tr>
</table>

সপ্তম অধ্যায়:
প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা

৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)-এর তিনটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্যগুলো হলো:- (১) পৌর সেবা প্রদানে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ; (২) নাগরিকদের প্রতি পৌরসভার দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ; এবং (৩) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও মৌলিক পৌরসেবার মান উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে যে সমস্ত কর্মকান্ড এই প্রকল্প হতে গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩.৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে, সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর সম্পাদিত প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন এবং প্রকল্পের Log Frame পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। নিম্নে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা হলো:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন	পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল
১. পৌরসেবা প্রদানে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ও প্রকল্প থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়ায় পৌরসভার ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে। পৌরসভার কার্যক্রমে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আর্থিক সক্ষমতা যেমন: হোল্ডিং ও নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পৌরসেবা প্রদানে পৌরসভার দক্ষতা বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।	অধিকাংশ পৌরসভার কোন বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ধরনের শ্লথ গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ এবং মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পৌর ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হওয়ার সাথে সাথে পৌরসভার কার্যক্রমে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে যে সকল পৌরসভায় UGIIP-III কার্যক্রম চলমান আছে তাদের সেবা প্রদানে আগ্রহ এবং সক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি প্রতীয়মান হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন	পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল
২. নাগরিকদের প্রতি পৌরসভার দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ	প্রকল্পের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দক্ষতা বৃদ্ধির শর্তাবলী (UGIAP) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত Town Level Coordination Committee (TLCC)-এর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। TLCC-তে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন পেশাজীবী সদস্য ছাড়াও অনগ্রসর পৌরবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ১/৩ ভাগ নারী ও ৭ (সাত) জন দরিদ্র প্রতিনিধি রয়েছেন। প্রকল্পভূক্ত পৌরসভায় বিভিন্ন TLCC সভায় ২৪,২৪৯ জন নাগরিক অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতি পৌরসভায় একটি Grievance Redress Cell (GRC) গঠিত হয়েছে যেখানে ২৪,৫০৬টি অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং পৌরসভা কর্তৃক ১৫৭৬৯টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া উন্মুক্ত বাজেট মিটিং-এর মাধ্যমে পৌর বাজেট প্রণয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। ফলে পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের কাছে তাদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে নির্বাচিত সকল পৌরসভায় সিবিও, ডব্লিউএলসিসি, টিএলসিসি-এর কার্যক্রম পাওয়া গেছে। তবে প্রকল্প পরবর্তী সময়ে এ সমস্ত কমিটির কার্যক্রমে এক ধরনের স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। পৌরসভা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনায় জানা যায় এ সমস্ত কমিটির সভায় উপস্থিতির হার প্রকল্প চলাকালীন সময়ের সময়ের থেকে হ্রাস পেয়েছে। কারণ হিসাবে জানা যায় পৌরসভায় বাজেট স্বল্পতার কারণে পৌরসভাসমূহ অধিকাংশ সময় এ সমস্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারেনা। ফলে কমিটির সদস্যরা সভায় উপস্থিত হতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।
৩. ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক পৌরসেবার	প্রতিটি প্রকল্পভূক্ত পৌরসভা তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক অবকাঠামো চাহিদা থেকে স্কীম নির্বাচন করে বাস্তবায়ন করেছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে ঐ সকল পৌরভাসমূহের অভ্যন্তরীণ সড়ক, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পৌর	প্রভাব মূল্যায়ন জরিপের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, জরিপকৃত পৌরসভাসমূহের অভ্যন্তরীণ সড়ক, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পৌর অবকাঠামো নির্মাণ হওয়ায় একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন	পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল
মান উন্নয়ন।	অবকাঠামো নির্মাণ হওয়ায় একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে বলে দেখা যায়। পিসিআর পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দরিদ্র এলাকায় উন্নয়নের জন্য মোট ১৯৫টি বস্তিতে ৫৮.৪৪ কি.মি. ফুটপাত, ২৬.০ কি.মি. ড্রেন, ৪৬৪৪টি কমিউনিটি টয়লেট, ৯৩৭টি টিউবওয়েল, ৮৯টি ডাষ্টবিন ও ৩৬৭টি সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প শুরুর সময় (২০০৯-১০) অর্থ-বছরে ৪৫.৪৬% গড় হারে মাত্র ২৯.৭৪ কোটি টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হয়েছিল। প্রকল্পের মেয়াদে ৮০% ট্যাক্স আদায়ের শর্ত থাকায় ও প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে ৮২.৭৪% গড় হারে ৬৫.৩৭ কোটি টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হয়েছে। কর বহির্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে মোট ৭১.৪৫ কোটি টাকা আদায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে ১৬৩.৪৯ কোটি দাড়িয়েছে। প্রকল্প চলাকালে পৌরসভাসমূহ তাদের দায় দেনা পরিশোধের শর্ত প্রতিপালন করেছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার নিজস্ব আয় কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ায় পৌরসভাসমূহ উন্নত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও পৌরসেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করতে পারছে।	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে পৌরসভাসমূহ হোল্ডিং ট্যাক্স এবং নন হোল্ডিং ট্যাক্স যে হারে আদায় করত তার হার দুই একটি পৌরসভাতে হ্রাস পেলেও সার্বিক অবস্থা একই রকম আছে। একমাত্র দিনাজপুর পৌরসভায় এই হার সবচেয়ে কম। প্রকল্প চলাকালে পৌরসভাসমূহ তাদের দায় দেনা পরিশোধের শর্ত প্রতিপালন করেছে এবং এখনও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কোন কোন পৌরসভায় নগরবাসী একদিনে বা দিনে দিনে তাঁর কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর সম্পাদিত প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে এটি প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে প্রকল্প দলিল বা Development Project

Proposal (DPP) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প দলিলে লগফ্রেম (Log Frame) থাকলেও অধিকাংশ সূচকে কোন সংখ্যাগত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা নেই। ফলে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে আলোচ্য প্রকল্পে উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।

৭.২ প্রকল্পের বহির্গমন পরিকল্পনা (Exit Plan)

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বহির্গমন (Exit) করার পূর্বে অবশ্যই দেখতে হবে যে, প্রকল্পটি কতটুকু টেকসই (Sustainable) এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে স্থানীয় উপকারভোগীদের জীবনে কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে কিনা? সেই প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক কারণে প্রকল্প পরবর্তী সময়ে অনেক পৌরসভা প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ড ধরে রাখতে পারছে না। ফলে বলা যায় প্রকল্পটি টেকসই করার ক্ষেত্রে এক ধরনের ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে যা পৌরবাসীর জীবনকে প্রভাবিত করছে।

সরকার স্বীকৃত এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য নীতি, আইন এবং বিধিমালা অনুসরণে করে UGIIP-II প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। পৌরসভায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পসমূহের মালিকানা পৌরসভার। পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও স্বাভাবিকভাবে পৌরসভাসমূহের উপর বর্তায়। এলজিইডি শুধুমাত্র প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং করেছে। জনস্বার্থে গৃহীত এই প্রকল্প থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পৌরসভার পিছিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা, পৌরসভা এ ধরনের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা এবং দায়িত্বের সাথে সম্পাদন করছে। অপরদিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভা পরিচালনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে পৌরসভাকেই উদ্যোগী হতে হবে। তাই আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এ ধরনের প্রকল্প চলমান রাখতে না পারলেও তাদের উচিত মনিটরিং ব্যবস্থার জোরদার করা, যাতে পৌরসভাসমূহ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ডসমূহ চালিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করে। পৌরসভাসমূহের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করে পৌর সেবা স্বাভাবিক রাখা। অধিকাংশ পৌরসভার নিজস্ব আয় কম থাকা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধ করে অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারী বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারলে পৌরবাসীর সেবা প্রদান পৌরসভাসমূহ যথাযথভাবে করতে পারবে। অপরদিকে পৌরসভার যে কোন পর্যায়ের উন্নয়নে পৌরসভা মাস্টার প্লান এবং ড্রেনেজ মাস্টার প্লান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। যে সকল পৌরসভায় এখনও পৌরসভা মাস্টার প্লান এবং ড্রেনেজ মাস্টার প্লান সম্পাদিত হয়নি সে সকল পৌরসভায় দ্রুত মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়:
সুপারিশমালা

পৌরসভা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং পৌরসভার মূল পরিসেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্পর্কিত সুপারিশ:

১. পৌরসভার নিজস্ব আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে কাঁচাবাজার, পৌর মার্কেট, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

২. পৌরকর্মীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আন্ত:বিভাগ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

৩. পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়রগণের পাশপাশি কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

৪. বস্তি এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করে আয়বর্ধক কর্মসূচীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; এবং

৫. প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার জনবলসহ অন্যান্যদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ফলে যে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্পে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

পৌরসেবা প্রদানে পৌরসভার দক্ষতা এবং নাগরিকদের প্রতি পৌরসভার দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ:

১. পৌরসেবা গ্রহণ এবং পৌরকর নিয়মিত পরিশোধের জন্য পৌরবাসীকে আরও সচেতন করার লক্ষ্যে জনসচেতনামূলক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন;

২. পৌর কর্মকান্ডে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌরসভা ও পৌরবাসীর মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা প্রয়োজন;

৩. পৌরসভায় বিদ্যমান সিবিও, ডব্লিউএলসিসি, টিএলসিসি-কে আরো কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন; এবং

৪. স্থানীয় পর্যায় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বজায় রাখার জন্য সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে পৌরবাসীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক পৌরসেবার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত সুপারিশ:

১. পৌরসভার সড়কসমূহের ট্রাফিক লোড অনুযায়ী সড়কের ডিজাইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন;

২. প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় নির্মিত ড্রেনেজ লাইনসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার রাখাসহ ড্রেনেজ লাইনে সলিড ওয়েস্ট ডাম্পিং রোধে পৌরসভাসমূহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

৩. পৌরসভাসমূহ Integrated এবং Comprehensive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R বা Reuse, Reduce এবং Recycle (পুন:ব্যবহার, হ্রাসকরণ এবং পুন:গঠন) নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪. রাস্তার দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য ঢাকনাযুক্ত ড্রেনসহ সড়ক নির্মাণ করতে হবে;

৫. পাহাড়, খাল, পুকুর বা ডোবার পাশে নির্মিত সড়কের স্থায়িত্বের জন্য অবশ্যই রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করতে হবে;

৬. বস্তি এলাকাসহ পৌর এলাকার স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করে টয়লেট এবং টিউবওয়েল নূন্যতম ১০ মিটার দূরে স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭. পৌরসভার স্যানিটেশন ব্যবস্থা যথাযথ রাখার জন্য পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;

৮. পৌরসভা এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামতের ফলে পৌরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রকল্পটি যে ভূমিকা রেখেছে তা দীর্ঘ মেয়াদে ধরে রাখতে এ সকল অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

৯. প্রকল্পটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত সকল কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগিদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন;

১০. যে সকল পৌরসভায় এখনও পৌরসভা মাস্টার প্লান এবং ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়নি সেখানে দ্রুত মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

১১. পৌর অবকাঠামো টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার মাষ্টার প্লান এবং ড্রেনেজ মাষ্টার প্লানকে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

প্রকল্প সংক্রান্ত ছবি

সড়ক নির্মাণ: কক্সবাজার পৌরসভা

কমিউনিটি টয়লেট: মির্জাপুর পৌরসভা

নারী কর্নার: বান্দরবান পৌরসভা

উঠান বৈঠক: বান্দরবান পৌরসভা

গ্রুপ ওয়ার্ক: কাউন্সিলরগণ স্থানীয় কর্মশালা, শ্রীপুর পৌরসভা

পৌরকর্মীর গ্রুপ ওয়ার্কের ফলাফল উপস্থাপন, শ্রীপুর পৌরসভা

দলগত আলোচনা: কাকনহাট পৌরসভা

অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাইনবোর্ড: কাকনহাট পৌরসভা

খানা জরিপ: নাটোর পৌরসভা

ডাম্পিং গ্রাউন্ড: বরগুনা পৌরসভা

সড়ক বাতি: বরগুনা পৌরসভা

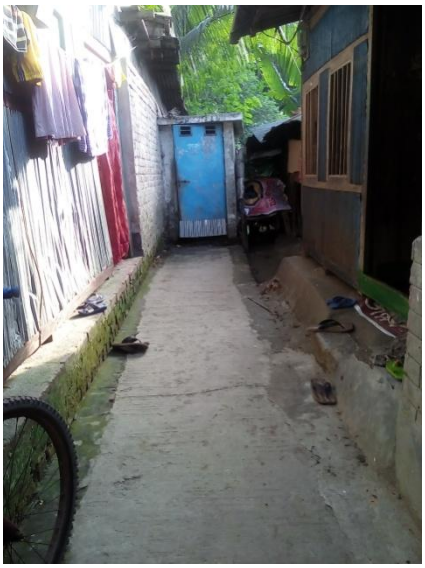

বস্তি এলাকায় কমিউনিটি টয়লেট ও ফুটপাত

ড্রেন: ঝিনাইদহ পৌরসভা

নাগরিক সনদ: জামালপুর পৌরসভা

নারী উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ

ভারী যানবাহন চলাচলে সড়ক ভেঙ্গে যাওয়া: জামালপুর পৌরসভা

কমিউনিটি সেন্টার: জামালপুর পৌরসভা

পৌর মার্কেট: নীলফামারী পৌরসভা

পৌর পার্ক: গাইবান্ধা পৌরসভা

কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল: : গাইবান্ধা পৌরসভা

পাবলিক টয়লেট: নীলফামারী পৌরসভা

মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ, মেয়র নীলফামারী পৌরসভা

পরিশিষ্ট: প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট

পরিশিষ্ট ১: খানা জরিপের প্রশ্নমালা

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) (UGIIP-II) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

তথ্যদাতার সম্মতি

আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর)(UGIIP-II) প্রকল্পের অর্জন ও ফলাফল এবং প্রভাব জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করছে। মূল্যায়ন জরিপের অংশ হিসাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই আলাপের জন্য এক ঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সঙ্গে আলাপের বিষয়সমূহ আমরা গোপন রাখব এবং আপনি যে তথ্য দিবেন তা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার সম্মতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই।

পৌরসভা:

A. সাধারণ তথ্য

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

মহল্লার নাম: ওয়ার্ড নম্বর:

১. উত্তরদাতার লিঙ্গ: ☐

কোড:১. নারী
২. পুরুষ
৩.তৃতীয় লিঙ্গ

২. উত্তরদাতার বয়স: ☐ বছর

৩. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা: ☐

৪. উত্তরদাতার পেশা: ☐

৫. উত্তরদাতা পৌরসভার স্থায়ী না অস্থায়ী বাসিন্দা? ☐

কোড:১. স্থায়ী
২. অস্থায়ী

৬. আপনি কত বছর যাবৎ উক্ত পৌরসভায় বসবাস করছেন? ☐

৭. উত্তরদাতা যে বাড়িতে অবস্থান করছেন সেই বাড়ির মালিকানার ধরন। ☐

কোড: ১. মালিক
২. ভাড়াটিয়া

B.পৌরসেবা প্রাপ্তি ও সেবা সংক্রান্ত

৮. আপনি বর্তমানে পৌরসভা থেকে কি কি সেবা পাচ্ছেন এবং প্রাপ্ত সেবাসমূহে আপনি কেমন সন্তুষ্ট?

সেবাসমূহ	কোড	সেবাসমূহ	কোড	সেবাসমূহ	কোড
১. রাস্তা/ সড়ক		৮.বাস/ ট্রাক স্ট্যান্ড		১৫.কবরস্থান	
২. সড়ক বাতি		৯. কাঁচা বাজার		১৬. সনদপত্র (নাগরিক/ জন্ম/ মৃত্যু/ বিবাহ)	
৩. ফুটপাত/ হাঁটা পথ		১০.বাজারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত স্থান		১৭. যানবাহনের লাইসেন্স	
৪. ড্রেইনেজ		১১. কসাই খানা		১৮. ব্যবসার লাইসেন্স (ট্রেড)	
৫. পানি সরবরাহ		১২. চিত্ত বিনোদন সুবিধা/ পার্ক		১৯. ভবন নির্মাণের অনুমোতি	
৬. স্যানিটেশন		১৩. নগরের সৌন্দর্যবর্ধন সুবিধা		২০. অভিযোগ মীমাংসা/ নিষ্পত্তি	
৭. আবর্জনা ব্যবস্থাপনা		১৪. কমিউনিটি সেন্টার		২১. হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ ও সংগ্রহ	

কোড:১. অত্যন্ত সন্তুষ্ট
২. মোটামুটি সন্তুষ্ট
৩. অসন্তুষ্ট
৪. সেবা বিদ্যমান নাই

৯. আপনি কি গত এক বছরে পৌরসভার কোন সেবা পাবার জন্য পৌরসভায় যোগাযোগ করেছিলেন? ☐

কোড:১. হ্যাঁ
২. না

১০. আপনি কি গত এক বছরে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য পৌরসভায় যোগাযোগ করেছিলেন?

সেবাসমূহ	হ্যাঁ/ না	না হলে কারণ	সেবাসমূহ	হ্যাঁ/ না	না হলে কারণ	সেবাসমূহ	হ্যাঁ/ না	না হলে কারণ
১. রাস্তা/ সড়ক			৮.বাস/ ট্রাক স্ট্যান্ড			১৫.কবরস্থান		
২. সড়ক বাতি			৯. কাঁচা বাজার			১৬. সনদপত্র (নাগরিক/ জন্ম/ মৃত্যু/ বিবাহ)		
৩. ফুটপাত/ হাঁটা পথ			১০.বাজারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত স্থান			১৭. যানবাহনের লাইসেন্স		
৪. ড্রেইনেজ			১১. কসাই খানা			১৮. ব্যবসার লাইসেন্স (ট্রেড)		
৫. পানি সরবরাহ			১২. চিত্ত বিনোদন সুবিধা/ পার্ক			১৯. ভবন নির্মাণের অনুমোতি		
৬. স্যানিটেশন			১৩. নগরের সৌন্দর্যবর্ধন সুবিধা			২০. অভিযোগ মীমাংসা/ নিষ্পত্তি		
৭. আবর্জনা ব্যবস্থাপনা			১৪. কমিউনিটি সেন্টার			২১. হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ ও সংগ্রহ		

কোড:১. হ্যাঁ
২. না

উত্তর না হলে কারণ
১. সচেতনতার অভাব
২. বিশ্বাস ও আস্থার অভাব
৩. সময়ের অভাব
৪. ঝামেলাপূর্ণ বিষয়
৫. প্রয়োজন হয়নি

১০.১ আপনি উপর্যুক্ত বিষয়ে কিভাবে যোগাযোগ করেছিলেন? ☐

কোড: ১. স্বশরীরে
২. লিখিতভাবে
৩. টেলিফোনে
৪. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখুন)

১০.২ যোগাযোগের ফলাফল কি হয়েছিল? ☐ উত্তর ১ হলে ১০.২.১ পূরণ করে ১১ নং প্রশ্নে চলে যান

১০.২.১/ ১০.২.২/ ১০.২.৩ ☐

কোড:		কোড:
১. সমাধান হয়েছে	১০.২.১ সমাধান কি পৌরসভার নির্ধারিত সময়ে হয়েছিল?	১. হ্যাঁ ২. না
২. অপেক্ষায় আছেন	১০.২.২ কতদিন ধরে অপেক্ষা করছেন?	১. ৭-১৫ দিন ২. ১৫-৩০ দিন ৩. ৩০ দিনের বেশি
৩. সমাধান হয় নাই	১০.২.৩ কারণ	১. প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবলের অভাব ২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অসহযোগিতা ৩. অতিরিক্ত টাকা প্রদান না করা

১১. পৌরসভার সামগ্রিক সেবা প্রদানের পদ্ধতি/ নিয়মাবলী সম্পর্কে আপনি কতটা সন্তুষ্ট? ☐

কোড:১. অত্যন্ত সন্তুষ্ট
২. মোটামুটি সন্তুষ্ট
৩. অসন্তুষ্ট
৪. সেবা বিদ্যমান নাই

C. পৌর সেবার সাথে জড়িত পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ

১২. সেবার জন্য যে কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তার আচার-আচরণ কেমন ছিল? ☐
কোড: ১. সৌজন্যমূলক
২. অসৌজন্যমূলক

১৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট? ☐
কোড:১. অত্যন্ত সন্তুষ্ট
২. মোটামুটি সন্তুষ্ট
৩. অসন্তুষ্ট

১৪. কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সেবা প্রদানে আগ্রহ কেমন ছিল? ☐
কোড: ১. সহযোগীতামূলক
২. অসহযোগীতামূলক

১৫. উক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী সেবা প্রদানে কতটা দক্ষ বলে আপনার মনে হয়েছিল? ☐
কোড: ১. দক্ষ
২. মোটমুটি দক্ষ
৩. তেমন দক্ষ নয়

D.পৌরসেবা প্রাপ্তি ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকবৃন্দের অভিযোগ

১৬. পৌরসেবা প্রাপ্তি ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকবৃন্দের অভিযোগ ☐
কোড: ১. হ্যাঁ
২. না

উত্তর ২ হলে ২০ নং প্রশ্নে চলে যান

১৭. কিভাবে অভিযোগ করেছিলেন? ☐
কোড:১. স্বশরীরে
২. লিখিতভাবে
৩. টেলিফোনে

১৮. কার নিকট অভিযোগ করেছিলেন?
কোড: ১. মেয়র
২. কাউন্সিলর
৩.সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
৪.অভিযোগ সেল

১৯. অভিযোগ কি গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে সমাধান হয়েছিল? ☐
কোড: ১. হ্যাঁ
২. না

E.পৌরসভার অভিযোগ প্রতিকার/ সংরক্ষণ পদ্ধতি

২০. আপনি কি পৌরসভার অভিযোগ প্রতিকার/ সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত আছেন? ☐
কোড: ১. হ্যাঁ
২. না

উত্তর না হলে ২৩ নং প্রশ্নে চলে যান

২১. উত্তর হ্যাঁ হলে, বর্তমান পদ্ধতি কি কার্যকরী বলে মনে করেন? ☐
কোড: ১. হ্যাঁ
২. না

২২. অভিযোগ সংরক্ষণ ও সমাধানে আপনার পরামর্শ কোনটি?

কোড: ১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা
২. ওয়ার্ড পর্যায়ে অভিযোগ করার সুযোগ রাখা
৩. অভিযোগ প্রতিকার/ সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা

২৩. পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে আপনার পরামর্শ কি কি?

ক.
খ.
গ.
ঘ.

F. UGIIP-IIপ্রকল্প সম্পর্কিত ধারনা

২৪. আপনি কি UGIIP-II প্রকল্পের নাম শুনেছেন? [ ]

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না **[উত্তর না হলে প্রকল্পের কয়েকটি কাজের উদাহরণ দিন]**

২৫. আপনি কি মনে করতে পারেন UGIIP-IIপ্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় কি কি কাজ হয়েছিল?

প্রকল্পের কাজ	কোড	প্রকল্পের কাজ	কোড	প্রকল্পের কাজ	কোড
১. সড়ক মেরামত		২. সড়ক প্রশস্তকরণ		৩. নতুন সড়ক নির্মাণ	
৪. সড়ক বিভাজন নির্মাণ		৫. ব্রিজ নির্মাণ		৬. কালভার্ট নির্মাণ	
৭. নৌ অবতারণ কেন্দ্র নির্মাণ		৮. ড্রেন নির্মাণ		৯. ড্রেন মেরামত	
১০. ডাস্টবিন বিতরণ		১১. আবর্জনা ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ		১২. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	
১৩. পানি সরবরাহ		১৪. পৌর মার্কেট উন্নয়ন		১৫. বাস/ ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	
১৬. সৌন্দর্য্যবর্ধন মূলক কাজ		১৭. পার্ক নির্মাণ		১৮. কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	
১৯. কাঁচা বাজারের উন্নয়ন		২০. জবাইখানার উন্নয়ন		২১. বস্তি উন্নয়ন	
২২. ফুটপাত নির্মাণ		২৩. ড্রেন নির্মাণ		২৪. কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	
২৫. পানি সরবরাহের		২৬. ডাস্টবিন সরবরাহ		২৭. সড়ক বাতি	

কোড:১. হ্যাঁ
২. না
৩. জানে না

২৬. UGIIP-II প্রকল্পের আওতায় রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণের ফলে আপনার এলাকায় কি কি পরিবর্তন হয়েছে? (একাধিক উত্তর)

কোড: ১. আবাসিক ও বাণিজ্যিক জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে
২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে
৩. ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে
৪. মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে
৫. মালামাল পরিবহনে সময় ও অর্থ কম লাগে
৬. পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে
৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------

G. ড্রেনেজ এবং বর্জ্য ব্যস্থাপনা

২৭. UGIIP-II প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় ড্রেনের কোন কাজ হয়েছে কি? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

উত্তর ১ না হলে ৩০ নং প্রশ্নে চলে যান

২৮. বর্ষা মৌসুমে আপনার এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা কেমন থাকে? ☐

কোড: ১. অতিরিক্ত পানি সড়ে যেতে পারে
২. ড্রেন উপচে ময়লা ও বৃষ্টির পানি রাস্তার উপর উঠে আসে
৩. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------

২৯. ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আপনার এলাকায় কি কি উপকার হয়েছে? (একাধিক উত্তর) ☐☐☐☐☐☐

কোড: ১. মশার উপদ্রব কমেছে
২. জলাবদ্ধতা কমেছে
৩. দুর্গন্ধ কমেছে
৪. বাড়ি পরিষ্কার রাখা যায়
৫. সহজে চলাচল করা যায়
৬. রোগ-ব্যধি কমেছে
৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------
৮. উপরের কোনটিই না

৩০. উক্ত প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় বর্জ্য (ময়লা-আবর্জনা) ব্যবস্থাপনার কোন কাজ হয়েছে কি? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

উত্তর ১ না হলে ৩৫ নং প্রশ্নে চলে যান

৩১. পৌরসভার ডাস্টবিনের ময়লা কি নিয়মিত অপসারণ করা হয়? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

৩২. UGIIP-II প্রকল্পের ফলে পৌরসভার বর্জ্য (ময়লা-আবর্জনা) ব্যবস্থাপনা এখন কেমন হয়েছে? ☐

কোড: ১. আগের থেকে উন্নত হয়েছে
২. একই রকম আছে
৩. আগের থেকে খারাপ হয়েছে
৮৮. বলতে পারে না
৯৯. প্রযোজ্য নয়

৩৩. পৌরসভার বর্জ্য (ময়লা-আবর্জনা) ব্যবস্থাপনা উন্নত হবার ফলে আপনাদের কি কি উপকার হচ্ছে?(একাধিক উত্তর) ☐☐☐☐

কোড: ১. পরিবেশ উন্নত হয়েছে
২. দুর্গন্ধ কমেছে
৩. রোগ-জীবাণু কম হয়
৮৮. বলতে পারে না

৩৪. পৌরসভার বর্জ্য (ময়লা-আবর্জনা) ব্যবস্থাপনায় আপনি কতটা সন্তুষ্ট? ☐

কোড: ১. অত্যন্ত সন্তুষ্ট
২. মোটামুটি সন্তুষ্ট
৩. অসন্তুষ্ট

H. পানি সরবরাহ

৩৫. দৈন্দিন খাবার পানির জন্য আপনি/ আপনার পরিবার কোথা থেকে পানি সংগ্রহ করেন? ☐

কোড: ১. পৌরসভার সরবরাহকৃত পানি (ট্যাপ) / নলকূপ
২. নলকূপ
৩. গভীল নলকূপ
৪. কুয়া
৫. পুকুর/নদী/খাল
৬. অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন ----------

উত্তর ১ না হলে ৪৩ নং প্রশ্নে চলে যান

৩৬. আপনি যদি ট্যাপের পানি ব্যবহার করেন, তবে তাতে দিনের কত সময় পানি পান? ☐

কোড: ১. সব সময়
২. দিনের বেশির ভাগ সময়
৩. দিনের মধ্যে কয়েক ঘন্টা
৪. অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন----------
৮৮. বলতে পারে না

৩৭. পৌরসভা থেকে পানি পেয়ে থাকলে তার গুণগত মান নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না

উত্তর ১ হলে ৪৩ প্রশ্নে চলে যান

৩৮. পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট না থাকলে তার কারণ কি কি? (একাধিক উত্তর) ☐☐ ☐☐ ☐☐

কোড: ১. নোংরা পানি
২. লবনাক্ত পানি
৩. পানিতে লৌহ/ আয়রনের উপস্থিতি
৪. দুর্গন্ধযুক্ত পানি
৫. পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি
৬. অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন----------

৩৯. পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি কি আপনার পরিবারের জন্য যথেষ্ট? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না

৪০. পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির জন্য আপনি কি নিয়মিত বিল পেয়ে থাকেন? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না

৪১. পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির জন্য আপনি কি নিয়মিত বিল পরিশোধ করেন? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না

৪২. পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি সেবায় আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট? ☐

কোড: ১. অত্যন্ত সন্তুষ্ট
২. মোটামুটি সন্তুষ্ট
৩. অসন্তুষ্ট

I. স্যানিটেশন/ পাবলিক টয়লেট

৪৩. UGIIP-II প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায়/ পৌরসভায় কোন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে কি? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

উত্তর ১ না হলে ৪৮ নং প্রশ্নে চলে যান

৪৪. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়ে থাকলে তা পৌরবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত কি না? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

৪৫. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়ে থাকলে সেখানে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে কি না? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

৪৬. এই প্রকল্পের আওতায় পাবলিক টয়লেট নির্মিত হবার ফলে আপনাদের কি কি উপকার হচ্ছে? (একাধিক উত্তর) ☐☐☐☐☐☐

কোড: ১. শহর পরিষ্কার থাকছে
২. মানুষ যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ করে না
৩. দুর্গন্ধ কমেছে
৪. রোগ-জীবাণু কম হয়
৫. পরিবেশ উন্নত হয়েছে

৪৭. পাবলিক টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে আপনি কতটা সন্তুষ্ট? ☐

কোড: ১. অত্যন্ত সন্তুষ্ট
২. মোটামুটি সন্তুষ্ট
৩. অসন্তুষ্ট

J. পৌর সুবিধাদি

৪৮. UGIIP-II প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায়/ পৌরসভায় পার্ক নির্মাণ বা পৌরসভার সৌন্দর্য্যবর্ধনের কাজ হয়েছে কি? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

উত্তর ১ হলে ৫০ নং প্রশ্নে চলে যান

৪৯. পৌর পার্ক নির্মাণ বা পৌরসভার সৌন্দর্য্যবর্ধনের ফলে আপনাদের কি কি সুবিধা হয়েছে? (একাধিক উত্তর) ☐☐☐☐☐☐

কোড: ১. বিনোদন কেন্দ্র হয়েছে
২. অবসর সময় কাটানোর স্থান হয়েছে
৩. বাচ্চারা আনন্দ করতে পারে
৪. শহর সুন্দর হয়েছে
৫. বাহির থেকে লোকজন দেখতে আসে
৬. পৌরসভার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে
৭. পরিবেশ উন্নত হয়েছে
৮. কেন্দ্রের আশে-পাশের জমির দাম বেড়েছে

৫০. এই প্রকল্পের আওতায় কোন মার্কেট বা কাঁচাবাজারের উন্নয়ন হয়েছে কি? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

উত্তর ১ না হলে ৫২ নং প্রশ্নে চলে যান

৫১. পৌর মার্কেট এবং কাঁচাবাজার উন্নয়নের ফলে কি কি উপকার হয়েছে? (একাধিক উত্তর)

কোড: ১. বাজারের পরিবেশ উন্নত হয়েছে
২. ময়লা কাদা হয় না
৩. মার্কেটের জায়গা বেড়েছে
৪. স্বাচ্ছন্দে কেনা কাটা করা যায়
৫. দোকান পাট বেড়েছে
৬. মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে
৭. মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে
৮. ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে

K. বস্তিবাসীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা

৫২. আপনার জানামতে UGIIP-II প্রকল্পের আওতায় বস্তিবাসীদের জন্য কোন কাজ হয়েছে কি?

কোড: ১. হ্যাঁ
২. না
৮৮. বলতে পারে না

উত্তর ২ বা ৮৮ হলে ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্ষাৎকার

৫৩. বস্তি এলাকায় কোন কাজ হয়ে থাকলে কি কি কাজ হয়েছে? (একাধিক উত্তর)

কোড: ১. ফুটপাত নির্মাণ
২. ড্রেন নির্মাণ
৩. কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ
৪. পানি সরবরাহের
৫. ডাস্টবিন সরবরাহ
৬. সড়ক বাতি
৭. অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন----------
৮৮. বলতে পারে না

৫৪. বস্তিবাসীদের জন্য গৃহীত উদ্যোগসমূহ তাদের প্রয়োজন পূরণে কতটা অবদান রাখছে?

কোড: ১. অনেক অবদান রাখছে
২. অল্প অবদান রাখছে
৩. কোন অবদান রাখছে না
৪. কাজে লাগে না

৫৫. বস্তিবাসীদের জন্য গৃহীত উদ্যোগসমূহের ফলে বস্তিবাসীর কি কি উপকার হয়েছে? (একাধিক উত্তর)

কোড: ১. জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে
২. বস্তির পরিবেশ উন্নত হয়েছে
৩. চলাচল সহজ হয়েছে
৪. দুর্গন্ধ কমেছে
৫. রোগ-জীবাণু কম হয়
৬. অপরাধ কমেছে
৭. বাচ্চাদের স্কুলে যাতায়ত সহজ হয়েছে
৮. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------

আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য ধন্যাবাদ।

পরিশিষ্ট ২: মূল তথ্যদাতার প্রশ্নমালা

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও সময়

উত্তরদাতার নাম:

পদবী: প্রতিষ্ঠান:

১. আপনি কি UGIIP-II প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন?
২. উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কতদিন এই প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন? কি হিসাবে জড়িত ছিলেন?
৩. উত্তর না হলে, কেন সম্পৃক্ত ছিলেন না?
৪. UGIIP-II প্রকল্পটি না থাকলে আপনার পৌরসভায় কি কি সমস্যা হত?
৫. আপনার পৌরসভায় কতটি সিবিও ছিল এবং বর্তমানে কতটি আছে?
৬. কতটি ওয়ার্ড কমিটি আছে?
৭. তারা কি নিয়মিত সভা করেন? করে থাকলে তারা কতদিন পরপর সভা করে থাকেন?
৮. টিএলসিসি কতটা কার্যকর আছে? তারা বর্তমানে কি কাজ করছে? কতদিন পরপর আপনারা সভা করেন?
৯. এই প্রকল্পের আওতায় আপনার পৌরসভায় কোন ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল কি? ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে কোন সমস্যা হয়েছিল কি? সমস্যাসমূহ কিভাবে সমাধান করেছিলেন?
১০. UGIIP-II প্রকল্পের সবল দিক কি কি ছিল?
১১. প্রকল্পের দুর্বল দিক কি কি ছিল?
১২. প্রকল্পের সম্ভাবনার জায়গাগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন?
১৩. এই প্রকল্পের ঝুঁকি কি কি ছিল বলে আপনি মনে করেন?
১৪. এই প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরবাসী এবং পৌরসভার জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবা গ্রহণ ও সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে? এই পরিবর্তন ধরে রাখতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
১৫. আপনার মতে প্রকল্পটি কার্যকর রাখতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
১৬. প্রকল্পটির আওতায় কি আপনি দেশে বা বিদেশে কোন প্রশিক্ষণ পয়েছেনে? পেয়ে থাকলে কিসের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?
১৭. এই প্রশিক্ষণ আপনি কি কাজে লাগাচ্ছেন এবং কতজনকে এই জ্ঞান বতিরণ করতে পরেছেনে?
১৮. প্রকল্পের উপযোগীতা, কার্যকরিতা/ ফলপ্রসুতা, বাজেট ও খরচ, স্থায়িত্ব এবং প্রভাব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?
১৯. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার সুপারিশ কি কি?
২০. এই প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি এমন কি করেন যা পূর্বে করতেন না?
২১. আপনার ভিন্ন মাত্রার কাজের ফলাফল কি?
২২. নতুনত্ব নিয়ে যে কাজ করেন তাতে পৌরবাসী এটাকে কি ভাবে দেখে?
২৩. UGIIP-II প্রকল্পটি শেষ হবার পর উক্ত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ড ধরে রাখার ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন?

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সাক্ষাৎকার শেষের সময়:

পরিশিষ্ট ৩: দলগত বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

তারিখ: সময়:
মহল্লার নাম: ওয়ার্ড নম্বর:
পৌরসভা:

উপস্থিতির তালিকা

ক্রম	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						
৬.						
৭.						
৮.						

সঞ্চালকের নাম: নোট গ্রহণকারীর নাম:

১. আপনারা কি UGIIP-II প্রকল্প সম্পর্কে জানেন বা মনে করতে পারেন কি?
২. আপনাদের এলাকায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি কাজ হয়েছিল?
৩. সড়ক তৈরী ও মেরামতের ফলে রাস্তা কি আগের থেকে প্রশস্ত হয়েছে? রাস্তার গুণগতমান এখন কেমন?
৪. রাস্তা ও ব্রীজ / কালভার্ট নির্মাণের ফলে এলাকাবাসী/ পৌরবাসীর কি কি সুবিধা হচ্ছে (যাতায়ত, পণ্য সরবরাহ, জমির মূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে)।
৫. প্রকল্পের আওতায় কোন ড্রেন নির্মাণ বা মেরামত করা হয়েছে কি না? হলে তার গুণগত মান কেমন ছিল?
৬. ড্রেন কি নিয়মিত পরিষ্কার ও মেরামত করা হয়? কে করে? কত দিন পরপর করে? না করলে কেন করে না?
৭. আপনাদের এলাকায় বর্ষাকালে ড্রেনের অবস্থা কেমন থাকে? জলাবদ্ধতা হয় কি?
৮. জলাবদ্ধতা হলে কি কারণে হয়? এর সাথে UGIIP-II প্রকল্পের কোন সম্পর্কে আছে কি না?
৯. ড্রেন ব্যবস্থা ভাল হওয়ার কারণ কি কি সুবিধা হয় (জলাবদ্ধতা হ্রাস, মশার উপদ্রব, দুর্গন্ধ ও রোগ-ব্যাধি হ্রাস, চলাচলে সুবিধা ইত্যাদি)।
১০. আপনাদের বাড়ীর ময়লা-আবর্জনা কেউ কি সংগ্রহ করে? করলে কে করে? তারা কি প্রতিদিন সংগ্রহ করে?
১১. ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহের জন্য কোন টাকা দিতে হয় হয়? হলে মাস পর্যন্ত কত টাকা?
১২. পৌরসভার ডাস্টবিনের ময়লা কি নিয়মিত অপসারণ করা হয়? পৌরসভার ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় আপনারা কতটুকু সন্তুষ্ট? ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনার উন্নতি হলে আপনাদের কি কি উপকার হয়েছে?
১৩. দৈনন্দিন প্রয়োজনে আপনারা কোথা থেকে পানি সংগ্রহ করেন?
১৪. আপনাদের কতজনের বাসা-বাড়িতে ট্যাপের (পৌরসভার পানি সরবরাহ) ব্যবস্থা আছে? ট্যাপের পানি ব্যবস্থা থাকলে দিনের কত সময়/ ঘন্টা পানি পান?
১৫. পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান কেমন?
১৬. পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির জন্য আপনি কি নিয়মিত বিল পেয়ে থাকেন? বিল কি নিয়মিত পরিশোধ করেন?
১৭. প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায়/ পৌরসভায় কোন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে কি? হয়ে থাকলে পাবলিক টয়লেটে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে কি?
১৮. পৌরবাসী কি পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করে? পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করে?

১৯. পাবলিক টয়লেট ব্যবহারে পৌরবাসী কতটুকু সন্তুষ্ট? সন্তুষ্ট না হলে কারণ কি?

২০. এই প্রকল্পের আওতায় আপনাদের পৌরসভায় কোন বাস/ ট্রাক টার্মিনাল, পার্ক, কাঁচাবাজার, কমিউনিটি সেন্টার, সড়ক বাতি, ইত্যাদিসহ বিভিন্ন সুবিধাদির জন্য কোন কাজ হয়েছে কি না?

২১. এই প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে আপনার এলাকায় কি কি পরিবর্তন হয়েছে?

২২. এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি?

২৩. পরিবেশের উপর এই প্রকল্পের প্রভাব কি?

২৪. নারীর ক্ষমতায়নে এই প্রকল্পের ভূমিকা কি ছিল?

২৫. এই প্রকল্পের ফলে দরিদ্র মানুষের কি কি সুবিধা হয়েছে?

২৬. বস্তিগুলোতে নাগরিক সেবার (ফুটপাত, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, ডাস্টবিন এবং সড়ক বাতি) অবস্থা কেমন? তাদের জীবনযাত্রায় এর প্রভাব কি?

২৭. এই প্রকল্প চালু হবার পর আপনারা কি পৌরসভা থেকে বেশি নাগরিক সেবা পাচ্ছেন?

২৮. আপনারা পৌরসভায় কি কি খাতে টাকা বা ট্যাক্স প্রদান করেন?

২৯. আপনারা কি হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়মিত প্রদান করেন? উত্তর হ্যাঁ/ না হলে কারণ কি?

৩০. পৌরসেবার সাথে জড়িত পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচারণে আপনারা কতটুকু সন্তুষ্ট?

৩১. পৌরসভার সেবার মান পূর্বের মত আছে না পরিবর্তন হয়েছে? কেন পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে করেন? তাদের আচরণ পরিবর্তনে এই প্রকল্পের ভূমিকা কি?

৩২. আপনাদের মধ্যে কেউ কি টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি, সিবিও, বস্তি উন্নয়ন কমিটি, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য আছেন? থাকলে কমিটিসমূহ পৌরসভা/ পৌরবাসীদের জন্য কি কাজ করে? এ সকল কাজ পৌরবাসীদের জন্য কোন উপকারে আসে কি না?

৩৩. এই প্রকল্পের কারণে পৌরসভার কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল পরিবর্তন হয়েছে? পৌরসভার আয় কি আগের থেকে বেড়েছে? পৌরসভা কি পৌরবাসীর প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ সন্তোষজনকভাবে প্রদান করতে পারে? পৌরসভার সার্বিক মান উন্নয়নে আপনাদের কোন পরামর্শ আছে কি?

৩৪. প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, এক, সুযোগ, ভয়/ শঙ্কা/ ঝুঁকি বিশ্লেষণ:

	অভ্যন্তরীণ	বাহ্যিক
ইতিবাচক	সবল দিকসমূহ:	সুযোগ:
নেতিবাচক	দুর্বল দিকসমূহ:	ভয়/ শঙ্কা/ ঝুঁকি

পরিশিষ্ট ৪: ক্রয়ের চেকলিস্ট

প্রকল্পের নাম: **পৌরসভা:**

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম				দরপত্রের ধরন	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্রের ধরন	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীর নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ
		জাতীয়	স্থানীয়	বাংলা	ইংরেজী											

পর্যবেক্ষণের বিষয় (টিক √ দিন)	**প্যাকেজ নং**
e-GP সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	
দরপত্রের জামানত ব্যাংক হতে যাচাই	
দরপত্রের জামানত ফেরৎ প্রদানের আবেদন	
দরপত্রের বাছাইয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদন	
কাজ সমাপ্তকরণের সনদ	

পরিশিষ্ট ৫: অবকাঠামোগত উন্নয়নের পর্যবেক্ষণ

(ড্রেন)

প্রকল্পের নাম: পৌরসভা:

প্যাকেজ নং	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা	শেষ প্রান্ত কার সাথে সংযুক্ত হয়েছে

(সড়ক)

প্রকল্পের নাম: পৌরসভা:

প্যাকেজ নং	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা

পাবলিক টয়লেট

প্রকল্পের নাম: পৌরসভা:

প্যাকেজ নং	আয়তন	চেম্বার সংখ্যা		কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	জনপ্রতি ব্যবহার খরচ	বর্তমান অবস্থা
		পুরুষ	মহিলা						
								পুরুষ: মহিলা:	

বাস টার্মিনাল

প্রকল্পের নাম: পৌরসভা:

প্যাকেজ নং	আয়তন	কাউন্টার সংখ্যা	দোকান সংখ্যা	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	কতটি বাস দাড়াতে পারে	মহিলাদের বসার পৃথক স্থান	শৌচাগার	বর্তমান অবস্থা

কিচেন মার্কেট

প্রকল্পের নাম: পৌরসভা:

প্যাকেজ নং	আয়তন	কত তলা বিশিষ্ট	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত	বর্তমান অবস্থা

বিনোদন পার্ক/ সৈন্দর্য্যবর্ধন মূলক কাজ

প্রকল্পের নাম: পৌরসভা:

প্যাকেজ নং	আয়তন	রাইড সংখ্যা	টেন্ডারের ধরন	টেন্ডার জমাদানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান অবস্থা

পরিশিষ্ট ৬: পৌরসভার সেবা ও সক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ

পৌরসভা:

১. UGIIP-II প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট কতটি বা কি পরিমাণ ড্রেন নির্মাণ / পুন:নির্মাণ/ মেরামত হয়েছে?

নতুন ড্রেন			**পুন:নির্মাণ/ মেরামত**		
মোট সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি	মোট সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি

২. ড্রেন নির্মাণ / পুন:নির্মাণ/ মেরামতের কারণ কি ছিল?

৩. জলাবদ্ধতা নিরসনে এর ভূমিকা কতটুকু ছিল?

৪. বর্তমানে ড্রেন কি পূর্বের মত ভূমিকা পালন করছে?

সড়ক নির্মাণ / পুন:নির্মাণ/ মেরামত

নতুন সড়ক			পুন:নির্মাণ/ মেরামত		
মোট সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি	মোট সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য	অগ্রগতি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

প্রশিক্ষণের নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রদানকারী সংস্থা	অবস্থান	প্রশিক্ষণের নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রদানকারী সংস্থা

পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা

পৌরসভা:

পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

হোল্ডিং-এর ধরন	জুন ২০০৮				জুন ২০১০				জুন২০১৩				জুন ২০১৭			
	ট্যাক্সের আওতায় হোল্ডিং সংখ্যা	মোট প্রদেয় করের টাকা	আদায়কৃত টাকা	আদায়ের হার	ট্যাক্সের আওতায় হোল্ডিং সংখ্যা	মোট প্রদেয় করের টাকা	আদায়কৃত টাকা	আদায়ের হার	ট্যাক্সের আওতায় হোল্ডিং সংখ্যা	মোট প্রদেয় করের টাকা	আদায়কৃত টাকা	আদায়ের হার	ট্যাক্সের আওতায় হোল্ডিং সংখ্যা	মোট প্রদেয় করের টাকা	আদায়কৃত টাকা	আদায়ের হার
সরকারি																
বেসরকারি																
মোট																

নন হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

জুন ২০০৮				জুন ২০১০				জুন২০১৩				জুন ২০১৭			
ট্যাক্সের হোল্ডিং সংখ্যা	মোট প্রদেয় করের টাকা	আদায়কৃত টাকা	আদায়ের হার	ট্যাক্সের হোল্ডিং সংখ্যা	মোট প্রদেয় করের টাকা	আদায়কৃত টাকা	আদায়ের হার	ট্যাক্সের হোল্ডিং সংখ্যা	মোট প্রদেয় করের টাকা	আদায়কৃত টাকা	আদায়ের হার	ট্যাক্সের হোল্ডিং সংখ্যা	মোট প্রদেয় করের টাকা	আদায়কৃত টাকা	আদায়ের হার

সেবা বিলপরিশোধ

সেবা বিল	জুন ২০০৮			জুন ২০১০			জুন২০১৩			জুন ২০১৭		
	জুন পর্যন্ত বকেয়া ছিল	বকেয়ার বিপরিতে পরিশোধীত টাকা	পরিশোধের হার	জুন পর্যন্ত বকেয়া ছিল	বকেয়ার বিপরিতে পরিশোধীত টাকা	পরিশোধের হার	জুন পর্যন্ত বকেয়া ছিল	বকেয়ার বিপরিতে পরিশোধীত টাকা	পরিশোধের হার	জুন পর্যন্ত বকেয়া ছিল	বকেয়ার বিপরিতে পরিশোধীত টাকা	পরিশোধের হার
বিদ্যুৎ												
টেলিফোন												

পরিশিষ্ট ৭: পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সেবা প্রদান সংক্রান্ত চেকলিস্ট

পৌরসভা:

ক্রম	এলাকা (Area)	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	টিক (√) দিন	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য
১.	**নগর পরিবহন (Municipal Transport)**	সড়ক পুর্নবাসন			
২.		সড়ক প্রশস্তকরণ			
৩.		নতুন সড়ক নির্মাণ			
৪.		সড়ক বিভাজন নির্মাণ			
৫.		ব্রিজ নির্মাণ			
৬.		কালভার্ট নির্মাণ			
৭.		নৌ অবতারণ কেন্দ্র নির্মাণ			
৮.		ট্রাফিক সরঞ্জাম ক্রয়			
৯.	**ড্রেনেজ**	ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন			
১০.		ড্রেন নির্মাণ			
১১.		ড্রেন পুনর্বাসন			
১২.	**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**	ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ			
১৩.		বর্জ্য পুনঃব্যবহার প্লান্ট নির্মাণ			
১৪.		ডাস্টবিন বিতরণ			
১৫.		ডাম্পিং গ্রাউন্ড অথবা ল্যান্ড ফিল সাইট উন্নয়ন			
১৬.	**পানি সরবরাহ**	পাইপ লাইন সঞ্চালন/ স্থাপন			
১৭.		উৎপাদক নলকূপ/ টিউবওয়েল স্থাপন			
১৮.		হস্ত চালিত নলকূপ/ টিউবওয়েল স্থাপন			
১৯.	**স্যানিটেশন**	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ			
২০.	**পৌর সুবিধাদি**	বাস টার্মিনাল নির্মাণ			
২১.		ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ			
২২.		পার্ক নির্মাণ			
২৩.		পার্কিং এলাকার উন্নয়ন			
২৪.		কাঁচা বাজারের উন্নয়ন			
২৫.		পৌর মার্কেট উন্নয়ন			
২৬.		জবাইখানার উন্নয়ন			
২৭.		সৌন্দর্য্যবর্ধন মূলক কাজ			
২৮.		কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ			
২৯.	**বস্তিতে মৌলিক পৌরসেবা**	বস্তি উন্নয়ন			
৩০.		ফুটপাত নির্মাণ			
৩১.		ড্রেন নির্মাণ			
৩২.		কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ			
৩৩.		হাত টিউবওয়েল স্থাপন			
৩৪.		পানি সরবরাহের লাইন			
৩৫.		ডাস্টবিন সরবরাহ			
৩৬.		সড়ক বাতি			

নোট: যে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে সেখানে টিক (√) দিন

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর:

পরিশিষ্ট ৮: পৌরসভার পরিচালন এবং সক্ষমতা উন্নয়ন সংক্রান্ত চেকলিস্ট

পৌরসভা:

তথ্য প্রদানকারীর নাম:

ক্রম	এলাকা (Area)	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	টিক (√) দিন
১.	**পৌরবাসীর সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**	টিএলসিসি গঠন	
২.		ডব্লিউএলসিসি গঠন	
৩.		সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন	
৪.		অভিযোগ প্রতিকারসেল গঠন	
৫.	**নগর পরিকল্পনার উন্নয়ন**	‘ক’ শ্রেণীর পৌরসভায় নগর পরিকল্পনাবিদের নিয়োগ	
৬.		পৌর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	
৭.		বেজ ম্যাপ এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন	
৮.		বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	
৯.	**নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**	টিএলসিসি-তে নারীর অংশগ্রহণ	
১০.		ডব্লিউএলসিসি-তে নারীর অংশগ্রহণ	
১১.		প্রকল্প জেন্ডার একশন প্লান বাস্তবায়ন	
১২.		নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন	
১৩.	**নগর দরিদ্রদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**	টিএলসিসি-তে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ	
১৪.		ডব্লিউএলসিসি-তে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ	
১৫.		দারিদ্র্য বিমোচন কর্ম পরিকল্পনাপ্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	
১৬.		বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন	
১৭.	**পৌরসভার আর্থিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার উন্নয়ণ**	অন্তরবর্তীকালীন গৃহ কর (Holding Tax) নির্ধারণ	
১৮.		কর আদায় কম্পিউটারে সংরক্ষণ	
১৯.		গৃহ কর (Holding Tax) প্রতি বছর নূন্যতম ১০% বৃদ্ধি করা	
২০.		প্রতি বছর দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ করা	
২১.	**প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি**	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনাপ্রণয়ন	
২২.		প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভা থেকে কোয়ার্টারলি রিপোর্ট প্রণয়ন	
২৩.		নাগরিক সনদ	
২৪.		জনসংযোগ সেল গঠন	
২৫.		অভিযোগ বক্স	

পরিশিষ্ট ৯: কেইস স্টাডি

বান্দরবান পৌরসভা

সৌন্দর্য্যের অন্যতম লীলাভূমি বান্দরবান পৌরসভা। এই পৌরসভা ইতোমধ্যে পর্যটন নগরী হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসের ৩ তারিখে পৌরসভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালের ২১ এপ্রিলে পৌরসভাটি "ক" শ্রেণীর পৌরসভা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে পৌরসভার আয়তন ২৫.৮৮ বর্গ কি.মি.। ওয়ার্ড সংখ্যা ৯টি। পৌরসভাটিতে ৬২৮৭টি হোল্ডিং রয়েছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ হিসাবে বর্তমানে পৌরসভার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এখানে ১১টি নৃগোষ্ঠীর জনগণ বসবাস করে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত পৌরসভায় ২৭৫০ টি ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এখানে একটি সরকারী, একটি বেসরকারী হাসপাতাল রয়েছে। ২টি বেসরকারী ক্লিনিক রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে মোট ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ৯টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৪টি সরকারী কলেজ রয়েছে। মাদ্রাসা রয়েছে ৭টি। শিক্ষায় অগ্রসর এই পৌরসভায় ৫টি লাইব্রেরী রয়েছে। ইতোমধ্যে বান্দারবান পৌরসভায় বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পৌরসভাটিতে ৩টি বাস টার্মিনাল রয়েছে।

বান্দরবান পৌর ভবন

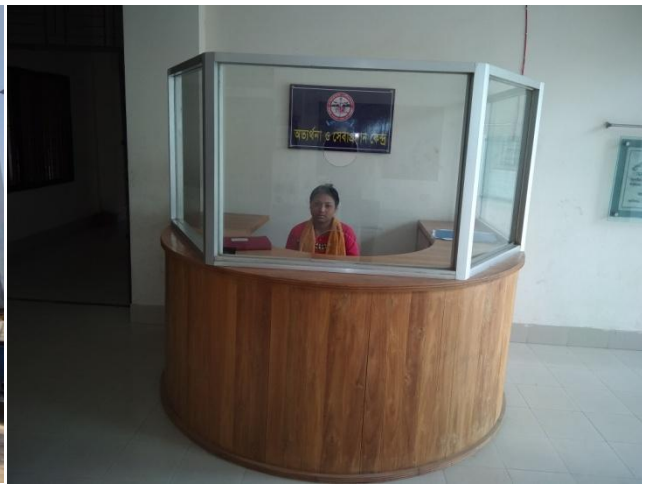

অভ্যর্থনা ও সেবা কেন্দ্র

পৌরভবনে প্রবেশের মুখে তথ্য কেন্দ্র ও অভ্যর্থনা বুথ রয়েছে। এই বুথ থেকে পৌরসভা এবং পৌরসভার সেবা সংক্রান্ত সকল তথ্য পাওয়া যায়। সেই সাথে কোন শাখা কোন কক্ষে সেবা প্রদান করে তার তথ্য এখান থেকে পাওয়া যায়। পৌরভবনের নীচতলায় অভ্যর্থনার পাশে নারীদের জন্য একটি নারী কর্নার রয়েছে। নারী তার যে কোন তথ্য এবং প্রয়োজনবোধে এখানে সে অবস্থান করতে পারেন। পৌরবাসীর বিরোধ মিমাংসার তথ্য পৌরসভার মেয়রের নেতৃত্বে একটি "পৌর মিমাংসা বোর্ড" রয়েছে। পৌরবাসী থানা বা আদালতে না গিয়ে অনেক বিরোধ পৌর মিমাংসা বোর্ডের মাধ্যমে সমাধান করে থাকে। এই বিচার ব্যবস্থায় পৌরবাসীর যথেষ্ট আস্থা রয়েছে।

অন্যান্য পৌরসভা যে সকল সেবা প্রদান করে থাকে বান্দরবান পৌরসভা সে সকল সেবা প্রদানের পাশাপাশি বাড়তি একটি সেবা বিদ্যমান রয়েছে। সেবাটি হচ্ছে এ্যাম্বুলেন্স সেবা। দরিদ্র ব্যাক্তিদের জন্য পৌর এলাকার মধ্যে বিনামূল্যে পৌরসভা এই

সেবা প্রদান করে থাকে। তবে রোগীকে চট্রগ্রামের হাসপাতালে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এই এ্যাম্বুলেন্স সেবার জন্য ২২০০ টাকা প্রদান করতে হয়।

পৌর মিমাংসা বোর্ডে মেয়র, কাউন্সিলর এবং নির্বাহী প্রকৌশলী

পৌরসভার নিজস্ব এ্যাম্বুলেন্স

পাহাড়ঘেরা পৌরসভাটিতে UGIIP-II প্রকল্পের আওতায় ৩টি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ১,৩৬২ কি.মি.। ৩টি ড্রেন মেরামত করা হয়েছে,যার দৈর্ঘ্য ১৩১ মি.। ড্রেনসমূহের ১০০% ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই নির্মাণ এবং পুন:নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করে জলাবদ্ধতা নিরসন করা। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ড্রেন সমূহ সচল রয়েছে। এ্ই প্রকল্পের আওতায় ৯টি সড়ক নির্মিত হয় যার দৈর্ঘ্য ১৮৪২ মি.। মেরামত বা পুন:নির্মাণ করা হয় ৭টি যার দৈর্ঘ্য ৪২৭১ মি.। উক্ত সড়কসমূহের কাজ ১০০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। তবে কাজ চলাকালীন সময়ে ঠিকাদারগণের অসহযোগীতার কারনে কাজটি সমাপ্ত হতে বিলম্ব ঘটে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় পিপি আর যথাযথভাবে প্রতিপালিত করা হয়েছে। তবে ঐ সময়কালে ইজিপি কার্যক্রম চালু ছিল না। পৌরসভায় দুটি সড়ক পর্যবেক্ষণ করা হয় এতে সড়ক দেখা যায় একটি সড়কের দৈর্ঘ্য ৫৮৬ মি.এবং প্রস্থ ৩ মি.। সড়কটি হর্টিকালচার হতে বালাঘাটের সিকদার পাড়া পর্যন্ত। কাজটি করা হয় ২৪ জানুয়ারী ২০১৪ সালে এবং শেষ হয় ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে। সড়কটির সরকার অনুমোদিত ব্যয় ছিল ২৮,৫৪,৫৬৮.২৪ কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ২৮,৪৫,৯৭৭.২৪ টাকা। সড়কটি পুর্নবাসন করা হয়েছে। পূর্বে বিসি ছিল এটিকে বিটুমিনাস পেভমেন্ট করা হয়েছে। অপরদিকে বালাঘাঠীর ইখাসাপাড়া হতে পানিছড়া খাল পর্যন্ত সড়কটি আরসিসি করা হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ২৫০ মি.এবং প্রস্থ ৩ মি.। কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসের ১ তারিখে এবং শেষ হয় একই বছরের অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে। অনুমোদিত ব্যয় ছিল ২২৮২৫৮৭.০০ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয় ২৪১৯৫৪২.২২ টাকা। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সড়কটির বর্তমান অবস্থা ভাল রয়েছে।

পৌরসভাটিতে UGIIP-II এর আওতায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পৌরসভা পরিচালনে যে কয়টি (২৫টি) সূচক রয়েছে তার প্রায় সবকটি তারা প্রতিপালন করছে। কেবলমাত্র পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ করা হয়নি এবং প্রতি বছরের দায় পূর্নাঙ্গভাবে পরিশোধ করা হয়নি।

পর্যটন নগরী হবার সুবাদে পৌর কর্তৃপক্ষ যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশী মুখোমুখি হন তা হচ্ছে আকস্মিক পর্যটকদের আগমন। বিশেষ দিনে বা উৎসবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এত সংখ্যক পর্যটকদের রাত্রী যাপনের সুবন্দবস্ত এই নগরীতে না থাকায় পর্যটকেরা উন্মুক্ত স্থানে রাত্রী যাপন করে। পৌরসভা এই পর্যটকদের জন্য পৌরসভা খুলে দেন যাতে তারা শৌচকর্ম সম্পাদনসহ এমনকি তারা বিশ্রাম নিতে পারেন। শঙ্খ নদীর ব্রিজের উপর এবং বান্দরবান বাজারে মার্কেটগুলোর সামনে তারা বসে রাত্রি পার করেন। পৌর মেয়র এই বিশাল সংখ্যক পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সড়ক বাতিসহ বিশেষ বাতির ব্যবস্থা এবং খাবার পানির ব্যবস্থা করে থাকেন। পৌর মেয়রের সাথে আলাপ করে জানা যায় তিনি রাতে পৌর এলাকায় ঘুরে বেড়ান এবং পৌরবাসীর সাথে নানা বিষয়ে এবং তাদের সমস্যার সমাধানের উপায় নিয়ে কথা বলেন। পৌরসভার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের নিজস্ব আয়ের উৎস খুবই সীমিত। পৌরসভায় কোন পৌর টার্মিনাল নেই। কাচাঁবাজার বা পৌর মার্কেট নেই। যে বাজার বা জলমহাল রয়েছে তা ইজারা প্রদান করে বাজার ফান্ড সংস্থা যা জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারাই হাটবাজার ইজারা প্রদান করে। পৌরসভায় মাত্র ৩টি রেষ্ট হাউস রয়েছে যা জেলা পর্যায়ের জমি লিজ নিয়ে ভবন নির্মাণ করে ৫০:৫০ অংশে পরিচালনা করছে।

পৌরসভার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেন্স হচ্ছে- ক) নিজস্ব অর্থে পৌরসভা পরিচালনা; খ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ; গ) পরিবেশ সংরক্ষণ; ঘ) পাহাড় কাটা বন্ধ করা; ঙ) পাহাড় ধ্বস থেকে জানমাল রক্ষা করা; চ) পৌরসভার স্যানিটেশন বজায় রাখা; এবং ছ) অবকাঠামোগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।

UGIIP-II প্রকল্পের ফলে পৌর এলাকার যে সকল প্রভাব দেখা যায় তা হচ্ছে, আবাসিক ও বাণিজ্যিক জমির মূল্য বৃদ্ধি। নাগরিক সুবিধার সহজ প্রাপ্তি। পৌরসভার কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। পৌরসভার সকল প্রকার অর্থ আদায় ব্যাংকের মাধ্যমে করে থাকে। নারী উন্নয়নে পৌরসভার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নারীদের জন্য পৌরসভায় একটি হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এখানে সেলাই এবং বাশঁ-বেতের কাজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৮ সালে স্বাবলম্বী নারী পুরষ্কার লাভ করেন প্রসংসিং নামে একজন নারী।

পৌর সেবা নিতে আসা জনৈক পৌরবাসী

সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)

সভাপতি	: জনাব মো: আনিছুর রহমান, মেয়র, শ্রীপুর পৌরসভা
স্থান	: উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, শ্রীপুর, গাজীপুর
তারিখ	: ২৬ এপ্রিল ২০১৮
আয়োজনে	: আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অধুনা বাংলাদেশ লি:
সহযোগীতায়	: শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর

অনুষ্ঠানসূচি

১০.০০-১০.৩০	রেজিস্ট্রেশন
১০.৩০-১০.৩৫	অতিথিদের আসন গ্রহণ
১০.৩৫-১০.৪৫	স্বাগত বক্তব্য, জনাব লিয়াকত মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী, শ্রীপুর পৌরসভা
১০.৪৫-১১.০০	কর্মশালা সম্পর্কিত বক্তব্য, জনাব সুজন চন্দ্র ভৌমিক, সহকারী পরিচালক, স্থানীয় সরকার সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১১.০০-১১.২০	কর্মশালার কার্যক্রম উপস্থাপন, জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, টিম লিডার, UGIIP-II
১১.২০- ১১.৩০	দল গঠন ও কাজ বিতরণ
১১.৩০-১২.৩০	দলগত কাজ
১২.৩০-০১.৩০	দলগত উপস্থাপনা
০১.৩০-০১.৪০	ধন্যবাদ জ্ঞাপন, জনাব হাসান মোহাম্মাদ তিতু, ডেপুটি টিম লিডার, UGIIP-II এবং পরিচালক, অধুনা বাংলাদেশ লি:
০১.৪০-০২.০০	সভাপতির বক্তব্য, জনাব মো: আনিছুর রহমান, মেয়র, শ্রীপুর পৌরসভা

আলোচনা

জনাব লিয়াকত মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী, শ্রীপুর পৌরসভা তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, উক্ত প্রকল্পের ফলে শ্রীপুর পৌরসভার চিত্র পাল্টে গেছে।

জনাব সুজন চন্দ্র ভৌমিক, সহকারী পরিচালক, স্থানীয় সরকার সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন, আইএমইডি প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ করি। প্রকল্পে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা বের করে আনি। অপরদিকে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকি।

কর্মশালার কার্যক্রম উপস্থাপন, জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, টিম লিডার, UGIIP-II প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং বর্তমান সমীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এরপর তিনি দল গঠন ও কাজ বিতরণ করেন।

দলগত কাজে তিনটি দলে (পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, পৌরকর্মী এবং সুবিধাভোগী) বিভক্ত হয়ে দলগত কাজ করে তা উপস্থাপন করেন। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কাউন্সিলর জিল্লার হোসেন তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করেন। পৌরকর্মীদের মধ্যে জসিম উদ্দিন ড্রাফটসম্যান উপস্থাপন করেন এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে টিএলসিসি সদস্য নূর আলম বর্ণনা করেন।

সভাপতির বক্তব্য, জনাব মো: আনিছুর রহমান, মেয়র, শ্রীপুর পৌরসভা তার বক্তব্যে বলেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কাজ হয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের নিকট এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম ধরে রাখতে এবং সেবার মান বাড়ানোর জন্য এই ধরনের প্রকল্প আরও দারকার।

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মতামত

১. পৌরসভার উন্নয়নের গতিধারা সচল রাখতে UGIIP-II ন্যায় প্রকল্প চলমান রাখা;
২. পৌরসভার সকল কর্মসূচিতে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে টিএলসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি-কে আরও কার্যকর করা;
৩. পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স এবং নন-হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার বৃদ্ধি করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৌরবাসীকে প্রণোদনা প্রদান করা;
৪. বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বস্তি এলাকায় যে সকল কর্মসূচি রয়েছে তা চলমান রাখা;
৫. এই প্রকল্পের আওতায় যে সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সরকারি অর্থের বরাদ্দ রাখা;
৬. UGIIP-II প্রকল্পের ফলে পৌরসভায় যে পরিবেশগত উন্নয়ন হয়েছে তা নিয়মিত তদারকি করা;
৭. পৌর এলাকার জলবদ্ধতা দূর করতে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য ড্রেনসমূহ নিয়মিত সংস্কারসহ পরিষ্কার রাখা; এবং
৮. পৌরকর্মীদের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।

অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেড
ADHUNA BANGLADESH LIMITED
অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেড
১৪১ পশ্চিম ধানমন্ডি, রোড নং ৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ই-মেইল: adhunabangladeshltd@gmail.com, মোবাইল: +৩৮৪৮৮৮৮৮৮